আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব

পরমারাধ্যা

মাতৃদেবীকে

মন্দিরের কথা

উৎসর্গ করিলাম।

গুরুদাস

কোনারকের কথা

সূচনা

বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে যখন কোনারকের কথা লিখিতে আরম্ভ করি, সেই সময়ে তাঁহার পাঠাগার হইতে পণ্ডিত বিষণস্বরূপ মহাশয়ের "কোণার্ক" গ্রন্থ আনয়ন করিয়াছিলাম। এই গ্রন্থখানি ব্যতীত ইংরাজী অথবা বাংলা ভাষায় কোনারকের মন্দির সম্বন্ধে অপর কোনও সম্পূর্ণ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। পূর্ব্বাচার্য্যগণের ঋণস্বীকার লেখকমাত্রেরই কর্ত্তব্য; তাই শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয়ের সহিত সকল বিষয়ে একমত না হইতে পারিলেও এ কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, তাঁহার রচিত গ্রন্থখানি প্রত্নতত্ত্বান্বেষীর বিশেষ উপভোগ্য। প্রাচীন স্থাপত্য বিষয়ে কৌতূহলী পাঠকমাত্রেই বাস্তুশিল্পে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থকারের মতাদির সারবত্তা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

দাক্ষিণাত্যে যেরূপ সূর্য্যনারকোইল, উড়িষ্যায় সেইরূপ কোনারক। কিন্তু উড়িষ্যার এই কৃষ্ণদেউলের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত মন্দির দেশজোড়া প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। প্রথম খণ্ডের পূর্ব্বকথায় চক্রসংযুক্ত মন্দিরাদির প্রসঙ্গে দারাসুরম্ নামক স্থানের ঐরাবতেশ্বর মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছি। কুম্ভকোণমে শারঙ্গপাণির মন্দিরে, মধ্যাবস্থিত প্রধান দেবায়তনটি হস্তী ও অশ্ববাহিত রথের আকারেই পরিকল্পিত (১); সুতরাং বাহনগুলির দিক্ দিয়া ধরিতে গেলে, দারাসুরম্,

---

(১) South Indian Shrines by P. V. Jagadisa Ayyar, p. 71.

হাম্পী, চিদম্বরম্ প্রভৃতি স্থানের (২) রথরূপে পরিকল্পিত মন্দির ও মণ্ডপাদি অপেক্ষা এই মন্দিরটিরই যেন কোনারকের সহিত একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত পি, ভি, জগদীশ আয়ার মহাশয় নিজগ্রন্থে এ দেউলের কোন চিত্র সন্নিবিষ্ট করেন নাই। তিরুবদমুরুদুরের রথের চিত্রের সহিত (৩) কোনারকের মন্দিরের চিত্র পাশাপাশি মিলাইলে এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রথাকৃতি মন্দিরগুলির কথা স্মরণ করিলে স্বতঃই সন্দেহ হয়, বুঝি বা চোল সম্রাটের দুহিতৃকুলোদ্ভব গাঙ্গেয়রাজ কোণার্কের এই সৌররথের নক্সাটি দক্ষিণ হইতেই আমদানি করিয়াছিলেন। অনুমান হয়, কলা-কৌশলী উড়িয়া স্থপতি দক্ষিণা রথের আদর্শে রচিত মণ্ডপের উপর ক্ষুদ্র গম্বুজের পরিবর্ত্তে অধিক প্রসারযুক্ত আমলাশীলা বসাইয়া আপনা-দিগের স্থাপত্যরীতির বিশেষত্বটুকু বজায় রাখিয়াছেন। আমার এ ধারণা হয় তো বিশেষজ্ঞগণ অনুমোদন করিবেন না; কিন্তু যে সাদৃশ্যটুকু আমার চক্ষে ঠেকিয়াছিল, সাধারণ পাঠকও যে তাহা না লক্ষ্য করিবেন, তাহা নহে। সে কথা যাক। 'কোনারকে বৌদ্ধপ্রভাব' অধ্যায় কোনারকের কথার অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সৌর মন্দিরের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য বা প্রত্নলিপি যে বৌদ্ধ মতবাদের কোনও সমর্থন করে না, তাহা আমরা যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে পৌরাণিক প্রবাদ আছে যে, 'ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তখন এক কূর্ম্ম বকুলমালা পর্ব্বত হইতে

---

(২) কোনারকে বৌদ্ধপ্রভাব, পৃঃ ৮০।

(৩) পুরীর কথা, পৃঃ ১০৬, চিত্র ৩২।

পাথর বহিয়া আনিয়াছিল। কূর্ম্ম ধর্ম্মের বাহন, পরে ধর্ম্ম স্বয়ং।' (৪) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত বেহালা গ্রামের ধর্ম্মপূজা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে 'তাহার ঠাকুর কচ্ছপরূপী ধর্ম্ম—প্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহা ময়নাগড় প্রভৃতি স্থানের কচ্ছপরূপী ধর্ম্মের অনুরূপ—১০ম কি ১১শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। এই মূর্ত্তির সহচর একটি ছোট ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি আছে।' (৫) এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব্বোক্ত কূর্ম্ম-সংক্রান্ত প্রবাদে যদি কেহ জগন্নাথে 'বৌদ্ধ সংস্রবের নিদর্শন' লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিতান্ত কল্পনাপ্রবণ বলিয়া নিন্দা করা যায় না। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করাই আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। তাই জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তির উদ্ভব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অন্য প্রকারের হইলেও মন্দিরের গাত্রে একস্থানে যে বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল এবং এক্ষণে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে, বৌদ্ধসংস্রব-মূলক এ সংবাদটিও আমরা উল্লেখ করিতে ছাড়ি নাই (৬)। জগন্নাথ-মন্দিরের তুলনায় কোনারকের 'নিছা দেউল' (পরিত্যক্ত মন্দির) বৌদ্ধপীঠ বলিয়া প্রমাণিত হইলে, সনাতন-পন্থী হিন্দুর প্রাণে সেরূপ আঘাত লাগিবার কথা নহে; কিন্তু যেখানে একান্ত প্রমাণাভাব, এমন কি, কোনও লোক-প্রচলিত

---

(৪) প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮, পৃঃ ২২৫। লেখক দেখাইয়াছেন, 'ধর্ম্ম' পরবর্ত্তী কালে স্ত্রীরূপে পরিকল্পিত হয়েন। আমরা সুভদ্রামূর্ত্তি পাঞ্চরাত্র-মতানুযায়ী 'জগন্ময়ী প্রস্ফুরতা'-জ্ঞাপক লক্ষ্মীদেবী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীমন্দিরে বৌদ্ধপ্রভাবকালে এই প্রকার কোনও মূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল কি না এবং থাকিলে তাহা ধর্ম্ম বলিয়াই পরিচিত হইত কি না, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ বলিয়া মনে হয়।

(৫) ইতিহাস ও আলোচনা, আষাঢ় ১৩২৮, পৃঃ ২৭।

(৬) পুরীর কথা', শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ, পৃঃ ৭৬।

প্রবাদ হইতেও বৌদ্ধপ্রভাবের পক্ষে সামান্যমাত্রও যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেখানে বাধ্য হইয়া এরূপ নিরালম্ব মত খণ্ডন করিতে অগ্রসর হইতে হয়।

আর দুই এক কথা উল্লেখ করিলেই আমার বক্তব্য শেষ হয়। কোনারকে প্রাপ্ত সূর্য্য-শিবের তথাকথিত একটি 'বিমিশ্র' মূর্ত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করিলেও 'বিমিশ্র' মূর্ত্তির যে কোনও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, এ কথা আমরা বলি নাই। লিঙ্গোজি মাতার মন্দিরের এইরূপ একটী মূর্ত্তি (৭) ব্যতীত চিদম্বরম্ মন্দিরে সপ্তাশ্ববাহিত একটি সূর্য্যমূর্ত্তির অপর তিনটি মুখ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সম্মিলনজ্ঞাপক বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে (৮)।

শ্রীযুক্ত জগদীশ আয়ার মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে নবগ্রহমূর্ত্তির একটি অভিনব দৃষ্টান্তের কথা অবগত হওয়া যায়। আমরা নবগ্রহ-সংক্রান্ত পরিশিষ্টে আয়ত প্রস্তরখণ্ডে একত্র-সন্নিবিষ্ট নবগ্রহমূর্ত্তি, ও মণ্ডপমধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন নবগ্রহের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি, এই দুই প্রকার নবগ্রহমূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি। গঙ্গাইকোণ্ডা সোলা-পুরে একটি অখণ্ড প্রস্তরে যে নবগ্রহ ক্ষোদিত আছে (৯), তাহাতে দেখা যায়, গ্রহগুলি পদ্মপুষ্পশীর্ষ রথের উপর উপবিষ্ট। সূর্য্যদেব রথের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থানটি অধিকার করিয়া আছেন, শনৈশ্চর রথচালকের কার্য্য করিতেছেন এবং অপর সাতটি গ্রহ রথের দুই পার্শ্বে স্থান পাইয়াছেন। রথযাত্রার জন্য বিখ্যাত তিরুবদমুরুদুর

(৭) কোনারকের কথা, পৃঃ ২৪।
(৮) Ayyar's South Indian Shrines, p. 51.
(৯) Op. Cit. p. 63.

হইতে দুই মাইল মাত্র দূরবর্ত্তী প্রথম কুলোত্তুঙ্গ (১০) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত 'কুলোত্তুঙ্গচোল-মার্ত্তণ্ডালয়ম্' নামক সূর্য্যনারকোইল মন্দিরে একাশ্ববাহিত সূর্য্যমূর্ত্তির সম্মুখেই বৃহস্পতিমূর্ত্তি দেখা যায়; অপর গ্রহের মূর্ত্তিগুলি সূর্য্যমন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে স্থাপিত আছে। শ্রীযুক্ত আয়ার মহাশয় সূর্য্যনারকোইলের নবগ্রহমূর্ত্তিগুলির যে চিত্র দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই, শনৈশ্চরমূর্ত্তির শিরোদেশের উপরিভাগে সর্পফণা বিস্তৃত রহিয়াছে। নবগ্রহের এই সকল দণ্ডায়মান মূর্ত্তি বৃত্তাকার, আয়ত, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, পঞ্চকোণ, ধনুরাকৃতি, সূর্পাকৃতি, পতাকাকৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের আসনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। শুধু গ্রহশান্তির জন্য নহে, ধন, দীর্ঘায়ুঃ, বৈষয়িক উন্নতি, সুবৃষ্টি প্রভৃতি কামনা করিয়াও লোকে নবগ্রহের পূজা করিয়া থাকে (১১)। হিন্দুগণ নবগ্রহকে ভাগ্যদেবতারূপেই বরণ করিয়াছেন।

গ্রন্থমধ্যে এ সকল কথা উল্লিখিত হয় নাই, তাই সূচনায় সে ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করিলাম। পাঠকগণ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। 'কোনারকের কথা'র দ্বিতীয় অধ্যায় ২১ পৃষ্ঠায় অজন্তা গুহার যে চিত্রটি রাজা পুলিকেশীর রাজসভায় পারস্য-

---

(১০) প্রথম কুলোত্তুঙ্গ চোলদেব সম্রাট্ রাজেন্দ্র চোলের পৌত্র। ইঁহার রাজত্বকাল ১০৭০ হইতে ১১১৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত। কথিত আছে, কান্যকুব্জের সৌরোপাসক গাহডবাল রাজবংশের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটিয়াছিল। চোড়গঙ্গ রাজেন্দ্র চোলের দৌহিত্র। চোড়গঙ্গের বৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রথম নরসিংহ দেব (খৃঃ অঃ ১২৩৮—১২৬৪) যে সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার জগমোহন মণ্ডপ কুলোত্তুঙ্গ-প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যমন্দিরের অদূরবর্ত্তী তিরুবদমুরুদুরের রথের সহিত বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত। ইহার ভিতর কোনও গূঢ় তথ্য অন্তর্নিহিত আছে কি না, কে বলিবে?

(১১) Ayyar, Op. Cit. p. 69.

রাজ দ্বিতীয় খসরুর দূতগণের আগমনের আলেখ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, আচার্য্য ফুসে তাহা জাতক-কাহিনীর চিত্র বলিয়াই প্রমাণিত করিয়াছেন ; (১২) সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মত ভ্রান্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। অনবধানতা বশতঃ ৯৩ পৃষ্ঠায় মান্দাসোর লিপির কাল ৪৯৩ খৃষ্টাব্দ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা ৪৯৩ মালবাব্দ খৃঃ ৪৩৭-৩৮ অব্দ হইবে। আর এক কথা ; পূর্ব্বাবস্থায় কোনারক মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে সর্ব্বসমেত কতগুলি চক্র উৎকীর্ণ ছিল, সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কোনারক মন্দিরের নক্সায় দ্বাবিংশসংখ্যক চক্রের সংস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্থপতির পরিকল্পনায় পৌরাণিক বর্ণনা হইতে যে কোন স্থানেই ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না, এ কথা অবশ্য কেহই বলিবেন না।

গ্রন্থকার।

(১২) মন্দিরের কথা, প্রথম খণ্ড (পুরীর কথা) পূর্ব্বকথা, পৃঃ ১৩।

সূচীপত্র।

বিষয় সূচী।

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
কোনারকের পথে	১
কোনারক মন্দির	১০
পুনর্য্যাত্রা	৬০
কোনারকে বৌদ্ধপ্রভাব	৭৩
পরিশিষ্ট—	
১। খাজুরাহো	১০১
২। উৎকলমন্দিরে গজসিংহ মূর্ত্তি	১০৭
৩। সিংহ ও হস্তীর উপাখ্যান	১১১
৪। রেবন্ত	১১৮
৫। সূর্য্য	১২০
৬। নবগ্রহ	১৪৩
৭। চি-লি-তা-লো-চিং	১৫৩

চিত্রসূচী।

	চিত্র	পত্রাঙ্ক।
১।	কোনারকে প্রাপ্ত প্রস্তরক্ষোদিত শোভাযাত্রার ঢাল	৬
২।	কোনারক মন্দিরের বেদী	১০
৩।	অশ্বারোহী সূর্য্যমূর্ত্তি	১০
৪।	কোনারক মন্দিরের রুদ্ধ প্রবেশ দ্বার ...	১২
৫।	মন্দির গাত্রস্থ লতামণ্ডপ ও দণ্ডায়মানা নর্ত্তকীমূর্ত্তি	১৪
৬।	কোনারক মন্দিরের আলম্বন বা কার্ণিসের চিত্র ...	১৪
৭।	কোনারক মন্দিরের মূরতাদি সন্নিবিষ্ট সৌধগাত্র ...	১৬
৮।	কোনারক মন্দিরের দ্বারদেশস্থ গজসিংহ মূর্ত্তি ...	১৮
৯।	প্রাচীন চিত্রে কোনারকের মন্দির	১৮
১০।	কোনারক মন্দিরের উত্তর দ্বার	২০
১১।	কোনারক মন্দিরের ক্ষোদিত চক্র	২২
১২।	ক্ষোদিত চক্রের অন্তর্গত গজলক্ষ্মী মূর্ত্তি ...	২২
১৩।	কোনারকের ক্ষোদিত চক্র	২৪
১৪।	কোনারক মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে উৎকীর্ণ চক্র সমূহ	২৬
১৫।	মন্দির গাত্রস্থ ক্ষোদিত চক্র	২৮
১৬।	লতামণ্ডন শোভিত কৃষ্ণ ক্লোরাইট প্রস্তরের ক্ষোদিত দ্বার ...	৩০
১৭।	কোনারক মন্দিরের একটি খাঁজে অবস্থিত কাষ্ঠাসনের ন্যায় উচ্চ আসনে উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি...	৩০

চিত্র		পত্রাঙ্ক।
১৮।	কোনারক মন্দির গাত্রস্থ নর্ত্তকী ও নাগ-নাগিনীর খোদিত চিত্র ...	৩২
১৯।	শিকারের চিত্র	৩৪
২০।	কোনারক মন্দিরের গাত্রস্থ নাগ ও নাগিনীর প্রভৃতির মূর্ত্তি	৩৬
২১।	কোনারক মন্দিরে ভাস্কর্য্য নিদর্শন	৩৮
২২।	নাটমন্দিরের সম্মুখ হইতে কোনারক মন্দিরের চিত্র	৪০
২৩।	নাটমন্দির বা ভোগমণ্ডপের ভগ্নাবশেষ ...	৪২
২৪।	মায়াদেবী বা মহামায়ার মন্দির	৪৪
২৫।	কোনারক মন্দিরের নক্সা	৪৬
২৬।	কোনারকের গঙ্গামূর্ত্তি (সম্মুখ দৃশ্য) ...	৪৮
২৭।	গঙ্গামূর্ত্তি (পার্শ্বদৃশ্য)	৫০
২৮।	শিক্ষাদান বা শাস্ত্র ব্যাখ্যা	৫২
২৯।	বঙ্গদেশীয় নবগ্রহ মূর্ত্তি	৫৪
৩০।	কোনারকের নবগ্রহ শিলা	৫৬
৩১।	কোনারক মন্দিরের কারুকার্য্য	৫৬
৩২।	কোনারকের বিষ্ণুমূর্ত্তি	৫৮
৩৩।	কোনারকে প্রাপ্ত ক্ষোদিত লিপি	৬০
৩৪।	কোনারক মন্দিরের জগমোহন ও অসমাপ্ত গর্ভগৃহের ভগ্নাবশেষ ...	৬২
৩৫।	কোনারক মন্দিরের উত্তরপার্শ্বের একটি অংশ ...	৬৪
৩৬।	মেহরৌলীর লৌহ স্তম্ভ	৬৬
৩৭।	কোনারকের অশ্বদ্বয়	৬৮

চিত্র	পত্রাঙ্ক ।
৩৮। কোনারকের অশ্বমূর্ত্তি … … …	৬৮
৩৯। কোনারকের প্রস্তরগঠিত হস্তিদ্বয় … …	৭০
৪০। পেট্রোগ্রাড নগরে এনিটস্কিন সেতুর উপরিস্থিত ব্যারণ ক্লট্ নির্ম্মিত অশ্ব …	৭০
৪১। কোনারকের হস্তিমূর্ত্তি … … …	৭২
৪২। কোনারকের অন্যতম সূর্য্যমূর্ত্তি … …	৭৮
৪৩। চিদম্বরম্ মন্দিরের নৃত্যসভা … …	৮০
৪৪। তিরুবরুরের রথাকৃতি মন্দির … …	৮০
৪৫। হৈশলেশ্বর মন্দির … … …	৮২
৪৬। বৈষ্ণবগুরু, কোনারক … … …	৮৬
৪৭। মেয়েলী আলপনায় তামার বেড়ী বা অর্কপুষ্প আকারের সূর্য্যমূর্ত্তি …	৯৪
৪৮। মেয়েলী আলপনায় তামার বেড়ী আকারের সূর্য্যমূর্ত্তি	৯৬
৪৯। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় রক্ষিত বঙ্গদেশীয় সূর্য্যমূর্ত্তি …	৯৮
৫০। ছত্রকাপত্র মন্দির, খাজুরাহো … …	১০৪
৫১। বামন মন্দির, খাজুরাহো … …	১০৬
৫২। গজসিংহ চিত্র সম্বলিত কুর্খিয়ার বুদ্ধমূর্ত্তি …	১১২
৫৩। নালন্দার স্তম্ভ শীর্ষ … … …	১১৪
৫৪। অনন্ত গুম্ফার সৌররথ … … …	১২৬

কোনারকের পথে।

জগন্নাথ-মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোনারক যাত্রার আয়োজনের জন্য তাড়া পড়িয়া গেল। কোনারক পুরীধামের উত্তর-পূর্ব্বে প্রায় ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা বিছানাপত্র বাঁধাবাঁধি করিতেছি, এমন সময় কোথা হইতে মহিষ-শৃঙ্গের খেলানা, কলম-দান প্রভৃতি লইয়া একজন ফিরিওয়ালা আসিয়া উপস্থিত। সে শিশুদের খেলা-ঘরের উপযোগী খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেয়ার, টেবিল্ প্রভৃতির সেট্ দেখাইতে লাগিল। ফুল-কাটা কয়েকটী লেখনী রাখিবার আধার (pen rack) আমাদিগের নিকট বড়ই সুন্দর বলিয়া বোধ হইল ; কিন্তু মূল্য শুনিয়া আর কিনিবার প্রবৃত্তি রহিল না। দু-একটি খেলানা কিনিয়া লোকটিকে বিদায় দিয়া আমরা গো-শকটের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। ইতোমধ্যে বন্ধুবর র—এর সরকারী জিনিস-পত্র লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করার জন্য "তুন্দিল-তনু" নাজির মহাশয়ের আবির্ভাব হইল। ভদ্রলোকটি উৎকলবাসী, বন্ধুবরকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া পেয়াদা মোতায়েন করিলেন। এই মুসলমান পেয়াদাটির সহিত প্রাণ খুলিয়া হিন্দি ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া র—যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। অনেক ধস্তাধস্তি, বকাবকি, হাঙ্গামের পর পাঁচখানি শকট আসিয়া উপস্থিত হইল। শীর্ণ বলীবর্দ্দগুলির অবস্থা দেখিয়া আমাদিগের উৎসাহ যেন কতকটা কমিয়া গেল। কিন্তু উপায় নাই। সম্মুখে রাত্রি, আকাশে তখনও ঘোর ঘনঘটা ; সেই জীর্ণ খর্জ্জূরপত্রাচ্ছাদিত গাড়ীতেই রওয়ানা হইতে হইল। উড়িষ্যার গরুর গাড়ীগুলির বড় বৈশিষ্ট্য

নাই। বঙ্গদেশের গাড়োয়ানদিগের ন্যায় উড়িয়ারা এখনও ছই বাঁধিতে শিখে নাই। চাকাগুলি অপেক্ষাকৃত হাল্কা হইলেও পরিধিতে বড় এবং নেমীও (rim) সেরূপ স্থূল নহে; সুতরাং বালির উপর দিয়া চলিয়া যাইতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। আমরা পথে মিত্র মহাশয়-প্রদত্ত প্রসাদী মিষ্টান্নের সহিত কয়েক মুঠা গরম মুড়ি ও কদলী ভক্ষণ করিয়া বৈকালিক জলযোগ নিষ্পন্ন করিলাম। প্রায় ৭ টার সময় আমরা বালুঘাট নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। দোকানে চেষ্টা করিয়া খাদ্য-দ্রব্যাদি বড় পাওয়া গেল না। ভূ— নোট ভাঙ্গাইবার প্রসঙ্গে যে কোথায় সরিয়া পড়িলেন, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে প্রায় ১ ঘণ্টা বিলম্বের পর তিনি হাস্যমুখে আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম, স্থানীয় এক জন প্রধান ব্যক্তির সাহায্যে বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া, টাকা সংগ্রহ করিয়া তবে একখানি দশ টাকার নোট ভাঙ্গাইতে সমর্থ হইয়াছেন। সহযাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, উড়িষ্যা যে ধনীর দেশ নহে, তাহা এই সামান্য দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তবে নোট ভাঙ্গাইতে অনেক সময় বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামেও বড় কম ভোগ ভুগিতে হয় না। রাত্রি প্রায় ২টার সময় গাড়ীগুলি বালুঘাই বাঙ্গালায় পঁহুছিল। গাড়োয়ানেরা পণ করিয়া বসিল, এখানে গরুগুলিকে না খাওয়াইয়া এবং নিজেরা দুটি দানা মুখে না দিয়া, এক পদও অগ্রসর হইবে না। অগত্যা সেখানে ঘণ্টা-দুই অপেক্ষা করিতে হইল। অধ্যাপক ক—গাড়ীর ভিতর আর বিশ্রামের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ডাক-বাঙ্গলার বারান্দায় আসিয়া একটু গা-হাত ছড়াইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু "খাটমলের" কৃপায় আরাম-কেদারাও অসহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে তাড়া দিয়া পুনরায়

গাড়ীগুলি রওনা করা গেল, কিন্তু অন্ধকারে পথ চিনিতে না পারায় গাড়োয়ানগণ বিপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরা জন দুই পদব্রজে যাইতেছিলাম। ২।৪ রশি যাইতেই উহাদের 'ভ্যাবাচাকা' ভাব দেখিয়া মনে সন্দেহ হইল। অবশেষে ডাক-বাঙ্গলার মালীর সাহায্যে জেলাবোর্ডের রাস্তা চিনিয়া লইয়া আবার সেই পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গাড়ী কয়খানি শম্বুক অপেক্ষাও মৃদু-গতিতে গমন করিতেছে দেখিয়া ক—বাবু ও আমি সারা পথ হাঁটিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। গাড়ী বহুদূরে পড়িয়া রহিল। লণ্ঠনের মৃদু আলোও আর দেখা যাইতেছিল না। পথের দুই পাশে ঝাউ আর কেয়া গাছের সারি ও ক্বচিৎ কদাচিৎ এক একটা তালবৃক্ষ। চারিদিকে মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে; কোথাও জন-মানব নাই। অন্ধকারের ভিতর দিয়া দূরবর্ত্তী বালিয়াড়ির রেখা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হইতেছে। সমুদ্রের কলকল্লোল ব্যতীত আর কোনও শব্দই শ্রুত হইতেছে না। ক—বাবুর হাতে একটি লোহা-বাঁধান পাহাড়িয়া লাঠি। আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। হঠাৎ ক—বাবু বলিলেন, "দেখিয়াছেন মহাশয়, কি যেন একটা ছুটিয়া আসিতেছে?" জন্তুটি রাস্তা পার হইয়া বেগে চলিয়া গেল। দেখিয়া নেকড়ে-জাতীয় শ্বাপদ বলিয়া বোধ হইল। পরে Puri Gazetteer গ্রন্থে দেখিয়াছি, এ অঞ্চলে 'হায়েনা' (Hyæna) বা তরক্ষু জাতীয় শ্বাপদাদিরও অভাব নাই। আমরা পথে কতকগুলি জন্তুর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। এগুলি গো, মেষ, কি বন্য বরাহের পদচিহ্ন, তাহাই লইয়া তর্ক উপস্থিত হইল। আমরা এরূপ ভাবে আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম না। ক্রমে ঊষার বিকাশ পূর্ব্বাকাশে সূচিত হইল। ক—বাবুর বড়ই তীক্ষ্নদৃষ্টি।

তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়ই নিকটে লোকালয় আছে; অদূরে কয়েকটী কুকুর রহিয়াছে, দেখিতেছি।" পরে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওগুলি হরিণ—এইমাত্র পলাইয়া গেল।" পলাইবার ভঙ্গী ও পেটের তলার সাদা রং দেখিয়া সেগুলি যে হরিণ, সে সম্বন্ধে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না। আমার সঙ্গে চশমা ছিল না। হ্রস্ব-দৃষ্টি-নিবন্ধন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। আমরা র—এর ভৃত্য থাক ও পাচক ব্রাহ্মণ অনুকূলকে সঙ্গে লইয়া, খাবারের বাস্কেট ও টিফিন-ক্যারিয়ারটি তাহাদের হস্তে বুঝাইয়া দিয়া, দলে পুরু হইয়া পুনরায় হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। পথে দুগ্ধ-বিক্রেতারা দুগ্ধের ভার লইয়া পুরী অভিমুখে যাইতেছিল; তাহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, নিয়াখিয়া ("নাওয়া-খাওয়া") বলিয়া একটি স্বল্পতোয়া নদী আছে, সেটি পার হইয়া কোনারক যাইতে হইবে; নিয়াখিয়া হইতে কোনারক প্রায় ৮ মাইল পথ।

নিয়াখিয়া নদীতটে আমরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলাম। নদীর জল ঘোর লবণাক্ত; শুনিলাম, সমুদ্রের খাঁড়ির সহিত সংযোগ আছে—রীতিমত জোয়ার-ভাটা হইয়া থাকে। ছোট মৎস্যের অভাব নাই। সারস-জাতীয় দীর্ঘপদ একটি পক্ষী নদীর জলের উপর হাঁটিয়া হাঁটিয়া শিকার সন্ধানে ব্যস্ত আছে দেখিলাম। নদী-সৈকতে—জলের কিনারার নিকট—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত, তাহাতে অসংখ্য কর্কট-শিশু আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কাঁকড়াগুলি এত ছোট যে, হঠাৎ দেখিলে বৃহদায়তন কীট বলিয়াই মনে হয়। রং প্রায় বালুকারই ন্যায় (protective colouring); সুতরাং নিতান্ত নিকটে না গেলে মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ভয় পাইলে

পলাইবার সময় দাঁড়ায় দাঁড়ায় (stridulation) ঘর্ষণের জন্য এক প্রকার মৃদু শব্দ শ্রুত হয়। অধ্যাপক ক—পথে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহাই জ্যাম্ (Jam) ও বিস্কুট সহযোগে পান করিলেন। অতঃপর আমরা পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলাম। ভৃত্য ও পাচক-ব্রাহ্মণ "মিঠা" জলের চেষ্টায় একটি কূপের অভিমুখে গমন করিল। মরুভূমির উপর কোনও রাস্তা নাই—কেবল মন্দিরের ঊর্দ্ধভাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, গাড়ীর চক্রচিহ্ন ধরিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। মন্দিরের কৃষ্ণবর্ণ চূড়া দূর হইতে দেখা যাইতেছিল। বেলা যত বাড়িতে লাগিল, বালুকা ততই উত্তপ্ত হওয়ায় বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

চারিদিকে শুধু দিগন্ত-বিস্তৃত "বালুখণ্ড।" কোন ক্ষুদ্র জীব আসিলেও দূর হইতেই নজরে পড়ে। জন-মানবের আর কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না দেখিয়া, আমরা পুনরায় চলিতে লাগিলাম। এক প্রকার লতা প্রায়ই আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। এগুলি এই বালুকা-ক্ষেত্র হইতেও রস-সঞ্চয় করিয়া সতেজে বর্দ্ধিত হইয়াছে। লতাগুলি স্থানে-স্থানে এরূপ ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, বৃন্তগুলি যেন জালের অনুকরণেই পরস্পরের সহিত এইরূপ ওতপ্রোত ভাবে সম্মিলিত হইয়াছে। পরে শুনিয়াছিলাম, এগুলি Convolvulus শ্রেণীর লতা। বৎসরে অন্ততঃ ছয় মাস ইহাতে সুন্দর বেগুনী-রঙের ফুল ফুটিয়া মরু-প্রকৃতির ভীষণ সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব মাধুরী বিকাশ করিয়া থাকে। নিকটে একটি মৃগযূথ বিচরণ করিতেছিল। আমাদিগকে দেখিয়া কি সুন্দর ভঙ্গীতে লম্ফ প্রদান করিতে করিতে তাহারা দূরে চলিয়া গেল। এ হরিণগুলি চিতাল-জাতীয়। প্রত্যেক যূথের সহিত

এক-একটি করিয়া পুংজাতীয় হরিণ থাকে; সেটি প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, পশ্চাৎ দিকে কতকটা শাদা। অপর হরিণগুলি পাটল রঙ্গের, গায়ে শাদা-শাদা ছিটা-ফোটা দাগ। হরিণগুলির খেলা দেখিতে দেখিতে আমাদের কতকটা ক্লান্তি দূর হইল। কিন্তু পথ যেন আর ফুরায় না। যতই অগ্রসর হই, মন্দিরও যেন ততই পিছাইয়া যায়। এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি Sand-grouse জাতীয় পক্ষী বিচরণ করিতেছে। এগুলি সাধারণ গৃহপালিত কুক্কুট অপেক্ষা বড় বলিয়াই বোধ হইল। বুঝিলাম, কোনারকের কথা শুনিয়া কি জন্য বন্ধুবর—সেন মহাশয় বন্দুক লইয়া সহযাত্রী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বন্ধুর মুখে শুনিলাম যে, মরুখণ্ডে Sand-viper বা ক্রাইত জাতীয় সাপও সুদুর্লভ নহে। উড়িষ্যার এ অঞ্চলে এবং ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরির সান্নিধ্যে কৃকলাস বা বহুরূপীজাতীয় সরীসৃপও যথেষ্ট দেখা যায়। রাজা রাজেন্দ্র-লাল নিজ গ্রন্থে কোনারক হইতে গৃহীত যে প্রস্তর-খোদিত ঢালের চিত্র দিয়াছেন, তাহার মধ্যদেশে শঙ্খ ও দুই পার্শ্বে এই জাতীয় দুইটি গিরগিটি দৃষ্ট হয়।

সূর্য্যদেব মেঘাম্বরে আত্মগোপন করিলেও উত্তাপ-জনিত কষ্টের অবধি ছিল না। আবার কয়েকটি হরিণ দেখা গেল। এগুলিও সেই চিতাল-শ্রেণীর। উদয়গিরির খোদিত গুহায় এই জাতীয় হরিণের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিয়াছি। কেবল প্রভেদ এই যে, উহার পৃষ্ঠদেশে দুইটি পক্ষ সংযোজন করা। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া কোনারকে পঁহুছিলাম। হিতব্রত মধুর-হৃদয় অধ্যাপক মহাশয় নিজের ক্লান্তি তুচ্ছ করিয়া, তাঁহার অসহিষ্ণু সহযাত্রীটির পথিক্লেশ বিমোচনের চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। র—আমাদিগের খোঁজের

(চিত্র ১)

কোনারকে প্রাপ্ত প্রস্তর-ক্ষোদিত শোভাযাত্রার ঢাল।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চিত্র অবলম্বনে]

[পৃঃ ৬

জন্য স্থানীয় পূর্ত্তবিভাগের একজন চাপরাসী পাঠাইয়াছিলেন। সেই লোকটি আমাদিগকে বিশ্রামের স্থানে লইয়া গেল। বন্ধুবৎসল র— ইতোমধ্যেই আয়োজন বড় কম করেন নাই। দেখিলাম—দুগ্ধ, জলে ভিজান ঠাণ্ডা ডাব এবং Lime juice cordial প্রভৃতি নানারূপ ক্লান্তিহর পানীয়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া স্নানান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই স্থানীয় একজন পাণ্ডা র—এর উপদেশ-মত অন্ন লইয়া আসিল। দাইল, শাক, মোটা তণ্ডুলের অন্ন আর পর্য্যাপ্ত পরিমাণ গব্য ঘৃত। তাহাই যেন অমৃতোপম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে পাচক ও ভৃত্য আসিয়া পৌঁছিল। শুনিলাম, জল তুলিতে গিয়া তাহাদের পাত্র কূপে পড়িয়া যায়; তাই তাহাদের আসিতে এত অধিক বিলম্ব হইয়াছে। বেলা ৪॥০ টার সময় মিত্র মহাশয়, শ্রীমান্ ভূ—ও মুন্সিজী আসিয়া পৌঁছিলেন,—তাঁহাদের জন্যও অন্ন প্রস্তুত ছিল। অপরাহ্নে বৃষ্টি আরম্ভ হইল; আমাদের আর মন্দির দেখিতে যাওয়া হইল না। সকলেই শ্রান্ত—ক্লান্ত। আহারাদির পর আর নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

প্রাতঃকালে অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমরা উহা গ্রাহ্য না করিয়া, সকলে মিলিয়া মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। মিত্র মহাশয় ক্যামেরা ও ফিতা লইয়া বেদীর নক্সা ও মন্দিরের আলোক-চিত্র গ্রহণে ব্যস্ত রহিলেন। মন্দিরের উপরিভাগ পিরামিডাকৃতি। মরুর সহিত পিরামিড বা তৎসদৃশ আয়তনবিশিষ্ট দেব-মন্দির বা সমাধি-সৌধের কি সম্বন্ধ আছে, জানি না; তবে ভাবুক হয় ত বলিবেন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে বাস্তু-শিল্পের ইহাই স্বাভাবিক স্ফুরণ। যাঁহারা মিশর দেশে মরুমধ্যস্থ গীজে (Ghizeh) পিরামিডের চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন, বালুখণ্ড হইতে মন্দির-চূড়ার সৌন্দর্য্য

তাঁহারা নিশ্চয়ই ভালরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। এ স্থলে law of association কত দূর কার্য্যকরী হইয়া থাকে, তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণই বলিতে পারেন। পথের অসুবিধা ও দূরত্বের কথা স্মরণ করিয়া কাহার-কাহারও মনে হইল,—সুদৃশ্য মন্দিরই যদি নির্ম্মাণ করা উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে কাছের গোড়ায় সুবিধাজনক স্থান দেখিয়া নির্ম্মাণ করিলে কি-ই বা ক্ষতি হইত? আমাদিগের ন্যায় "গোলা" লোকের মনে এরূপ ভাবের উদয় হইতে পারে বটে; কিন্তু যিনি ললিত-কলায় পারদর্শী এবং সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা ও উপাসক, তিনি কখনই ইহার প্রশ্রয় দিবেন না। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আমেরিকার বক্তৃতায় ললিত-কলা সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি কোনটি সাগর-সরিৎ-সঙ্গমে, কোনটি গিরি-শিখরস্থ চিরন্তন তুষার-মধ্যে, কোনটি বা জনশূন্য সমুদ্রকূলে অবস্থিত। এই সকল স্থানে অনন্তের ছায়া স্বতঃই প্রতীয়মান হয়, এবং মানব-হৃদয়ও তাহা বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে। তাই মানব তথায় তাহার নিজকৃত মন্দির ও মূর্ত্তি এবং সুন্দর ক্ষোদিত প্রস্তরফলকসমূহে যেন লিখিয়া রাখিয়াছে,—'আমার কথা শ্রবণ কর;—আমি অমৃত পুরুষের সন্ধান পাইয়াছি' (১)। মানবের ব্যক্তিত্বের যতই বিকাশ হয়, এ অপূর্ব্ব আলোক ততই দূরে বিচ্ছুরিত

---

(১) "Therefore in India our places of pilgrimage are there, where in the confluence of the river and the sea,in the eternal snow of the mountain peak, in the lonely seashore, some aspect of the Infinite is revealed which has its great voice for our heart, and there man has left in his images and temples, in his carvings of stone, these words—"Hearken to me. I have known the Supreme Person." Tagore's Personality, p. 32.

হইতে থাকে। নিভৃত কন্দরসমূহের অদৃশ্য স্থানগুলি সে আলোকে যতই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, শিল্পরাজ্যও ততই তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া অজ্ঞাত দেশে প্রসার লাভ করিতে থাকে। তাই শিল্প সৌন্দর্য্যের নিদর্শন দ্বারা তাহার জগৎ-জয়ের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছে; তাই যে সকল স্থানে কোন শব্দই শ্রুত হয় না, কোনও বর্ণই নয়ন-গোচর হয় না, সেখানেও এই নিদর্শনগুলি বিরাজমান রহিয়াছে।

"মরু-অধিষ্ঠাত্রী শক্তিও মানবের সহিত আত্মীয়তা অস্বীকার করিতে পারে নাই; তাই জনহীন পিরামিডগুলি মানব-প্রকৃতির নিস্তব্ধতার সহিত জড়-প্রকৃতির নিস্তব্ধতার মিলন যেন স্পষ্টই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। গুহা-নিহিত অন্ধকারও তাই মানবাত্মাকে শান্তিসুখ দান করিয়াছে ও তদ্বিনিময়ে শিল্পের মোহন মালায় নিজ শির অলঙ্কৃত করিয়াছে"। (২)

এ ত গেল দর্শন, কাব্য ও ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাপার। কিন্তু এত কষ্ট করিয়া, গন্তব্যস্থানে পঁহুছিয়া শুধু এ আলোচনায় কাল কাটাইলে ত চলিবে না; কারণ, ফিরিবার সময় পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। তাই যথাসম্ভব সত্বর বন্ধুজনের সঙ্গে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া, মন্দিরের প্রথম স্তর পর্য্যন্ত আরোহণ করিলাম। সেখান হইতে সমুদ্রের শ্বেত-ফেন-শীর্ষ তরঙ্গমালা স্পষ্টই দেখা যাইতে লাগিল। অপর দুইটি উচ্চ স্তরে উঠিবার উপায় নাই; তাই উপরিস্থ মূর্ত্তিগুলি দেখিতে দেখিতে স্তরটি প্রদক্ষিণ করিয়া নিম্নে অবতরণ করিলাম।

---

(২) Tagore's Personality—What is Art; p. 28-29 & 32.

কোনারক মন্দির।

এখন যাহা কোনারকের মন্দির বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত, তাহা দেব-মন্দিরের জগমোহন নামক অংশমাত্র। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ-মন্দিরের জগমোহনের সহিত কোনার্ক মন্দিরের জগমোহনের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে; কেবল প্রভেদ এই যে, উপরিভাগে, গম্বুজ অংশে, দুইটির বদলে তিনটি থাক্। প্রথম দুইটি থাকে ছয়টি করিয়া কার্ণিশ, এবং তৃতীয় থাক্‌টিতে পাঁচটি মাত্র কার্ণিশ। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন, কার্ণিসের ফাঁকে ও জোড়ের মুখে প্রায়ই সীসক দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিম্নের শেষ কার্ণিশ দুইটি যে কি সুন্দর ভাবে ক্ষোদিত, তাহা আর বলিবার নহে। ফার্গুসন (Fergusson) কোণগুলির গঠনপ্রণালী ও ছেদ-ভেদাদি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, সুষ্ঠুতা ও সুবিবেচনায় কোনও যবন (য়ুনানী) শিল্পীও ইহা অপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইত না। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, অন্ততঃ আয়তনের হিসাবে এরূপ বহিঃকারুকার্য্য-বিশিষ্ট মন্দির জগতে আর কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। মন্দিরের যে অংশে সূর্য্য-মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, তাহা বহু দিন পূর্ব্বেই ভূপতিত হইয়াছে। সূর্য্য-মূর্ত্তিও অন্তর্হিত,—মাত্র বেদীটি যথাস্থানে অক্ষত অবস্থায় বিরাজমান। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের মতে ক্লোরাইট পাথরের এই বেদীটি, কলিঙ্গ-তক্ষণ-শিল্পের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বেদীগাত্রস্থ 'খাঁজ'গুলিতে অবস্থিত নারী-

(চিত্র ২)
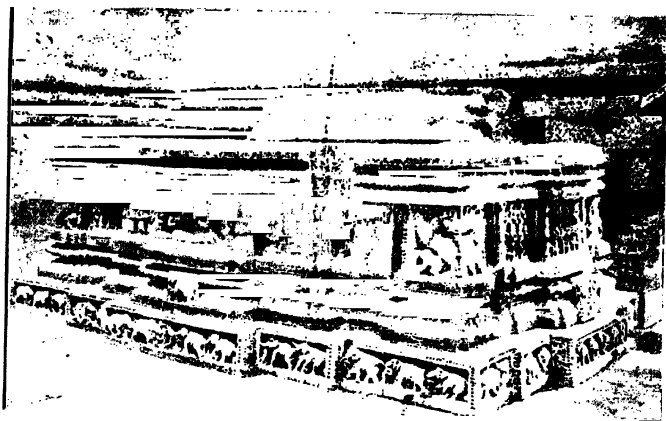
কোনারক মন্দিরের বেদী।
[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ১১

(চিত্র ৩)
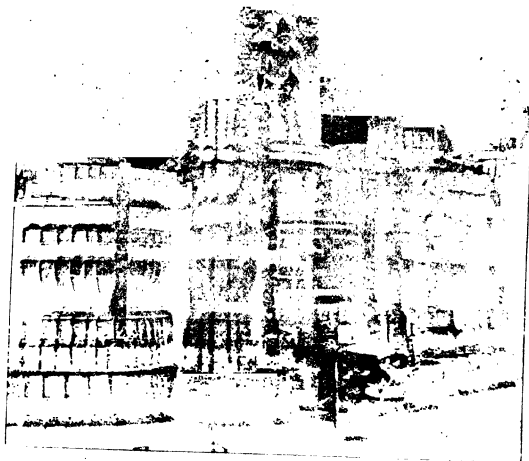
অশ্বারোহী সূর্য্য মূর্ত্তি।
[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ১২

মূর্ত্তিসমূহের 'সজীব' ভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, স্ত্রী-গণের মধ্যে কেহ বা চামর ঢুলাইতেছে, কেহ বা দেবতাকে ভোগ নিবেদন করিতেছে আর কতকগুলি বা দলবদ্ধ হইয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত পুরুষ-মূর্ত্তিদিগের মধ্যে কেহ বা নৈবেদ্যাদি বহন করিতেছে কেহ বা যুক্তকরে দণ্ডায়মান। সকলেরই ভঙ্গীতে ভক্তিভাব সুপরিস্ফুট। বেদীর চারি কোণে অবস্থিত সিংহ মূর্ত্তি গুলিতেও কলানৈপুণ্য বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 'খাঁজ' বা 'কুলঙ্গী'র নিম্নে অবস্থিত উন্নত অংশে নানাবিধ জীব জন্তুর মূর্ত্তি; ক্ষোদিত চিত্রমালায় শশক, ভেক, মৃগ, হস্তী সমস্তই রহিয়াছে।' (৩) বেদীটি দৈর্ঘ্যে ১৭ ফিট, প্রস্থে ৯ ফিট। ইহার গাত্রে সূর্য্যদেব-সম্মুখীন ব্যাধি-নির্ম্মুক্ত শাম্বের একটি সুন্দর চিত্র আছে। প্রবাদ এই যে, কৃষ্ণকুমার শাম্ব যে সূর্য্য-মূর্ত্তি পূজা করিয়া কুষ্ঠ-ব্যাধি-মুক্ত হইয়াছিলেন, কোনারকে সেই সূর্য্য-মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠিত ছিল। (৪) বন্ধুবর হিমাংশুশেখর বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বেদীর উপরকার মাপ প্রভৃতি লইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই গর্ভগৃহের সূর্য্য-মূর্ত্তিই পুরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে (৫) এবং ইহার সহিত অপর যে মূর্ত্তিটি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা ইন্দ্রদেবের নহে,—চন্দ্রের মূর্ত্তি; যেহেতু

(৩) Ganguly's Orissa & her remains, P. 443

(৪) "তাং পূজয়িত্বা বিধিবদ্ভক্ত্যা নত্বা পুনঃ পুনঃ
বিমুক্ত-রোগঃ সহসা যযৌ দ্বারাবতীং পুরীং ॥"
—কপিল সংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ১১, এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি। (Quoted in M. Ganguly's Orissa & her remains.)

(৫) Modern World, July, 1913.

নবগ্রহ প্রস্তরে অঙ্কিত সোম (চন্দ্র) মূর্ত্তির সহিত ইহার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে, এবং উভয়ের উপবীত-ধারণ-ভঙ্গীও ঠিক একই প্রকারের। মূর্ত্তিটির হাত নাই ; নতুবা, ধ্যানমন্ত্র হইতে চিনিয়া লওয়ার সুবিধা হইত। প্রবাদ আছে, কোনারক মন্দিরে সূর্য্যের সহিত চন্দ্রদেব ও পূজিত হইতেন। কেহ কেহ বলেন, কোনারকের ভোগ-মন্দিরে প্রাপ্ত সূর্য্য মূর্ত্তিটিই নাকি পূর্ব্বে বিগ্রহরূপে পূজিত হইত। এ মূর্ত্তিটির কিন্তু চক্ষুদান সমাপ্ত হয় নাই ; সুতরাং শাস্ত্রমতে এরূপ মূর্ত্তি পূজিত হওয়া সম্ভব নহে ; আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দেউল বা শিখরাংশের ভগ্নাবশেষে প্রাচীর গাত্রে এখনও তিনটি প্রস্তর ক্ষোদিত সূর্য্য-মূর্ত্তি দেখা যায়। পশ্চিম ও দক্ষিণ ধারের মূর্ত্তি দুইটি দণ্ডায়মান ভাবে পরিকল্পিত, একটির মস্তকে মুকুট, অপরটির শিরোভূষণ জটাভার সদৃশ। কেহ কেহ তাই প্রথমটিকে নারায়ণ ও দ্বিতীয়টিকে মহেশ্বর-স্থানীয় বলিয়া বিবেচনা করেন। তৃতীয় মূর্ত্তিটি উত্তর দিকে অবস্থিত। এটি সূর্য্যের অশ্বারোহী মূর্ত্তি। পুরাণাদিতে দেখা যায় সূর্য্য মূর্ত্তি অশ্বারোহী রূপেও পরিকল্পিত হইত (৬)। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের স্বর্গগত ডাঃ ব্লক দক্ষিণের মূর্ত্তিটিকে মধ্যাহ্ন তপন এবং উত্তর ও পশ্চিমদিকের বিগ্রহ দুইটিকে যথা ক্রমে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত কালীন মূর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এ মতবাদ কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়।

---

(৬) "অথবাশ্ব সমারূঢ় কার্য্য একস্তু ভাস্করঃ"—অগ্নিপুরাণ, ৫১ অধ্যায়।
মুর্শিদাবাদ জেলায় অমরকুণ্ড গ্রামে গঙ্গাদিত্য নামক একটি অশ্বারোহী সূর্য্যমূর্ত্তি অদ্যাপি পূজিত হইয়া থাকে একথা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে।

(চিত্র ৪)
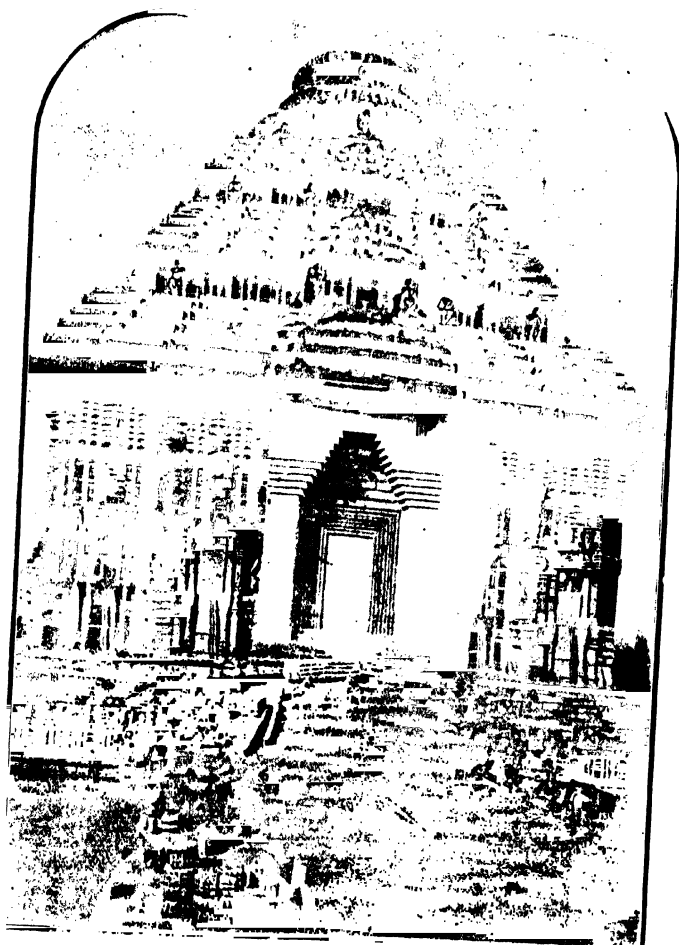
কোনারক মন্দিরের রুদ্ধ প্রবেশ দ্বার।

[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে]

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র যখন কোনারকে গমন করেন, সে সময়ে মন্দিরের নিম্নদেশে ক্ষোদিত রথচক্রগুলি বালুকায় প্রোথিত ছিল; এখন সরকারী পূর্ত্ত-বিভাগের যত্নে বালুকা অপসারিত হইয়াছে, মন্দিরের কিয়দংশ মেরামত করা হইয়াছে; এবং যাহাতে গম্বুজটি পড়িয়া না যায়, সেই জন্য মন্দিরের দ্বার-কয়টি সম্পূর্ণরূপে গাঁথিয়া দিয়া ভিতর কার অংশ বালুকা ও প্রস্তর খণ্ডে পরিপূর্ণ করা হইয়াছে। মন্দিরের গাত্রে যে বিচিত্র কারুকার্য্য দেখিলাম তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। পশ্চিম ভারতে গুজরাট দেশস্থ মুধেরার সূর্য্য-মন্দির কারু কার্য্যের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু ললিতকলার হিসাবে ইহা যে কোনারকের মন্দিরকে অধিক দূর অতিক্রম করিয়াছে তাহা তো মনে হয় না। আবুল ফজল লিখিয়াছেন, কোনারকের মন্দির কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড-মন্দিরেরই অনুরূপ। আইন-ই-আক্‌বরীর গ্রন্থকার বোধ হয় ভ্রমাত্মক সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন; কারণ, মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের যে চিত্র দেখা যায়, তাহার সহিত কোনারক মন্দিরের বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না (৭)।

(৭) Vide engraving on P. 260, Fergusson's History of Indian & Eastern Architecture.

মার্ত্তণ্ড মন্দিরের স্তম্ভ শ্রেণী এখন ও বিদ্যমান। স্তম্ভগুলি ও উহাদের অগ্রভাগ (capital) দেখিয়া গ্রীকস্থপতিগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত 'ডোরিক' (Doric) স্থাপত্য প্রণালীর ইহা সুবিখ্যাত নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ("The most famous building of this (Doric) order is the temple of Marttanda in Kashmir"—Dr. G. N. Banerjee's Hellenism in Ancient India, P. 49) ১৯১৫-১৬ সালের ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের বাৎসরিক বিবরণীতে (Arch. Survey Annual Report 1915-16 P. 51-52) পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের যে বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার মাত্র একটি স্থানে কোনা-রকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কাশ্মীরে প্রচলিত ত্রি-পত্র খিলানের (tre-

কোনারকের মন্দির বিন্যাস-সামঞ্জস্যের জন্য প্রসিদ্ধ। ডাঃ কুমারস্বামী যথার্থই বলিয়াছেন ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের এরূপ নির্দ্দোষ সামঞ্জস্য জগতের অপর কোথাও দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ সৌধগাত্রে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে-মূরতাদি সন্নিবিষ্ট কোনারক মন্দিরের সহিত পশ্চিম ইউরোপের ভাস্কর্য্য-কলা-সমৃদ্ধ সমসাময়িক গির্জ্জা ঘরগুলির সম্মুখ ভাগের (facade) কতকটা সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতির মতে ইহাই মধ্যযুগের ওড্র শিল্পকলার শেষ অভিব্যক্তি। কোনারকের সৌন্দর্য্যের তুলনায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পুরী-মন্দিরের অপকৃষ্টতর শিল্প-নিদর্শন দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেরূপ একবার শেষ মুহূর্ত্তে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, উৎকল-দেশীয় ললিত-কলাও সেইরূপ এই সূর্য্য-মন্দিরে উজ্জ্বলে-মধুরে মিশিয়া চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

মন্দিরের চারি পার্শ্বে তিন থাক কার্ণিশ আছে। তাহার ধারে-ধারে শিকার, শোভাযাত্রা প্রভৃতি সংসারের দৈনন্দিন কার্য্য ও আমোদ-প্রমোদের কতই যে ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। কার্ণিশের এই আলম্বনগুলি ১ ফুট হইতে ১৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত চওড়া, এবং লম্বায় প্রায় ৩০০০ ফিট হইবে। ফার্গুসন অনুমান করিয়াছেন যে, মন্দিরের শুধু এই সামান্য অংশে অন্যূন ৬০০০ মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান মন্দির বা জগমোহনটি উচ্চে প্রায় ১৪০ ফিট।

---

foil-arch) উল্লেখে লেখক বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে, কোনারকে ও মানভূম জেলায় এইরূপ খিলানের যে সকল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাহা সমস্তই মধ্য-যুগের। 'ত্রি-পত্র' খিলানের আদর্শ ও কাশ্মীরের নিজস্ব নহে। স্বর্গগত ফার্গুসনের মতে ইহার আদর্শ, প্রাচীন ভারতীয় গুহা প্রভৃতিতে অবস্থিত চৈত্য (Chaitya hall) গৃহাদির খণ্ডাংশ হইতে গৃহীত। হেভেল 'ত্রি-পত্র' খিলান পদ্ম এবং বট বা পিপ্পল পত্রের সম্মিলনে গঠিত বলিয়া মনে করেন।

(চিত্র ৫)
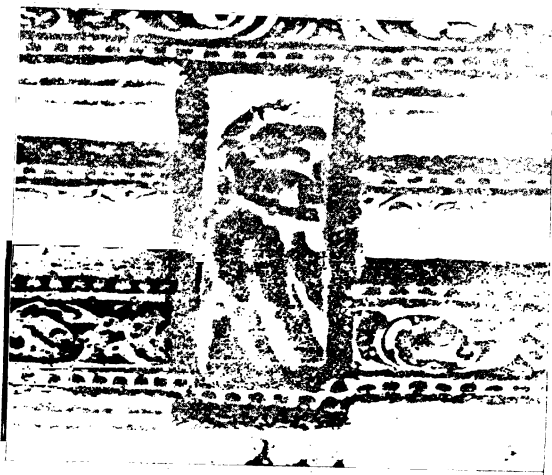
মন্দির গাত্রস্থ লতামণ্ডপ ও দণ্ডায়মানা নর্ত্তকী মূর্ত্তি।
শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১৪

(চিত্র ৬)

কোনারক মন্দিরের আলম্বন বা কার্ণিসের চিত্র।
[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১৪

কৃষ্ণদেউল নামে অভিহিত হইলেও, ইহা কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত নহে; Sandstone বা বালিয়া পাথরই ইহার প্রধান উপকরণ। তবে কারুকার্য্য-সমন্বিত দরজার চৌকাঠ ও মন্দিরগাত্রস্থ কতকগুলি চিত্র মুংনি বা ক্লোরাইট এবং granite gneiss সদৃশ কাল পাথরে ক্ষোদিত। দূর হইতে মন্দিরাগ্রভাগ কাল দেখায় বলিয়া, কিম্বা হয় তো এই সকল কারুকার্য্য-সমন্বিত কৃষ্ণ-প্রস্তরখণ্ডগুলির সমাবেশের জন্যই দেউলের Black Pagoda নামকরণ হইয়া থাকিবে। বোধ হয়, বিভিন্নতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই য়ুরোপীয় নাবিক-গণ পুরীর জগন্নাথের মন্দিরকে শ্বেত-দেউল বা White Pagoda নামে অভিহিত করে। দুইটি মন্দিরই সমুদ্রগামী পোত হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে অর্ক-মন্দিরের পূর্ব্বদিকস্থ প্রধান প্রবেশ-দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি গজারূঢ় সিংহমূর্ত্তি এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকস্থ অপর দুই দ্বারের পার্শ্বে শুণ্ড দ্বারা নরদেহ উত্তোলনকারী গজ এবং যোদ্ধ-মূর্ত্তিসহ সজ্জিত অশ্বাদি সংস্থাপিত ছিল; স্থানচ্যুত হওয়ায় তাহাদের কতকাংশ এক্ষণে মন্দিরপ্রাঙ্গণে রক্ষিত হইয়াছে। যে দুইটি সিংহমূর্ত্তি এখন জগমোহানের পূর্ব্বদ্বারে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে উত্তর দ্বারে অবস্থিত ছিল। এ সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে যে, মন্দিরের প্রাচীর বেষ্টনীর তিনটী তোরণ; পূর্ব্ব তোরণে দুইটি সুগঠিত হস্তী শুণ্ড দ্বারা একটি করিয়া নরমূর্ত্তি বহন করিতেছে; পশ্চিম দ্বারে সাজ ও অলঙ্কারাদি সমেত দুইটি অশ্বারোহী মূর্ত্তি, সঙ্গে একজন করিয়া অনুচর; অপর দ্বারে দুইটি শার্দ্দূল, এক একটি পরাভূত হস্তীর উপর আক্রমণের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে (১০)।

(১০) Ain-i- Akbari, Jarrett, Vol II. pp. 128-129.

ভারতের ভূতপূর্ব্ব সারভেয়ার জেনারেল স্বর্গীয় লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল কলিন ম্যাকেঞ্জি কর্ত্তৃক সংগৃহীত উড়িষ্যা ও উত্তর সরকারের প্রাচীন মন্দির ও ভগ্নাবশেষের যে সকল চিত্রসমূহ এসিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালায় A চিহ্নিত পুস্তকে রক্ষিত হইয়াছে, তাহার অন্তর্গত ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ২রা জুলাই তারিখে অঙ্কিত ৬নং চিত্রটি দেখিলেই প্রতীয়মান হয়, যে এই গজসিংহ-মূর্ত্তিদ্বয়ের পুনঃ সংস্থাপন যথাস্থানে ঘটে নাই। চিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উহা উত্তর দ্বারের সম্মুখে সন্নিবিষ্ট ছিল এবং চিত্রটি নিজেই সাক্ষ্য দিতেছে যে, যে স্থানে এই শার্দ্দূল বা গজসিংহের তাৎকালিক অবস্থান দেখান হইয়াছে তাহা মন্দিরের প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগ। প্রাচীর বেষ্টিত পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে এবং ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরেও দেখা যায় যে, এই শ্রেণীর জান্তব মূর্ত্তি তোরণ দ্বারের উপরিভাগে সংস্থাপন করার প্রথা ছিল। এই (A) চিত্র পুস্তকের ২০ সংখ্যক চিত্রে রথাকৃতি মন্দিরের দুইটি চক্র ও দুইটি ভগ্ন অশ্বও প্রদর্শিত হইয়াছে। সোপান শ্রেণীর উপরিভাগে অবস্থিত শার্দ্দূল ও হংস আলম্বন সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে (১১)।

এক্ষণে প্রস্তর-বিনির্ম্মিত দ্বাররক্ষক জীবমূর্ত্তিগুলি যেরূপ ইতস্ততঃ স্থানান্তরিত,—সিংহদ্বার, হস্তীদ্বার ও অশ্বদ্বার নামে অভিহিত এই দ্বার-তিনটিও সেইরূপ চিরকালের নিমিত্ত রুদ্ধ হইয়াছে। মন্দিরটি সূর্য্যদেবের রথের আকারে পরিকল্পিত। দাক্ষিণাত্যের তিরুবদ-মুতুরের বিখ্যাত রথের চিত্রটির সহিত কোনারক মন্দিরের চিত্রটি

(১১) J. A. S. B. Vol IV. 1908. pp. 301-302.
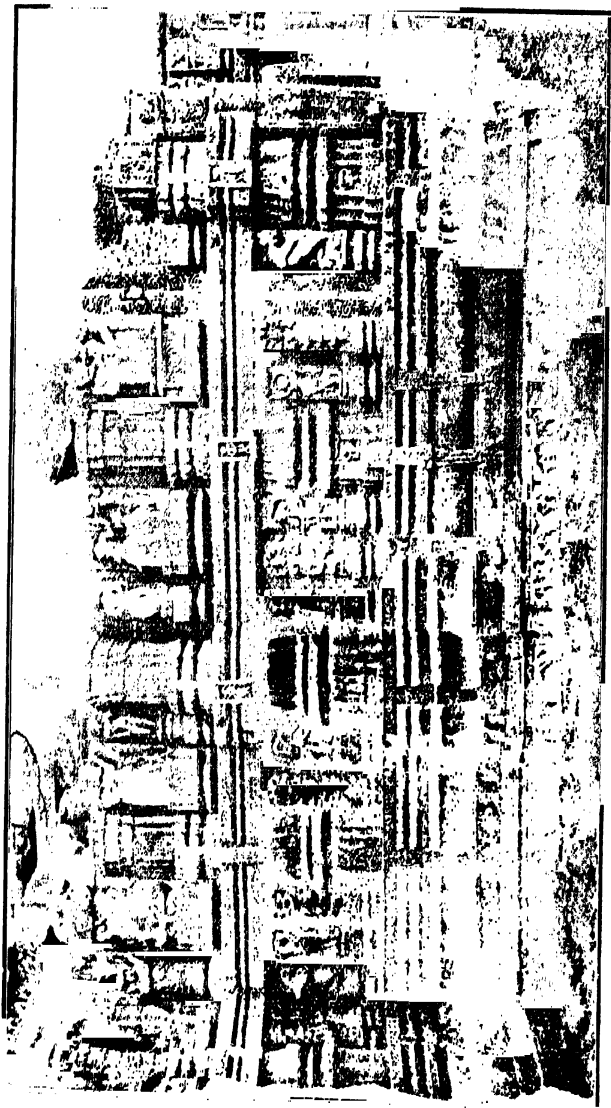
কোনারক মন্দিরের মূরতাদি সন্নিবিষ্ট সৌধগাত্র। [পৃঃ ১৪

তুলনা করিলে সহজেই মনে হয় যে, এ শ্রেণীর বিমান সংলগ্ন উড়িয়া-দেউল দক্ষিণী-রথের আদর্শ হইতেই নির্ম্মিত। মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে সর্ব্বসমেত আটটি চক্র; প্রত্যেকটির ব্যাস ৯ ফিট ৮ ইঞ্চি। এই রথচক্রগুলির ভিতরও বহু ক্ষোদাই কাজ রহিয়াছে। পাঠক হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন, চাকার সংখ্যা অধিক না হইয়া আটটি হইল কেন? তাহার উত্তর মৎস্য পুরাণে প্রদত্ত হইয়াছে (১২)। সূর্য্যের রথ "একচক্রোপরিস্থিত এবং পঞ্চ অর (Spokes) যুক্ত। উহাতে তিনটি নাভি এবং হিরণ্ময় ক্ষুদ্র অষ্টচক্র ও একটি নেমিযুক্ত একটি বৃহৎ চক্র আছে।" বলা বাহুল্য মন্দির গাত্রস্থ সুবৃহৎ ক্ষোদিত চক্রগুলি এই অষ্ট চক্রেরই বর্দ্ধিতায়তন সংস্করণ মাত্র (১৩)। কত ধৈর্য্যের সহিত ও কত অক্লান্ত পরিশ্রমে এগুলি তক্ষিত হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। শুনা যায় পুরী ও ভুবনেশ্বর তীর্থের ন্যায় কোনারকেও রথযাত্রা প্রচলিত ছিল। সেইজন্য কেহ কেহ এটিও কোনও প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া অনুমান করেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি সুধীগণের মতে পুরীর রথযাত্রা প্রাচীন বৌদ্ধ রথযাত্রা উৎসবেরই অনুকরণমাত্র। এ মত কতদূর গ্রহণীয় তাহা "কোণারকে বৌদ্ধপ্রভাব" অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

দেখিলাম, মন্দিরের নিম্নতম অংশে একসারি হস্তীর চিত্র। এই সুদীর্ঘ আলম্বনগুলি কেবল "একঘেয়ে" ভঙ্গীরই পুনরাবর্ত্তন নহে; প্রত্যেক চিত্রেরই যেন বেশ জীবন্তভাব। গজশ্রেণীর

---

(১২) মৎস্যপুরাণ, 'বঙ্গবাসী' সংস্করণ ১২৫ অধ্যায়, ৩৮ শ্লোক।

(১৩) "সূর্য্য" বিষয়ক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

লীলাঙ্কিত গতি শিল্পীর পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচায়ক। আমরা উচ্চে যে স্তর পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলাম, সেখানে কয়েকটি ব্রহ্মামূর্ত্তি এবং বীণা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদন-নিরতা রমণীমূর্ত্তি সন্নিবিষ্ট আছে। মন্দিরগাত্রে কারুকার্য্যের অন্ত নাই। নৃত্যশীলা রমণী-মূর্ত্তিগুলির ভঙ্গী বড়ই মনোহর। অনেক অভিজ্ঞ ইংরাজ সমালোচক ইহাদিগের delicious pose বা সুঠাম ভঙ্গীর প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতীয় ললিতকলার বিখ্যাত সমালোচক ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী মহাশয়ও বলিয়াছেন যে দেখিলে স্পষ্টই মনে হয় প্রণয়ীজন ব্যতীত অপর কেহ এরূপ স্ত্রীমূর্ত্তি গঠন করিতে পারে না (১৪)। কোনারকের শিশু মূর্ত্তি গুলিও বড়ই সুন্দর। কাল পাথরে ক্ষোদাই-করা মন্দিরের দুই দ্বারে সুন্দর Scroll-work বা লতাদির আবর্ত্তন। তাহার মধ্যে-মধ্যে অনেকগুলি cupid বা cherubএর ন্যায় ক্রীড়ারত অপূর্ব্ব শিশুমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই চিত্রের সৌন্দর্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরেও এইরূপ একটি আবর্ত্তিত লতার ভিতর কতকগুলি দেবশিশু অঙ্কিত দেখিয়াছি। পুরীমন্দিরে জগমোহনের গাত্রে আর একটি সুন্দর বল্লরীর ক্ষোদিত চিত্র দেখিয়াছিলাম (১৫); কিন্তু উহাতে সুন্দর শিশুমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কতকগুলি বানরের ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এই চিত্রটিও সুন্দর। নিপুণ শিল্পী বানরমূর্ত্তি অঙ্কনে যথেষ্ট শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।

---

(১৪) Arts and Crafts of India and Ceylon, p. 75.

(১৫) উড়িয়া শিল্পিগণ এ নক্সা 'হনুমন্ত লতা' নামে অভিহিত করে। অনন্ত বাসুদেব মন্দিরেও এইপ্রকার চিত্র দেখা গিয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে "অনন্ত বাসুদেব" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(চিত্র ৮)

কোনারক মন্দিরের দ্বারদেশস্থ গজসিংহ মূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১৫

(চিত্র ৯)
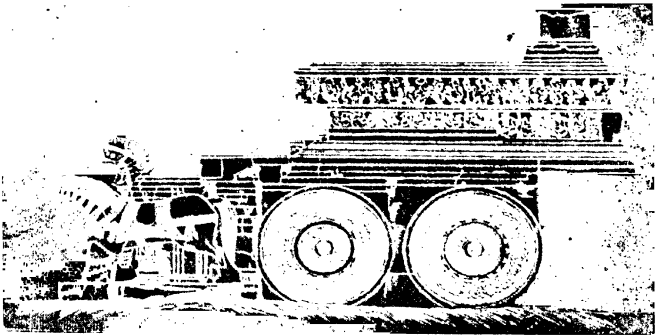
প্রাচীন চিত্রে কোনারকের মন্দির।

[বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত মেকেঞ্জী কলেক্‌সনের A ফোলিওর ২০ সংখ্যাক চিত্র হইতে] [পৃঃ ১৬

ব্যাভেরিয়া প্রদেশে আচেন নামক নগরের ধর্ম্মমন্দিরে (cathedral) হস্তীদন্তে ক্ষোদিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্য বিশিষ্ট কয়েকটি ফলক পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি এখন মিসরের সেকেন্দ্রিয়া নগরের 'কপ্ট' (Copt) শিল্প কলার দৃষ্টান্ত রূপেই পরিগণিত। ইহার একটি ফলকে সুবিন্যস্ত পত্রসমূহের মধ্যে অবস্থিত পশু, পক্ষী ও সুন্দর শিশু (cupid) মূর্ত্তি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। বিশেষজ্ঞগণ ভারতীয় ভাস্কর্য্যেও এইরূপ সুন্দর পরিকল্পনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। ভিন্সেণ্ট স্মিথ এ প্রসঙ্গে গাঢ়-হোয়া (Garhwa) স্তম্ভ ও মথুরার ক্ষোদিত প্রস্তরাদির উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন (১৬) তাহাতে দেখা যায় যে শিল্পকলাবিদ্ J. Strozygoroski মহাশয় তাঁহার গ্রীক ও কপ্টিক শিল্পকলা বিষয়ক নিবন্ধে মথুরা শিল্প ও আচেনে প্রাপ্ত ক্ষোদিত চিত্রাদির সাদৃশ্য কাকতালীয় যুক্তিতে 'হঠাৎ মিলিয়া যাওয়া' বলিয়া মনে করেন না (১৭)। তাঁহার মতে এই উভয় শিল্পই সিরিয়া প্রদেশ বা এসিয়ার পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে উদ্ভূত। সে যাহা হউক মথুরা শিল্পের ধারা যে উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই;—কিন্তু উড়িয়া শিল্পী এই শিল্পাদর্শটি (motif) যে এই সূত্রেই প্রাপ্ত হইয়াছিল এরূপ কোনও সন্তোষ জনক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এক স্থানে মন্দির গাত্রে কয়েকটি কৌতুহলজনক চিত্র দেখিলাম।

---

(১৬) Hellenism in Ancient India. p. 74-75.

(১৭) Hellenistische und Koptische Kunst in Alexandria, referred to by Dr. G. N. Bannerjee.

প্রথমটি বোধ হয় শিকারের চিত্র। বৃক্ষতলে গজারূঢ় ধনুকধারী মূর্ত্তি। পশ্চাতে পরিচারক মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে। মাহুতটিকে স্ত্রী বলিয়া সন্দেহ হয়; তবে ধম্মিল্লধারী তরুণ-বয়স্ক পুরুষ হওয়াও অসম্ভব নহে। সম্মুখে কতকগুলি ব্যক্তি যেন সন্ত্রস্ত ভাবে দণ্ডায়মান। চিত্রের নিম্ন-ফলকে (lower panel) অসি-চর্ম্মধারী কয়েকজন লোক ও দুইটি হস্তী অঙ্কিত দেখা গেল। অপর চিত্রটিতে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান যুগল স্ত্রী-পুরুষ। স্ত্রী-মূর্ত্তিটি পুরুষ-মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত; সুতরাং উভয়ের মধ্যে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পুরুষ মূর্ত্তিটির মুখাবয়ব ও গঠনপ্রণালী প্রভৃতি হঠাৎ লক্ষ্য করিলে, জৈন বা বৌদ্ধ-মূর্ত্তির সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। নিম্নস্থ অপর একটি ফলকে জনৈক পরিচারক একটি সজ্জিতঅশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া আছে। সঙ্গে কয়েকজন অসি-চর্ম্মধারী পুরুষ। শেষোক্ত চিত্রটির তাৎপর্য্য আমরা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আরও দুই-একটী সুন্দর ক্ষোদিত ছবি নরমিথুনের জুগুপ্সিত চিত্রা-বলীর মধ্যে সহজেই অনুসন্ধিৎসু দর্শককে আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

অন্যস্থানে একটি শিকারের চিত্র রহিয়াছে। মৃগয়াশীল ব্যক্তি অশ্ব-পৃষ্ঠে অরূঢ় হইয়া হরিণ ও ব্যাঘ্র-শিকারে নিরত রহিয়াছেন। তৎসন্নি-হিত অপর চিত্রটির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। রাজা হস্তি-পৃষ্ঠে সমারূঢ়। কয়েকজন দীর্ঘ-পরিচ্ছদধারী বিদেশী ব্যক্তি একটি সশৃঙ্গ জিরাফের ন্যায় জন্তু (giraffe-like) যেন উপহার দিবার জন্যই তাঁহার নিকট আনয়ন করিয়াছে। জিরাফ কেবল আফ্রিকা দেশেই পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, এ জীবের মস্তকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শৃঙ্গবৎ অস্থি উদ্গত হয় বটে, তবে সে শৃঙ্গ কখনও বড় হয় না। বাইবেল গ্রন্থে বর্ণিত

(চিত্র ১০)
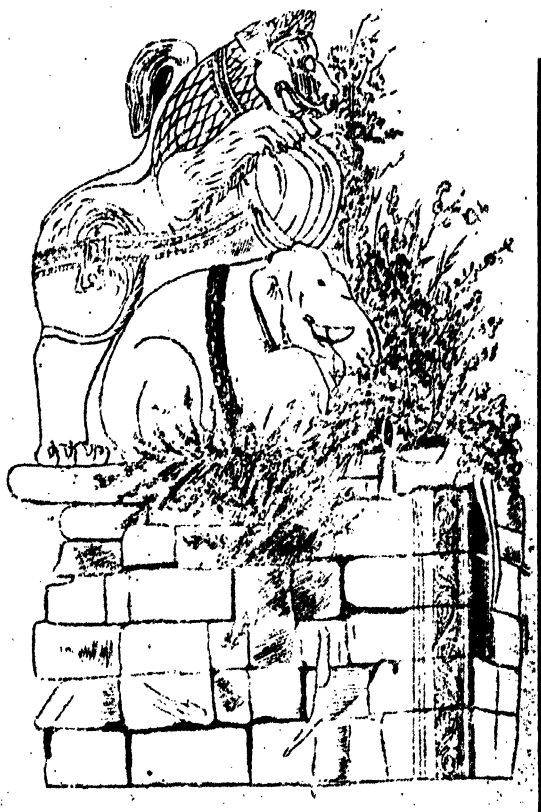
কোনারক মন্দিরের উত্তর দ্বার।

[এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত মেকেঞ্জি কলেক্‌সনের

৮ ফোলিওর ৬ সংখ্যক চিত্র হইতে]

আছে যে, ইহুদীদিগের রাজা সলোমনের নিকট বানর, ময়ূর প্রভৃতি উপঢৌকন প্রেরিত হইত। এই জাতীয় পশুপক্ষী সাধারণতঃ ভারতেই পাওয়া গিয়া থাকে; সুতরাং সলোমন-সংক্রান্ত এই বিবরণটি যে ভারতবর্ষের সহিত ইহুদী-রাজ্যের বাণিজ্য বা রাজনৈতিক সম্পর্ক জ্ঞাপন করিতেছে, অধুনা অনেকেই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। উপরোক্ত জন্তুটি আফ্রিকার জিরাফ বলিয়া বিবেচিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত নজীর অনুসারে, এ চিত্রটির দ্বারা ভারতের সহিত আফ্রিকা মহাদেশের দৌত্যাদি সূত্রে কোনও প্রকার সম্পর্ক জ্ঞাপন করা সম্ভব কি না, তাহা বিশেষজ্ঞগণের প্রণিধান-যোগ্য বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় একখানি ইংরাজী কোষ গ্রন্থের (১৬) নজীর দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, এ চিত্রটির সহিত প্রাচীন মিসরের কোন সমাধি হইতে প্রাপ্ত একখানি আলেখ্যের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে (১৭)। সে চিত্রে আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত নিউবিয়া রাজ্যের কয়েকজন প্রধান-ব্যক্তি বা সামন্ত কোন মিসরীয় রাজাকে একটি জিরাফ ও অন্যান্য উপহার প্রদান করিতেছেন। ভারতে অপর কোথাও যে এইরূপ ঐতিহাসিক চিত্রের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না তাহা নহে। অজন্তার প্রথম গুহায় অবস্থিত একটি চিত্র, বিশেষজ্ঞ ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহাশয় মহারাষ্ট্রীয় রাজা পুলিকেশীর রাজত্বের ষষ্ঠত্রিংশ বর্ষে, দ্বিতীয় খসরু কর্ত্তৃক প্রেরিত দূতগণের হিন্দু রাজসভায় আগমন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদির জীবন্তবৎ আলেখ্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। কোনারকের অপর একটি চিত্রে শিবলিঙ্গ, জগন্নাথ ও দুর্গামূর্ত্তি একই

(১৬) New Popular Encyclopedia, Vol. X. p. 262.
(১৭) Bishan Swarup's Kanaraka p. 14.

বেদীর উপর সংস্থাপিত। দেবী মহিষাসুর-বধে নিযুক্তা। জনৈক রাজা হস্তী ও পরিচারক প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া যেন বিগ্রহগুলি পূজা করিবার উদ্দেশ্যেই আগমন করিয়াছেন। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ-মধ্যে এইরূপ আরও একখানি ক্ষোদিত প্রস্তর পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার সহিত পূর্ব্ববর্ণিত চিত্রের সামান্য একটু পার্থক্য আছে। শেষোক্ত চিত্রে দুইটি বেদী। একটি বেদীর উপর শিবলিঙ্গ ও জগন্নাথ, এবং অপরটিতে দুর্গা। অনেকেই এই অপূর্ব্ব চিত্রখানিকে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের সমন্বয়-জ্ঞাপক বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গগত ডাক্তার ব্লক (Bloch) চিত্রখানি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, যখন কোনারক মন্দির নির্ম্মিত হয়, সে সময় বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তির উদ্ভব হয় নাই। জগন্নাথের সহিত শিব ও দুর্গা তখন একত্রই পূজিত হইতেন। কেহ-কেহ এ ধারণা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করেন না; পণ্ডিত বিষণস্বরূপ সমগ্র ছবিখানির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহা শ্রীরাম কর্ত্তৃক রামেশ্বর তীর্থে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার চিত্র। স্কন্দ-পুরাণ মতে মহিষাসুর রামেশ্বরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এবং দেবীও তথায় দুর্গামূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া অবতীর্ণা হইয়াছিলেন; সুতরাং শিব-প্রতিষ্ঠার সহিত দুর্গা ও মহিষাসুরও যে চিত্রিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অসুরটি যে মহিষাসুরই বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই; যেহেতু নিম্নভাগে একটি খণ্ডিত ক্ষুদ্র মহিষ-মস্তক অঙ্কিত রহিয়াছে। ডাক্তার ব্লকের মতে, ইহা নবগ্রহ-সমন্বিত সূর্য্যমূর্ত্তিমাত্র। চিত্রে ক্ষোদিত রাজার অনুচরগণের মধ্যে একটি সশ্মশ্রু ব্যক্তির চিত্র আছে। নবগ্রহ প্রস্তরের শ্মশ্রুযুক্ত বৃহস্পতির সহিত তাহার কোনও প্রকার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় ডাঃ ব্লক এই সিদ্ধান্ত করিয়া

(চিত্র ১১)
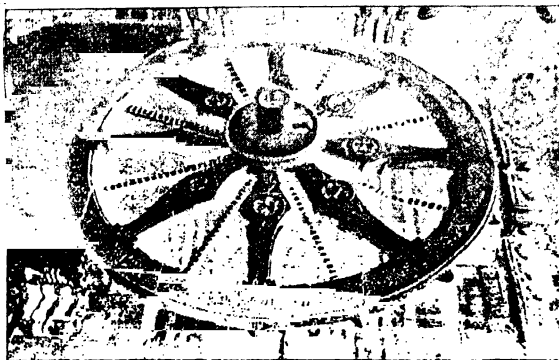
কোনারক মন্দিরের ক্ষোদিত চক্র। [পৃঃ ১৭

(চিত্র ১২)
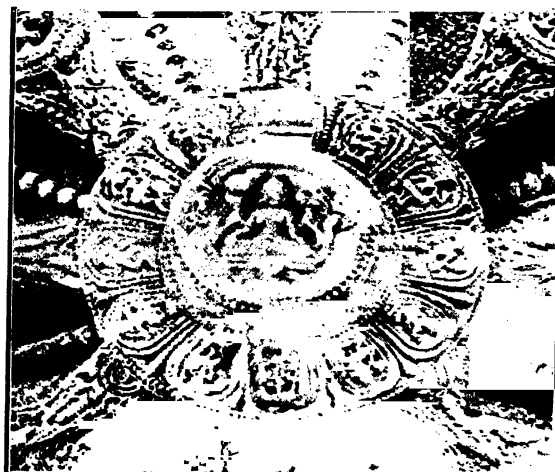
ক্ষোদিত চক্রের অন্তর্গত গজলক্ষ্মী মূর্ত্তি।
কোনারক।
[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১৭

থাকিবেন; কিন্তু অর্থ-সামঞ্জস্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপের ব্যাখ্যাটিই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। চিত্রটি সেইজন্য "রামেশ্বর-দৃশ্য" নামেই অভিহিত হইয়াছে। অপর একটি কারণেও এ চিত্রটি বিশেষ মূল্যবান্; ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কোনারকের মন্দির নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বেই জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

আর একটি মূর্ত্তি লইয়াও মতদ্বৈধের কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। ডাক্তার ব্লক্ কোনারক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ খনন কালে প্রাপ্ত এই মূর্ত্তিটি দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, তাহা সূর্য্য ও শিবের সম্মিলিত মূর্ত্তি। মূর্ত্তির চারিটি হস্ত। উপরের দুই হস্তে সূর্য্যদেবের চিহ্ন স্বরূপ দুইটি পদ্ম, নিম্নের এক হস্তে ত্রিশূল, অপর হস্তটি বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত। ধৃতকমল করদ্বয় উপরিভাগে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ডাক্তার ব্লক্ অনুমান করিয়াছেন যে, কোনারকের সূর্য্যদেব যে ভুবনেশ্বরের মহাদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহাতে তাহাই সূচিত হইয়াছে। এই উক্তিটি আচার্য্য ব্লকের স্বকপোলকল্পিত বলিয়াই সন্দেহ হয়। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ পত্রিকায় (১৮) চুঁচুড়ার সূর্য্যমূর্ত্তি-পরিচয় প্রসঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্প" হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, সূর্য্যমূর্ত্তি ('চতুর্ব্বাহুর্দ্বিহস্তোবা') দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ—দুই প্রকারেরই হইতে পারে। টি, গোপীনাথ রাও তাঁহার ভারতীয় মূর্ত্তিতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে দ্বাদশ আদিত্যের অন্তর্গত মিত্র নামক যে আদিত্য-মূর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন (১৯) তাহার

(১৮) ব, স, প, পত্রিকা, ১৩১৮ সাল, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

(১৯) T. Gopinatha Rao's Elements of Hindu Iconogra-

সহিত ডাক্তার ব্লক্ কথিত "সূর্য্য-শিবের" বেশ সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। এ মূর্ত্তিও চতুর্ভুজ শিব-মূর্ত্তির ন্যায় ত্রি-নেত্রবিশিষ্ট। উপরের দুই হস্তে পদ্মপুষ্প, ও নিম্নের একটি হস্তে শূল থাকার কথা বর্ণিত আছে। ত্রিশূল শূলেরই প্রকারভেদ। ত্রিশূলধারী মহাদেবও সাধারণতঃ শূলী নামেই পরিচিত। ত্রিশূল হস্তে থাকিলেই যে কোনও মূর্ত্তি শৈব-অংশবিশিষ্ট হইবে, এ কথা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয় না। ডাক্তার ব্লকের রিপোর্টেই প্রকাশ যে, গৌড়েও এইরূপ একটি বিমিশ্র (composite) শৈব-সৌরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কোনারক ও ভুবনেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূচক এরূপ একটি অভিনব মূর্ত্তি গৌড়মণ্ডলে আমদানী হওয়ার বিশেষ কোনও আবশ্যকতা ছিল বলিয়া বোধ হয় না ; সুতরাং এটিও যে মিত্র আদিত্যের মূর্ত্তি এই অনুমানই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

কোনারকে জগমোহনের উপরিভাগে কার্ণিশে সন্নিবিষ্ট যে ছয়টি চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তি আছে, সেগুলি সাধারণতঃ ব্রহ্মা বলিয়াই পরিচিত ; এবং পণ্ডিত বিষণস্বরূপও এই মতই গ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শ্রীযুক্ত এইচ, লংহার্ষ্টের মতে এগুলি সমস্তই মহেশ্বর-মূর্ত্তি (২০) ; তাঁহার মতে ত্রিনেত্র, জটাজূট, সর্প, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি চিহ্ন যখন সমস্তই মিলিয়া গিয়াছে, তখন আর শিব বলিয়া প্রকাশ করিতে আপত্তি কি ? একটি সূর্য্যমূর্ত্তিতেও তিনি এইরূপ শিবত্ব আরোপ

---

phy. অবশ্য 'বিমিশ্র' মূর্ত্তির দৃষ্টান্ত যে একবারে পাওয়া যায় না তাহা বলিতেছি না। গুজরাটের অন্তর্গত দ্বিলমালে, দিম্বোজী মাতার মন্দিরে, প্রাচীর সংলগ্ন বৈষ্ণব ত্রিমূর্ত্তি একাধারে সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিবের সমন্বয় জ্ঞাপন করিতেছে। Burgess and Cousen's Northern Guzerat, Pl. LXIX.

(২০) Progress Report Archæological Survey E. Circle, 1906.

(চিত্র ১৩)
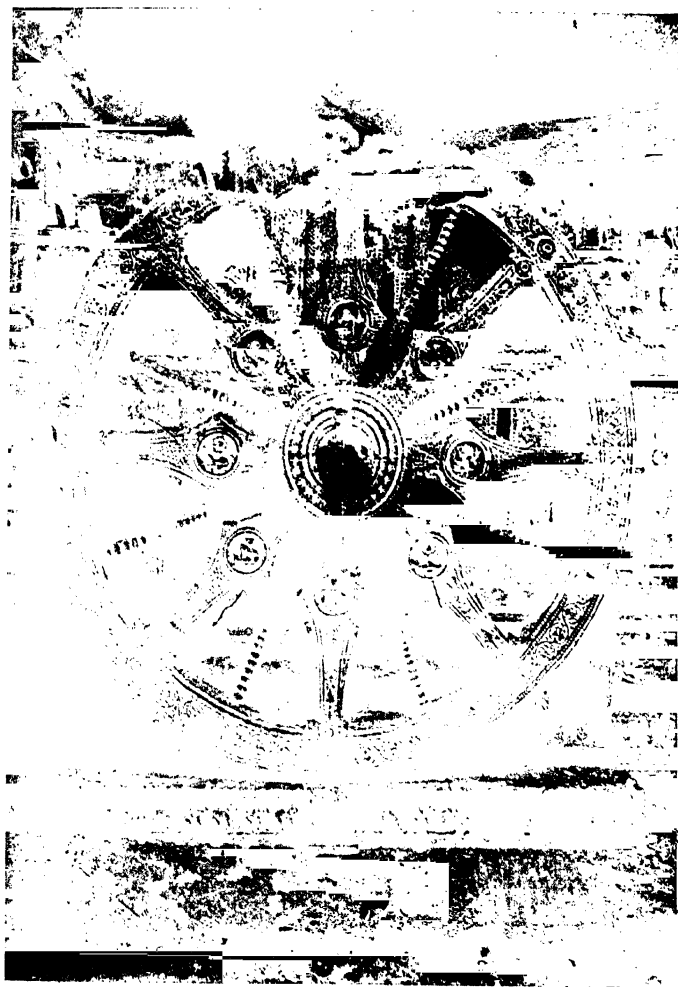
কোনারকের ক্ষোদিত চক্র।

[শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ১৭

করিয়াছেন। বরাহমিহির হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সূর্য্যদেবের পরিচ্ছদ উত্তর দেশীয়। তাঁহার মস্তকাবরণ বহিঃ-দৃশ্যে অনেকটা জটাভারের মত বোধ হয় বটে, কিন্তু ত্রিনেত্র হইলেই যে "শিব" হইবে এ কথা মূর্ত্তিতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। কোনারক মন্দিরে শৈব-প্রভাব সম্বন্ধে বোধ হয় লংহার্ষ্টের দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল। ভোগ-মন্দিরে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তির বেদীটি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, এটি অনেকাংশে যোনিমুদ্রার অনুরূপ ; সুতরাং এ মূর্ত্তিও যে শিবমূর্ত্তিরই অন্যতম সংস্করণ, তিনি এ প্রকার ইঙ্গিতও করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার রিপোর্ট পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, অন্য একটি ক্ষোদিত চিত্রেও এইরূপ শৈব-প্রাধান্য তৎকর্ত্তৃক অনুমিত হইয়াছে। এ চিত্রটিতে সম্মানের স্থান নাকি মহেশ্বর কর্ত্তৃকই অধিকৃত। দক্ষিণের দুইটি মূর্ত্তি তাঁহার মতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র, এবং বামের দুইটি বিষ্ণু ও সূর্য্য। বুদ্ধবৎ যে একটি ধ্যানমগ্ন ঋষি-মূর্ত্তি আছে, তাহার কপালেও আবার ত্রিপুণ্ড্র-রেখা ; সুতরাং দুর্জ্জয় শৈব-প্রভাবের আর বাকী রহিল কি ! কোন্ লক্ষণের দ্বারা কোন্ মূর্ত্তিটির পরিচয় নির্ণীত হইল, তাহার কোন বিচার করা হয় নাই। ঋষি-মূর্ত্তিটির ললাটের কুঞ্চনচিহ্ন স্বাভাবিক, কি ত্রিপুণ্ড্র লাঞ্ছনা মাত্র, তাহাও সহজে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। মন্দিরের উপরের অংশে অশ্লীল চিত্র না থাকার কারণ নির্দ্দেশ-কালে লংহার্ষ্ট বলিয়াছেন, উপরিস্থ শিবলোকে পৌঁছিতে হইলে রিপুর উত্তেজনা ও ঐহিক কামনা পদদলিত করা আবশ্যক। ডাক্তার ব্লক্ যেরূপ একটি মূর্ত্তি দেখিয়া শৈব ধর্ম্মের উপর সৌর প্রাধান্য অনুমান করিয়াছিলেন, লংহার্ষ্ট সেই পদ্ধতিতেই উল্টামতের প্রচার ও সমর্থন করিয়াছেন। দশ-বারো বৎসর পূর্ব্বে

ভারতীয় মূর্ত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিত হয় নাই, এবং দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টিও এদিকে যথোচিত ভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। আচার্য্য ফুসে (Foucher) প্রমুখ বৈদেশিক পণ্ডিত-গণই এ বিষয়ে আমাদিগের পথ-প্রদর্শক। দেব-মূর্ত্তি-পরিচয় ব্যাপারে ভ্রম হওয়া বড় অস্বাভাবিক নহে। সার উইলিয়ম হাণ্টারের ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিও, বোধ হয় ষ্টার্লিং এর মত অবলম্বনে, নবগ্রহ-প্রস্তর অন্তর্গত শুক্রমূর্ত্তিটিকে য়ুনানী "ভেনাস" ধারণা করিয়া Plump female বা সুপুষ্ট স্ত্রী-মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সেকালের শিল্পিগণ সকলেই কিছু শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত উপদেশাদি যথাযথ পালন করিতেন না, এবং শাস্ত্র গ্রন্থেও দেব মূর্ত্তির পরস্পর বিরুদ্ধ বর্ণনার অভাব দেখা যায় না। এই সকল কারণে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যেও মূর্ত্তি-পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়; সুতরাং কোনও একটি সামান্য ত্রুটির জন্য পণ্ডিতগণের অন্যান্য মতবাদের প্রতি আস্থাহীন হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

প্রদক্ষিণকালে মন্দির গাত্রে নানাবিধ frieze বা আলম্বন দেখিলাম; তন্মধ্যে সশস্ত্র মনুষ্যশ্রেণীর বেশ একটু নূতনত্ব আছে। আলিঙ্গনবদ্ধ নাগ নাগিনীগণের যুগল মূর্ত্তি বড়ই সুন্দর। দেহের নিম্নার্দ্ধ-ভাগের অহিবৎ পুচ্ছ গুলির লীলায়িত আবর্ত্তনে শিল্পীর সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বিশিষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 'শিল্পরত্ন' গ্রন্থে ২৫ অধ্যায়ে নাগগণের মূর্ত্তি নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে (২১) নাভি

---

(২১) নাগানাং বক্ষতে রূপং নাভেরূর্দ্ধং নরাকৃতি। সর্পাকার মধোভাগং মস্তকে ভোগমণ্ডলং। একং ফণাত্রয়ং বাপি পঞ্চ বা সপ্ত বা নব। দ্বিজিহ্বাস্তে বিধাতব্যাং খড়্গ-চর্ম্ম করৈর্যুতাঃ।—শিল্পরত্ন, ২৫ অধ্যায় (quoted in p. 274 Sansk. portion, T. Gopinatha Rao's Elements of Hindu Icouography Vol. II. pt. II.)

(চিত্র ১৪)
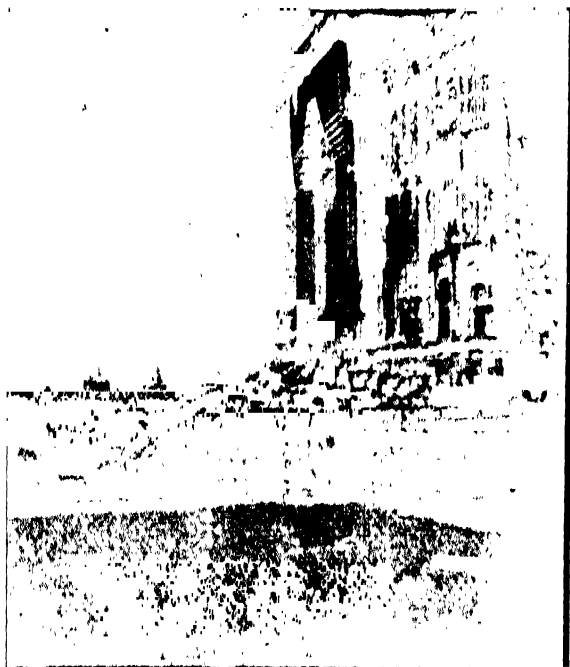
কোনারকের মন্দিরে ভিত্তিগাত্রে উৎকীর্ণ চক্র সমূহ।

[পৃঃ ১৭

হইতে ঊর্দ্ধভাগ নরাকৃতি, অধোভাগ সর্পাকার, মস্তকে ভোগমণ্ডল —শিরোদেশে ফণার সংখ্যা একটি, তিনটি, পাঁচটি, সাতটি বা নয়টি। নাগগণ দ্বিজিহ্ব, হস্তদ্বয়ে খড়্গ চর্ম্মধারী।

কোনারকের নাগমূর্ত্তিতে খড়্গ চর্ম্মের বাহুল্য দেখিলাম না। জিহ্বাও প্রকট নহে। শিল্পী শিল্প শাস্ত্রের নির্দ্দেশ সাধ্যমত বজায় রাখিয়া নিজ পরিকল্পনা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছে।

কোনারকে যে নিতান্ত অশ্লীল চিত্রাদিরও অভাব নাই একথা অনেকেই অবগত আছেন। এ সকল চিত্রের অর্থ বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, (২২) স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর (২৩) প্রভৃতি অনেকেই আপন আপন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাবুক বলেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "কবিহৃদয় মন্দির দেখিয়া মনে করে বিশ্বসংসারের বহিঃপ্রাচীরে আমরা এইরূপ ভাস্কর্য্যের মত আপন আপন জীবন যৌবন লইয়া নিত্য এই বিশ্ব-পাষাণে মুদ্রিত হইতেছি কিন্তু বিশ্বের অন্তরের মধ্যে যে মহান্ দেবতা জাগিয়া বসিয়া আছেন এ মায়াবুদ্বুদ তাঁহার চরণে পঁহুছে না" (২৪)। উত্তরাপথের মন্দির গুলিতে এরূপ নর নারীর কাম লীলার চিহ্ন মাত্র দেখা যায় না। উৎকল ও মধ্যপ্রদেশের মন্দির গুলিই অনেক স্থলে শিল্পীর সৌন্দর্য্য প্রকাশ চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া এই সকল চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে গৃহ নির্ম্মাণ-কালে বংশ-দণ্ডে সম্মার্জ্জনী, ছিন্ন পাদুকা প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখার যে প্রথা অদ্যাবধি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কুদৃষ্টি নিবারণের উদ্দেশ্যেই মন্দির গাত্রে

---

(২২) 'বঙ্গদর্শন'—১৩১০।
(২৩) 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' ৭১—৭৩ পৃষ্ঠা।
(২৪) বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী—পৃঃ ৫৩৬।

এই চিত্র গুলি সন্নিবিষ্ট করা হইত (২৫)। উড়িয়া শিল্পিগণের এখনও বিশ্বাস যে, ঝটিকা বজ্রপাত প্রভৃতি উপদ্রব ও দুষ্ট প্রেতযোনির আক্রমণ নিবারণ উদ্দেশ্যে এই প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার ভারতীয় ললিত কলার ইতিহাসের এক স্থানে লিখিয়াছেন, দুষ্ট প্রেতযোনি প্রভৃতি যাহাতে দেউল সন্নিধানে না আসিতে পারে, সেই জন্যই এই সকল চিত্রাদি তক্ষণের ব্যবস্থা। তিনি এই প্রসঙ্গে যেন কতকটা ব্যঙ্গচ্ছলে বিদ্যুৎ অপসারক ধাতব দণ্ডের সহিত এই চিত্র গুলির তুলনা করিয়াছেন। উৎকল খণ্ডের একবিংশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই—

"বজ্রপাতাদি-ভীত্যাদি-বারণার্থং যথোদিতং।
শিল্পিশাস্ত্রেঽপি মণ্যাদিবিন্যাসং পৌরুষাকৃতিং॥"

'ভগবৎপ্রাসাদের উপরিভাগে বজ্রপাত প্রভৃতি ভয় নিবারণার্থে শিল্পি শাস্ত্রোক্ত পুরুষ প্রকৃতি মণ্যাদির বিন্যাস সমাহিত হইল'। (২৬) বোধ হয় এই শ্লোকটির অস্পষ্ট স্মৃতি হইতেই ডাঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহাশয়ের দ্ব্যর্থ বোধক মন্তব্যের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ গ—মহাশয় বলেন "Sex is the foundation of religion." শুধু শারীরতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে জর্ম্মাণ লেখক ক্রাফ্‌ট এবিং (Kraft Ebbing) এর কথায় বলিতে হয় যে, নৈতিক তত্ত্ব, ধর্ম্মজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যবোধ সমস্তই আদিম মিথুন প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত (২৭)। কেহ কেহ বলেন যে বাম মার্গাবলম্বী শৈবমতের সহিত এই জাতীয় শিল্পের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে।

---

(২৫) Orissa and her remains, p. 228.
(২৬) উ, খ, বঙ্গবাসী সংস্করণ পৃঃ ১২২।
(২৭) Psychopathia Sexualis, p. 2.

(চিত্র ১৫)
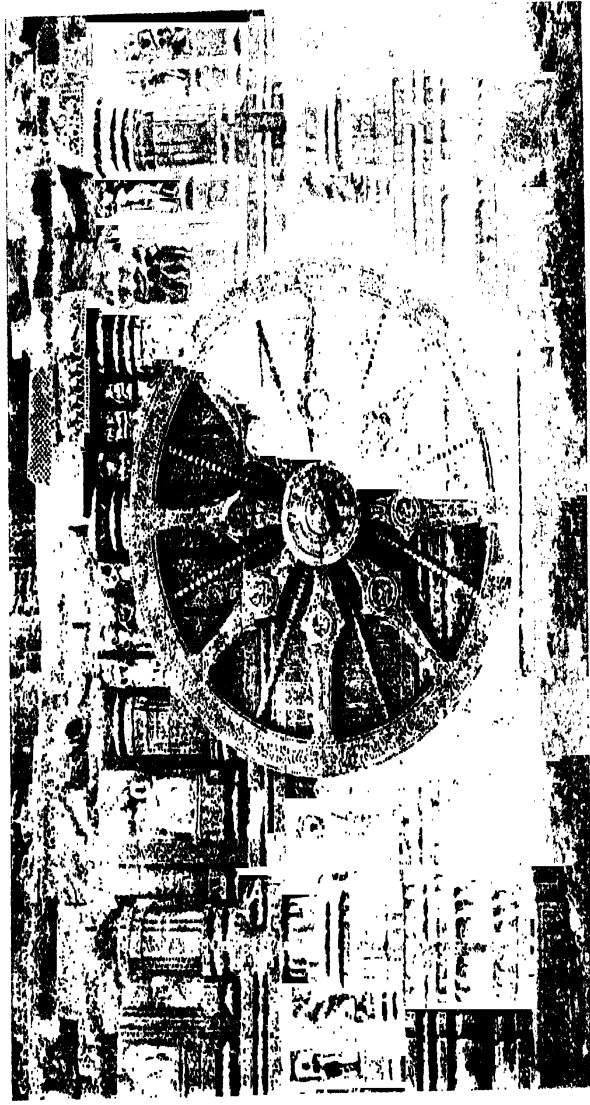
মন্দিরগাত্রস্থ ক্ষোদিত চক্র।
কোনারক।

[পৃঃ ১৭

মনে হয়, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সরকারী রিপোর্টেও এ কথা দেখিয়াছি। ব্রহ্মদেশে পাগান নামক স্থানে আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত নন্দ মাঞ্‌ঞার (Nanda manna) মন্দির গাত্রে এই প্রকার যে অশ্লীল চিত্রাদি দৃষ্ট হয় তাহাতেও বঙ্গ-দেশাগত তান্ত্রিক বৌদ্ধ বজ্রযান ও সহজিয়া মতের প্রভাব অনুমিত হইয়াছে (২৮)। পক্ষান্তরে তন্ত্রশাস্ত্রের সুবিজ্ঞ সমালোচক জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ প্রসঙ্গে লেখককে অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়াছেন যে, এই সকল বন্ধের মধ্যে একটি মাত্র মুদ্রা বা আসনের উল্লেখ তন্ত্রশাস্ত্রে দেখা যায় —তাহাও আবার পুরুষ ও প্রকৃতি এই উভয়ের মধ্যে রূপক ভাবে পুরুষের নিষ্ক্রিয়তা দেখাইবার জন্য। 'অনঙ্গরঙ্গ' প্রণেতা কল্যাণ মল্লের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, 'কামসূত্র' প্রণেতা ঋষি বাৎস্যায়ন, কুচুমার প্রভৃতি একাধিক পূর্ব্বাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং কামকলার আলোচনা যে উড়িষ্যাতেই নিবদ্ধ ছিল তাহার প্রমাণ কোথায়? কল্যাণমল্লের তথাকথিত পৃষ্ঠপোষক লাঙ্গুলিয়া নরসিংহদেব যে বিশেষ স্খলিত-চরিত্র ছিলেন ইতিহাসে তাহার উল্লেখ দেখি না, সুতরাং রাজাদেশ বা জাতীয় অধঃপতন এই দুইটি হেতুবাদই প্রমাণ সাপেক্ষ বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত হেভেল মন্দির ভাস্কর্য্যের এ অশ্লীলতা যে জাতীয় অধঃপতনের পরিচায়ক নহে এ মত স্পষ্টই ব্যক্ত

(২৮) Chas. Duroiselle in Arch. Survey Ann. Rep. 1915-16, p. 82. চীন ও তীব্বতের ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রগুলিও অনেকস্থলেই অশ্লীলতা দুষ্ট। দেখা যায় বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিগুলি প্রায়শঃ স্ব স্ব শক্তিকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখিয়াছে ('tenant enlacees leur Caktis')। নেপালেও এইরূপ 'pieuse obscenite' পূর্ণচিত্রাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধ্যাপক ফুসের (Foucher) মতে এই সকল চিত্র ভারতীয় মূল হইতে উদ্ভূত ও তান্ত্রিক সাধনার সহিত সম্পর্কযুক্ত। Etude sur L'iconographie Bouddhique de L'Inde, Chap. II, pp. 65, 66, footnote, 2.

করিয়াছেন (২৯); পরন্তু তিনি এ কথাও বলিতে ছাড়েন নাই যে, নৈতিক হিসাবে য়ুরোপখণ্ডের অধিবাসী অপেক্ষা উৎকলীয়ারা কোন অংশেই কম অগ্রসর ছিল না ('a standard of morality as high as Europe has ever done')। স্বর্গীয় আচার্য্য ব্লক্ (Bloch) ও বলিয়াছেন ক্ষোদিত চিত্রগুলি যতই অশ্লীল হউক না কেন, তাহা দেখিয়া দেশবাসিগণকে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া নিন্দা করিলে যে কতদূর অবিচার করা হইবে তাহা আর বলিবার নহে (৩০)। .

পুরী, কোণার্ক ও ভুবনেশ্বর এই তিন স্থানেই লক্ষ্য করিলাম যে, সম্ভোগের চিত্র জগমোহন ও ভোগ মন্দিরের গাত্রেই অধিক পরিমাণে স্থান পাইয়াছে। মন্দিরের প্রধান অংশে, মণিকোঠা বা গর্ভগৃহের ভিত্তির যে অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বতন উচ্চতার প্রায় এক তৃতীয়াংশ। গর্ভগৃহটিও কামকলাদ্যোতক চিত্রনিচয়ে শোভিত (৩১) কেবল রত্নবেদীর সান্নিধ্যে, অশ্লীলতার নামগন্ধ নাই। ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সহজেই অনুমেয়। বিবিধ বন্ধে সন্নিবিষ্ট মূর্ত্তিগুলির কুৎসিৎ কল্পনায় শিল্প-গৌরব সঙ্কুচিত হইলেও আধুনিক শিল্পী ও সমঝ্দার এখনও কোণার্ক ভাস্কর্য্যে যথেষ্ট সৌন্দর্য্য দেখিতে পান। কলালক্ষ্মীর একনিষ্ঠ উপাসক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কোনারক মন্দির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "চির যৌবনের হাট বসিয়াছে, চির-পুরাতন অথচ চির-নূতন কেলিকদম্বতলে নিখিলের রঙ্গলীলা চলিয়াছে * * * এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই, অনুর্ব্বর নাই। পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে

---

(২৯) Ideals of Indian Art, p. 139.

(৩০) Arch. Survey Annual Report 1903-4, p. 47.

(৩১) J. R. A. S., 1907, p. 1009.

(চিত্র ১৬)
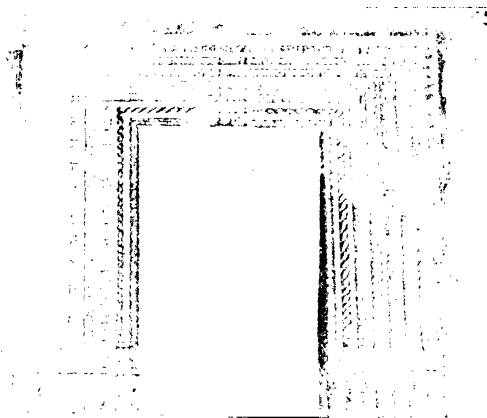
কোনারকের লতা-মণ্ডন শোভিত কৃষ্ণ-ক্লোরাইট প্রস্তরের
ক্ষোদিত দ্বার। [পৃঃ ১৮

(চিত্র ১৭)

কোনারক মন্দিরের একটি খাঁজে অবস্থিত কাষ্ঠাসনের
ন্যায় উচ্চ আসনে উপবিষ্টা স্ত্রী-মূর্ত্তি
[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১৮

(চিত্র ১৮)

কোনারক মন্দির গাত্রস্থ নর্ত্তকী ও নাগ-নাগিনার ক্ষোদিত চিত্র ।

[পৃঃ ১৮
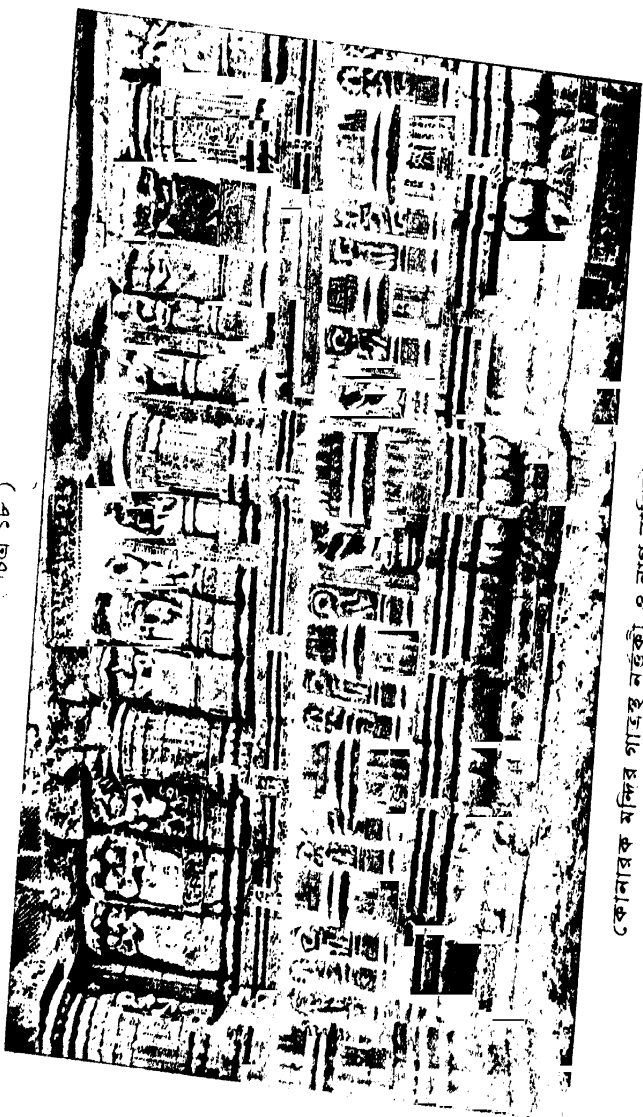
তেজীয়ান্ অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্ব্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো শ্যামসুন্দর আলিঙ্গনের সহস্রবন্ধে চতুর্দ্দিক বেড়িয়া। ইহারই শিখরে এই শব্দায়মান চলায়মান উর্ব্বরতার চিত্র বিচিত্র শৃঙ্গার বেশের চূড়ায়,—শোভা পাইতেছে কোণার্কের দ্বাদশ শত শিল্পীর মানস শতদল,—সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্ভীক, সতেজে, আলোকের দিকে উন্মুখ (৩২)।”

নাটমন্দিরের ছাত নাই কেবল প্রাচীর গুলির কিয়দংশ দণ্ডায়মান। কেহ কেহ বলেন, ইহাই ভোগমণ্ডপ ছিল। ইহার সম্মুখে গজসিংহ-মূর্ত্তিদ্বয় রক্ষিত। সোপানাবলীর নিম্নে দাঁড়াইয়া দৃষ্টিপাত করিলেই সম্মুখে জগমোহনের প্রধান প্রবেশদ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের এ অংশটি জগমোহন হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত,—পুরীর মন্দিরের ন্যায় একত্র সংশ্লিষ্ট নহে। এখানে নানাবিধ বাদ্য-যন্ত্র-হস্তা, বাদন-রতা, নৃত্যপরা মূর্ত্তি বহু পরিমাণে অঙ্কিত দেখিলাম; অশ্লীল মূর্ত্তি নাই বলিলেই হয়। জগমোহনের পশ্চাৎ ভাগে মায়াদেবী বা মহামায়ার মন্দির। এখানেও কয়েকটি সূর্য্য-মূর্ত্তি আছে; তাহার মধ্যে একটি মূর্ত্তি অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট। মন্দির হইতে চরণামৃত প্রভৃতি নির্গমনের জন্য কারুকার্য্যসমন্বিত কৃষ্ণপ্রস্তরের দুইটি সুন্দর জলনালী রহিয়াছে; একটির মুখ মকরের ন্যায়। মকর-মূর্ত্তির পরিকল্পনা বৌদ্ধ-যুগে ও দেখা যায়। এ নক্সাটি (design) যে অত্যন্ত প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে মকর-মুখ শুধু জল-নির্গমন-নালী রূপে নহে,—তোরণ- অলঙ্কার

---

(৩২) পথে বিপথে, পৃঃ ১১৫।

রূপেও ব্যবহৃত হইত। হিন্দু স্থপতিগণ মকর-তোরণের কথা অদ্যাবধি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ১৯০৩-৪ অব্দের পুরাতত্ত্ব বিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে এ বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে। অপর নালীটি অতি স্বাভাবিক ভাবে নির্ম্মিত; যেন একটি কুম্ভীর সদ্যোধৃত মৎস্য মুখে করিয়া রহিয়াছে (৩৩)।

কোনারকে আরও অনেকগুলি ছোটখাট মন্দির ছিল শুনা যায়; কিন্তু সেগুলির সংস্থান সন্তোষজনক ভাবে নির্ণীত হয় নাই। খননকালে অনেক বহির্গৃহ ও চাতাল প্রভৃতি বাহির হইয়াছিল, সরকারী রিপোর্টে এইরূপ প্রকাশ। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কোনারকে ২৮টি ক্ষুদ্রতর মন্দির ছিল; তন্মধ্যে ২২টি মন্দির-প্রাঙ্গণে এবং ৬টি উত্তরদ্বারের সম্মুখভাগে। মন্দির প্রাঙ্গন দৈর্ঘ্যে ৮৮৫ ফুট ও প্রস্থে ৫৩৫ ফুট। ইহার মধ্যে এবং বহির্ভাগে ক্ষুদ্র মন্দিরাদির অবস্থান অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। নাটমন্দিরের সম্মুখ-ভাগে মহামান্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটি সংগ্রহাগার নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় নাটমন্দিরে প্রাপ্ত সূর্য্য-মূর্ত্তি ও জগমোহনের ধ্বংসোন্মুখ অংশ হইতে বিচ্যুত অনেকগুলি বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার মধ্যে "সীতার বিবাহ", "শর-সন্ধান" (কেহ কেহ ইহাকে পরশুরামের পর্ব্বত-ভেদের চিত্রও বলিয়া থাকেন), পূর্ব্ববর্ণিত "রামেশ্বর" চিত্র এবং গুরুমহাশয় ও পড়ুয়া-দিগের চিত্র বড়ই সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। অন্যান্য মূর্ত্তির মধ্যে গঙ্গামূর্ত্তি ও মেষারূঢ় বৃহস্পতি বা "অজ-রথ" অগ্নি-মূর্ত্তিও বিশেষ-

---

(৩৩) সারনাথেও চূণার প্রস্তরে নির্ম্মিত মধ্যযুগের একটি কুম্ভীর মুখাকৃতি জলনালী আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু তাহা কোণার্কের এই শিল্প নিদর্শনের ন্যায় সুন্দর নহে। (D. R. Sahni's Guide to Sarnath, p. 214, D (k) 93.

ভাবে প্রশংসনীয়। কিছুদিন পূর্ব্বে Pioneer পত্রে একজন এই গঙ্গা-মূর্ত্তিটির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, কোনারকে উহা ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, অতএব মূর্ত্তিটি কলিকাতার যাদুঘরে স্থানান্তরিত করা উচিত। মূর্ত্তিটি কোথায় অবস্থিত ছিল জানি না এক্ষণে উহা স্থানীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইয়াছে। গুপ্তযুগের সুপ্রাচীন মন্দিরাদির দ্বারদেশের দুই পার্শ্বে মকরবাহিনী গঙ্গা ও কচ্ছপারূঢ়া যমুনা মূর্ত্তি দেখা যায় (৩৪)। অনেক সময় এই সকল লক্ষণ হইতেই মন্দিরের প্রাচীনত্ব নিরূপন হইয়া থাকে। কোনারকে কিন্তু কোথাও যমুনা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। আমরা গঙ্গামূর্ত্তির কোনও স্থানেই কিছু ধ্বংসের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয়, সংগ্রহশালায় আনিত হইবার পূর্ব্বে উপরের লোহার কড়ি ধুইয়া বৃষ্টির জল আসিয়া লাগায় কিট্ট বা লৌহমল (Oxide of Iron) জনিত কয়েকটি লাল দাগ হইয়াছে মাত্র। গঙ্গামূর্ত্তি সম্ভবতঃ গঙ্গা-তীরবর্ত্তী প্রদেশেই উদ্ভূত হইয়া থাকিবে, কিন্তু ইহা ভারতের বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড মন্দিরে, মধ্যভারতে নাচ্‌না-কুঠারা, তিগৌয়া প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন গুপ্ত যুগের মন্দিরে, এবং দক্ষিণে মুখলিঙ্গমে গঙ্গামূর্ত্তি দেখা গিয়াছে। নেপালে প্রাপ্ত সুন্দর পিত্তল-নির্ম্মিত একটী প্রাচীন গঙ্গামূর্ত্তি শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। বেশনগরে প্রাপ্ত গঙ্গামূর্ত্তির যে চিত্র ডাঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার সিংহল ও ভারতের শিল্পকলা বিষয়ক পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে গঙ্গাদেবী মকরের উপর দণ্ডায়মানা, কোনারকের মূর্ত্তির ন্যায় উপবিষ্টা নহেন। বঙ্গদেশেও প্রস্তরে ক্ষোদিত দণ্ডায়মান

(৩৪) Cunningham's Arch. Survey Report Vol. IX. p. 42.

গঙ্গামূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সন্নিকটস্থ একটি প্রাচীন মন্দিরের দ্বারদেশেও যে গঙ্গা ও যমুনা মূর্ত্তি বিদ্যমান সে কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। কলিকাতায় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া গঙ্গাপূজা হয় না বটে, কিন্তু 'বন্দো মাতার' গান এখানে অদ্যাপিও প্রচলিত। রাঢ়দেশে গঙ্গাপূজার বড় ধুম। এক তীর হইতে অপর তীর পর্য্যন্ত বিলম্বিত সুদীর্ঘ রজ্জুখণ্ডে পদ্মপুষ্প গ্রথিত করিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে পদ্মমালা নিবেদিত হইতে দেখিয়াছি। ভাগিরথীর বর্ত্তমান দুরবস্থার সহিত আজ কাল গঙ্গাপূজার 'রেওয়াজ'ও যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। যাউক সে কথা।

আমরা চারিদিক ঘুরিয়া কোনারকের সংগ্রহশালাটি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। এই ঘরটিতে মন্দিরচ্যুত নবগ্রহের সুন্দর প্রস্তরখানিও রক্ষিত হইয়াছে। ইহার পরিমাপ ১৯ ফুট × ৪½ ফুট × ৩½ ফুট, ওজনে ২৪ টন ৩ কোয়াটার ২১ পাউণ্ড (৩৫)। ভুবনেশ্বরের কয়েকটি মন্দিরে এবং পুরীর গুণ্ডিচা-বাটিতেও দেখিয়াছিলাম, মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরিভাগেই এইরূপ নবগ্রহ-প্রস্তর সংলগ্ন আছে। দাক্ষিণাত্যের নবগ্রহমণ্ডপের কথা গুণ্ডিচা-গৃহপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। স্বর্গীয় টি, গোপীনাথ রাও মহাশয় তাঁহার হিন্দু মূর্ত্তিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে দণ্ডায়মান অবস্থায় পরিকল্পিত দক্ষিণী নবগ্রহের ধাতব মূর্ত্তির চিত্র দিয়াছেন। পশ্চিম ভারতে ওয়াধেবান নামক স্থানের মাধব-বাও নামক বাউলি অথবা ইন্দারার ভিতর দিকের একটি কুলঙ্গীতে দশাবতার ও সপ্তমাতৃকা মূর্ত্তির সহিত নবগ্রহের মূর্ত্তিও সন্নিবিষ্ট আছে, কিন্তু এ মূর্ত্তিগুলি

---

(৩৫) List of objects of antiquarian interest in the Lower Provinces of Bengal (1879) p. 253.

শিকারের চিত্র।

কোনারক মন্দির।

[পৃঃ ২০
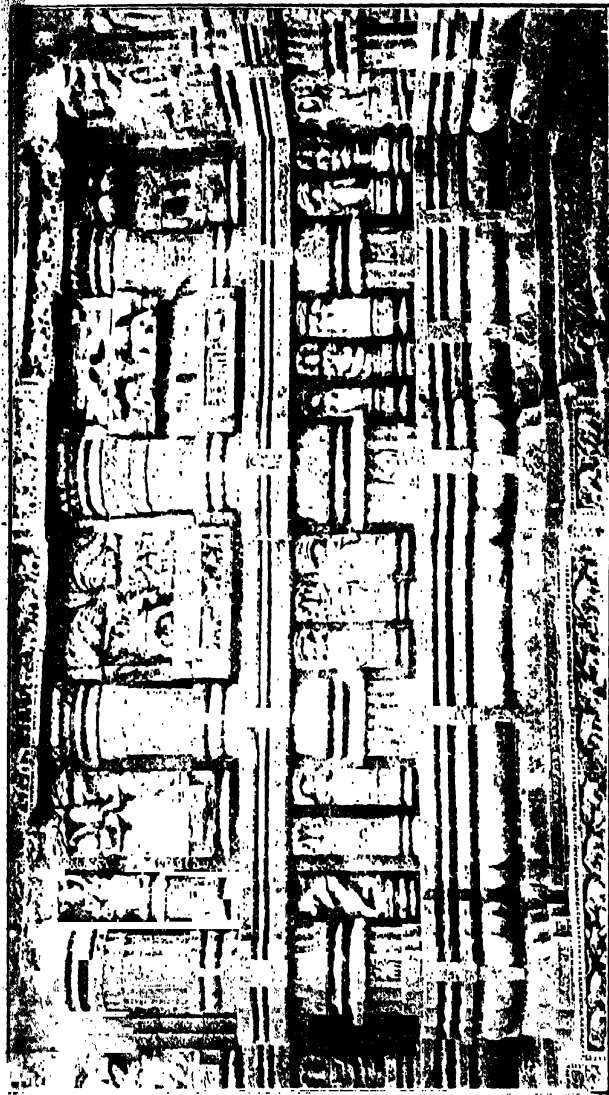
দণ্ডায়মান কি উপবিষ্ট তাহা সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ নাই (৩৬)। উত্তরাপথে কাঙ্গরা উপত্যকায়, পাহাড় কাটিয়া তৈয়ারি মস্রুর মন্দিরেও নবগ্রহমূর্ত্তি ক্ষোদিত থাকার কথা শুনিয়াছি (৩৭)। নবগ্রহ প্রস্তরের ব্যবহার বঙ্গদেশের স্থাপত্যেও অপরিচিত ছিলনা। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় যে সকল নবগ্রহ প্রস্তর রক্ষিত হইয়াছে, তাহার কতকগুলিতে নবগ্রহের সহিত গণেশ মূর্ত্তিও সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। ইহা হইতে, গ্রহশান্তি ও সিদ্ধি কামনা, একাধারে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাই শিল্পীদিগের অভিপ্রায় ছিল, এই অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। বরেন্দ্র সংগ্রহশালার নবপ্রকাশিত তালিকায় যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহাতে রাহু ব্যতীত অপর সকল গ্রহগুলিই দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কোনারকের নবগ্রহের ন্যায় 'আসন পীঁড়ি' হইয়া বসিয়া নাই (৩৮)। সে যাহা হউক কোনারকের এই প্রস্তরখানি যে বিশেষ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। অধুনা ইহার পূজা হইয়া থাকে। নবগ্রহের নিকট 'মানত' করিয়া কাহার না কি দুরারোগ্য পীড়া সারিয়া গিয়াছিল; সেই অবধি নিকটস্থ গ্রামবাসিগণের নিকট এ প্রস্তরটি "জাগ্রত" রূপে পরিগণিত হইয়াছে। ডাক্তার ব্লক্ Z. D. M. G. পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, স্থানীয় লোকেরা ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠরোগ হইতে আরোগ্যলাভ করার জন্য কোনারকের নবগ্রহ প্রস্তরের নিকট উপাসনা করিয়া

(৩৬) Progress Rep. Arch. Survey. W. Circle 1899, p. 5.

(৩৭) কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত যোগেশ্বর নামক তীর্থস্থানে, সূর্য্যমন্দিরের সন্নিকটে, অপর একটি মন্দিরে নবগ্রহশিলা অদ্যাপি পূজিত হইয়া থাকে। (Progress report Arch. Survey, N. Circle 1914, p. 11.)

(৩৮) এই চিত্রের একখানি প্রতিলিপি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল।

থাকে (৩৯)। এই কারণেই প্রাচীন শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ এই নবগ্রহ প্রস্তরখানিকে কলিকাতার মিউজিয়মে স্থানান্তরিত করিবার কল্পনা সরকার বাহাদুরকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। সংগ্রহশালায় ব্রীড়াজনক ভগ্ন-মূর্ত্তিরও অভাব নাই। শুনিয়াছি কোনও ইতালীয় যাদুঘরে যে অংশে পম্পি নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত এই শ্রেণীর প্রাচীন দ্রব্যাদি রক্ষিত আছে, সেখানে বালক বালিকা ও মহিলাগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু কোনারকে এরূপ নিষেধ সম্ভবপর নহে। আধুনিক রুচির মান রক্ষা করিতে হইলে, সমগ্র মন্দিরের কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। ললিতকলার সহিত ধর্ম্মন্ধতা বা রুচি-বায়ু-গ্রস্ততার কোন সম্পর্ক নাই—তাই আধুনিক য়ুরোপীয়গণও এই "কাল দেউলের" যথেষ্ট প্রসংসা করিয়া থাকেন। আবুলফজলও তাই লিখিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা সমালোচনা-তৎপর এবং সহজে সন্তুষ্ট হইবার লোক নহেন, তাঁহারাও এই মন্দির দেখিয়া নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে দণ্ডায়মান থাকেন (৪০)। সংগ্রহশালায় আর একটি মূর্ত্তি আছে,—যাহা অনেকে বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। মূর্ত্তিটির উপরে বিততফণ সর্প। দুই পার্শ্বে দুই নারীমূর্ত্তি; একটির হস্তে স্থালী বা অন্নপাত্র। পণ্ডিত বিষণস্বরূপ মহাশয় বলেন যে, বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বে শাক্যসিংহ যখন অত্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া পড়েন, তখন শ্রেষ্ঠিপত্নী সুজাতা তাঁহার দাসী পুন্নাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার জন্য পায়স ও পানীয় আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে এই মূর্ত্তির উপরিস্থিত সর্প-চিহ্নটি সর্পরাজ মুচলিন্দের প্রতিকৃতি।

(৩৯) Z. D. M. G. Vol 64, p. 737.

(৪০) "Even those whose judgment is critical and who are difficult to please stand astonished at its sight." Ain-i-Akbari, Col. Jarrett's translation. Bibl. Indica series Vol II. p. 128.

(চিত্র ২০)
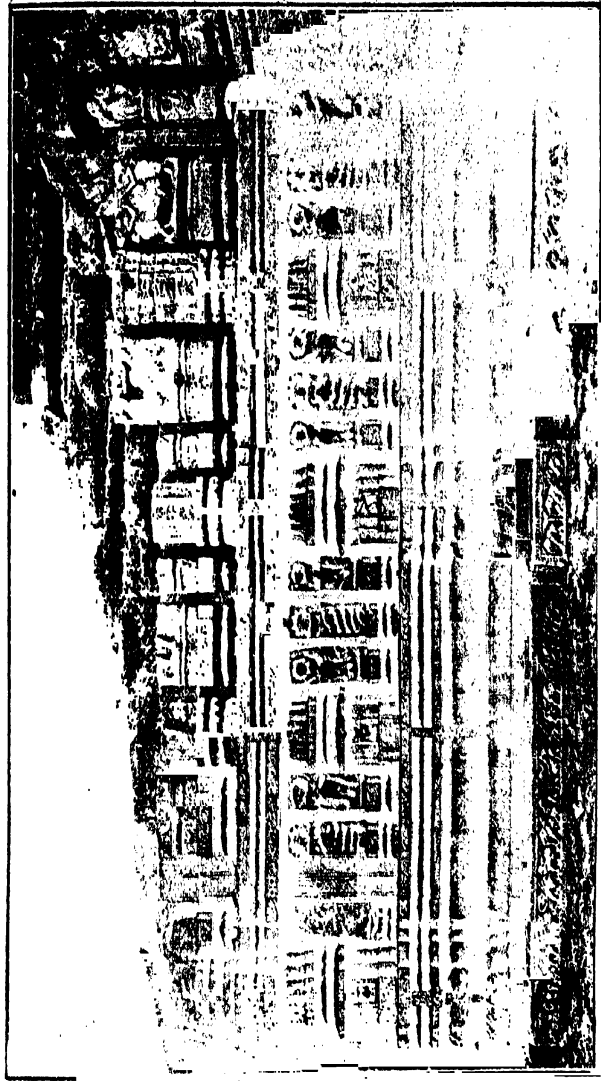
কোনারক মন্দির গাত্রস্থ নাগ ও নাগিনী প্রভৃতির মূর্ত্তি। [পৃঃ ২৬

যাহাতে বুদ্ধদেব ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্র এবং সরীসৃপ ও মশকাদি কীট-পতঙ্গ হইতে কষ্ট না পান, সেইজন্য মুচলিন্দ ছত্রের ন্যায় ফণা বিস্তার করিয়া তথায় সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। আর একটি এইরূপ তথাকথিত বৌদ্ধচিত্র গর্ভ-গৃহস্থ বেদীর গাত্রে ক্ষোদিত আছে। একটি বালক হস্তীকে আহার দিতেছে। পণ্ডিত বিষণস্বরূপ মহাশয়ের মতে, এ চিত্রের ঘটনাটি জাতক কাহিনী হইতে গৃহীত। বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে একবার হস্তিপকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যে রাজার অধীনে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি কাশীরাজের প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বী। কাশীরাজ্য আক্রমণ কালে, ভবিষ্যৎ বুদ্ধদেব যে হস্তীটি চালনা করিতেন, সেটি শত্রুপক্ষীয় হস্তীর লৌহ-কণ্টকাকীর্ণ বর্ম্মের ভয়ে অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। তাই বুদ্ধদেব তাহাকে উৎসাহ দিয়া দুর্গ-প্রাচীর প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে নিযুক্ত করেন। বেদী গাত্রস্থ চিত্রের সহিত এ গল্পের যে বিশেষ সম্পর্ক আছে তাহা বোধ হয় না। বেদীর গাত্রেও হস্তিশ্রেণী আলম্বনের ন্যায় চারিপার্শ্বে উৎকীর্ণ রহিয়াছে, দেখিয়াছি। প্রবাদ মতে, যে কেশরীরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্ম বিদূরিত করিবার জন্য এরূপ চেষ্টা করিয়ছিলেন, তাঁহারা কিজন্য বৌদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ বা বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীর চিত্র মন্দির গাত্রে ক্ষোদিত করাইলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। গজ সিংহের নক্সাটি যে বৌদ্ধ যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধ শিল্পেও যে উহা সুপরিস্ফুট তাহা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন (৪১)। প্রত্নতত্ত্ববিশারদ শ্রীযুক্ত

---

(৪১) Modern Review, September 1919, p. 280-282. 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে কেশরী রাজবংশের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে Epi. Indic. Vol IV p. 336, ও ভুবনেশ্বর অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে কোনারকে বৌদ্ধ-সংক্রান্ত কোনও মূর্ত্তি এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। ১৯১৪ অব্দে যাদুঘরের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গদেশীয় তক্ষণ-শিল্পের নমুনার মধ্যে একটি সমুচলিন্দ বুদ্ধ-মূর্ত্তি প্রদর্শিত হয় (No 6290)। (৪২) এ চিত্রে বুদ্ধদেব সর্পরাজের শিরোদেশে উপবিষ্ট ;—দণ্ডায়মান অবস্থায় সর্প ফটাদ্বারা রক্ষিত নহেন। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ বলিয়াছেন যে, বিষ্ণুমূর্ত্তির মধ্যে কেবল অনন্তশয্যায় শায়িত মূর্ত্তিরই শিরোদেশে সর্পফণা দেখা যায়। এ উক্তিটি ভ্রমশূন্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাস প্রথমভাগে চুড়াইন ও রঙ্গপুরে প্রাপ্ত যে দুইটি দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্ত্তির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে (২৪ ও ২৯ সংখ্যক চিত্র) তাহার দুইপার্শ্বে দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি এবং মস্তকোপরি মণ্ডলাকৃতি সর্পফণা শ্রেণী স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী প্রণীত দাক্ষিণাত্যের মূর্ত্তি-পরিচয় (South Indian Images of Gods and Goddesses) নামক গ্রন্থে "বৈকুণ্ঠ-নারায়ণ" মূর্ত্তির বর্ণনা আছে। এ মূর্ত্তিটিতে বিষ্ণু সর্প-সিংহাসনে উপবিষ্ট ; শিরোভাগে সর্পফণা। বামপদ নিম্নে প্রসারিত ; দক্ষিণ পদ আকুঞ্চিত। পার্শ্বদেশে দুইটি স্ত্রী-মূর্ত্তি—লক্ষ্মী ও পৃথ্বী। উক্ত গ্রন্থে "যোগেশ্বর" নামক অপর যে একটি বিষ্ণু-মূর্ত্তির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, সেটিও পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিরই অনুরূপ। বিষ্ণু সিংহাসনে উপবিষ্ট ; মস্তকোপরি সর্পরাজ ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে—উভয় পার্শ্বে কলস-হস্তে স্ত্রী-মূর্ত্তি। টি, গোপীনাথ

(৪২) Centenary of the Indian Museum 1814—1914, p. 25 No. 6290.

কোনারক মন্দিরের ভাস্কর্য্য নিদর্শন। [পৃঃ ২৮
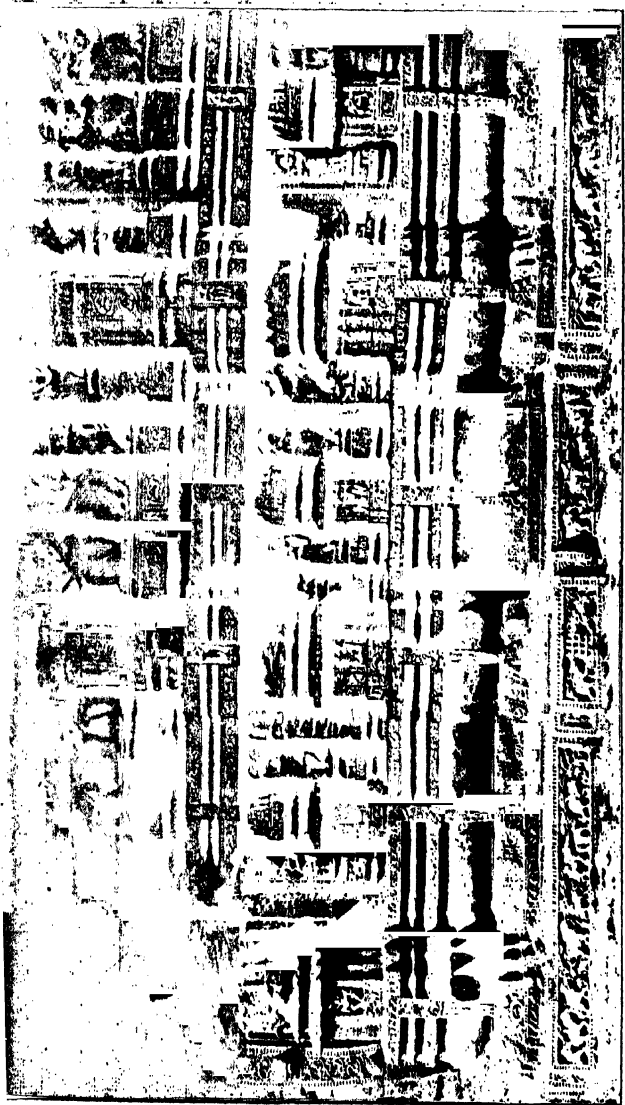
রাও প্রণীত হিন্দু-মূর্ত্তি বিষয়ক (Elements of Hindu Iconography) গ্রন্থে "মধ্যম ভোগস্থানক" শ্রেণীর একটি ধাতব বিষ্ণু-মূর্ত্তির চিত্র আছে। এটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। মাথার উপর শেষ নাগ ফণা ধরিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণে পদ্মপুষ্প হস্তে শ্রীদেবী। বামে নীলোৎপলধারিণী ভূদেবী। জৈন মহাবীর-মূর্ত্তির শিরোভাগেও সর্পচিহ্ন দেখা যায়। সুপার্শ্ব ও পার্শ্ব নামক তীর্থঙ্কর দ্বয়ের শিরোদেশেও সর্প-লাঞ্ছন দৃষ্ট হইয়া থাকে। (৪৩) সুতরাং মনে হয় যে, কেবল এই প্রকার চিহ্নের উপর নির্ভর করিয়া, কোনও মূর্ত্তি বৌদ্ধ কি জৈন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সহজ নহে। সার্ জন্ মার্শাল মহোদয়ের অনুজ্ঞা ক্রমে, কোনারকে পুরাতত্ত্ব বিভাগ-কর্ত্তৃক যে অনুসন্ধান করা হয়, তাহার ফলে একটি বিষ্ণু-মূর্ত্তি ও বালকৃষ্ণ-নামে পরিচিত অপর একটি মূর্ত্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। উভয় মূর্ত্তিই কৃষ্ণপ্রস্তরে ক্ষোদিত। শেষোক্ত মূর্ত্তিটি দোলায় উপবিষ্ট। ওষ্ঠের উপর স্পষ্ট গুম্ফ চিহ্ন, মুখাবয়ব দেখিতে সুশ্রী নহে। নিম্নে নতজানু পাঁচজন উপাসিকা; পার্শ্বেও একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। বড় নিপুণতার সহিত পাথর কাটিয়া দোলায়মান দোলনা-সংযুক্ত শৃঙ্খল কয়টি দেখান হইয়াছে (৪৪)। ইহাতেই শিল্পীর যা-কিছু কৃতিত্ব। বিষ্ণু-মূর্ত্তিটি সুন্দর। নিম্নে ক্ষোদিত ফুলের কাজের ভিতর কয়েকটি উপাসিকার চিত্র; এবং উপরে উড্ডীয়মান দেব, যক্ষ, অপ্সরা ও বিদ্যাধর প্রভৃতি। বিষ্ণুর চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। দক্ষিণে

(৪৩) Catalogue of Mathura Museum by Dr. J. Ph. Vogel p. 44.

(৪৪) J. R. A. S. 1907, p. 1009. এ মূর্ত্তিটি কেন যে বালকৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়াছে বলিতে পারি না, বরং 'দোলায় উপবিষ্ট রাজবেশী কৃষ্ণ' বলিলে অধিক মানাইত।

ব্রহ্মা ও বামে মহেশ্বর। গদা প্রভৃতির সংস্থান দেখিয়া মূর্ত্তিটিকে 'জনার্দ্দন' বিষ্ণু-মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয় (৪৫)।

মন্দিরের ভগ্নপ্রস্তর প্রভৃতি সাজাইয়া চারিদিকে অনুচ্চ বেষ্টনীর ন্যায় একটি প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। যাহাতে মরুভূমির বায়ু-চালিত বালুকারাশির দ্বারা মন্দির-ভিত্তি পুনরায় লোক চক্ষুর অগোচর না হয়, সেইজন্য বেষ্টনীর চারিপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ পুন্নাগ ও একপ্রকার ঝাউগাছ (Casuarina) রোপণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কোণার্ক দেউল-নির্ম্মাতা প্রথম নরসিংহ বা লাঙ্গুলিয়া নরসিংহ দেব যে সময়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, গঙ্গারাজবংশের তাহাই উজ্জ্বলতম যুগ। তখন উড়িষ্যা-রাজ্যের এক সীমায় বিজয়নগর, অপর সীমায় লক্ষ্মণাবতী। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, উড়িষ্যারাজ্য এক সময়ে হুগলীর নিকটস্থ ত্রিবেণী ঘাট হইতে গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনুসন্ধিৎসু বাঙ্গালী পাঠক যেরূপ বাদাল-স্তম্ভে উৎকীর্ণ 'উৎকীলিতোৎকল কুলং' প্রভৃতি শ্লোক হইতে বাঙ্গালার পালরাজা দেবপাল কর্ত্তৃক উড়িষ্যা-বিজয়ের সংবাদ রাখিয়া থাকেন (৪৬) সেইরূপ উড়িয়ারাজা কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় বিষয়ক এ কথাটিও স্মরণ রাখা আবশ্যক। তাম্র লিপিতে বর্ণিত আছে—

"রাঢ়া-বরেন্দ্র-যবনী-নয়নাঞ্জনাশ্রুপূরেণ দূরবিনিবেশিত-কালিমশ্রীঃ।
তদ্বিপ্রলম্ভ-করণাদ্ভুতনিস্তরঙ্গা-গঙ্গাপি নূনমমুনা যমুনাধুনাভূৎ॥"

* * * *

(৪৫) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ প্রণীত 'বিষ্ণু-মূর্ত্তি-পরিচয়' পৃ, ৬, ১১, ৩৮।

(৪৬) R. D. Banerji's The Palas of Bengal, p. 56.

নাটমন্দিরের সম্মুখ হইতে কোনারক মন্দিরের চিত্র।
[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৩১

অর্থাৎ, রাজা নৃসিংহদেব—রাঢ় ও বরেন্দ্রের যবনীগণের কজ্জল-বিধৌতকারী অশ্রুধারা গঙ্গাজলে মিশ্রিত করিয়া নিস্তরঙ্গা কৃষ্ণবর্ণা গঙ্গা নদীকে তৎকালে যেন যমুনা-ধারায় পরিণত করিয়াছিলেন (৪৭)। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর 'একাবলী' হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে উক্ত গ্রন্থে রাজা দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের বাঙ্গালীদিগের সহিত যুদ্ধের কথা, এবং ১৩৬ পৃষ্ঠায় 'গঙ্গাতরঙ্গধবলম্' প্রভৃতি বাক্যসংযুক্ত পংক্তিতে বঙ্গদেশে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অভিযানের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এ যুদ্ধ সম্ভবতঃ দিল্লীশ্বরের অধীন তদানীন্তন বাঙ্গালার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত ঘটিয়াছিল স্বর্গীয় রায়বাহাদুর, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। (৪৮)

মাদলা-পঞ্জীর মতে প্রথম নরসিংহদেব স্বীয় রাজ্যের অষ্টাদশ বর্ষে কোণার্ক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। প্রবাদমতে "উড়িষ্যার দ্বাদশ বর্ষের রাজস্বসমুদ্রের বালুতটে এই একমাত্র পাষাণ মন্দিরে নিঃশেষিত হইয়াছে" (৪৯)। নরসিংহ দেব ১২৩৮ হইতে ১২৬৪ খৃঃ অব্দের মধ্যে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এবিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে ১৯০৩ সালের বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকার ১ম খণ্ডে প্রকাশিত, সুপণ্ডিত স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গঙ্গবংশীয় রাজাদিগের বংশাবলী ও রাজত্বকাল বিষয়ক প্রবন্ধ দেখিতে অনুরোধ করি।

---

(৪৭) দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের তাম্রলিপি, J. A. S. B. 1896, p. 232.

(৪৮) J. A. S. B. Pt. I. 1903. p. 144.

(৪৯) "Near Jagannath is a temple dedicated to the Sun. Its cost was defrayed by twelve years, revenue of the province."—Ain-i-Akbari (Bibliotheca Indica Series) vol. II p. 128.

স্বর্গীয় ভিন্সেণ্ট স্মিথ (Vincent Smith) দেউলটির নির্ম্মাণ-কাল ১২৪০ হইতে ১২৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ণয় করিয়াছেন। গঙ্গা বংশীয় রাজগণের তাম্রলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা প্রথম নরসিংহ দেবই কোনারকে মন্দির নির্ম্মাণ করান। আবুল ফজলও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মাণ-প্রসঙ্গে রাজা নরসিংহের নামোল্লেখ করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল ধৃত একটি শ্লোক (৫০) উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন কোণার্ক মন্দির খৃঃ ১২৭৮ অব্দে (১২০০ শকাব্দে) না হউক লাঙ্গুলিয়া নরসিংহদেবের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে ১২৭৬ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতবড় সুবৃহৎ দেউলের নির্ম্মাণ কিছু দুই এক বৎসরে শেষ হয় নাই। সুতরাং মন্দিরটি যে ১২৪০ হইতে ১২৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ডাক্তার ভিন্সেণ্ট স্মিথের এই অনুমানই অধিক সম্ভব বলিয়া মনে হয়। স্বর্গীয় ব্রজ কিশোর ঘোষ পুরীর ইতিহাস (৫১) নামক ইংরাজী পুস্তকে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পুরী তীর্থ গ্রন্থে (৫২) কোণার্ক মন্দির ১২৭৬ খৃঃ অব্দে কেশরী বংশীয় রাজা সিধ কেশর বা সিদ্ধ শেখরের রাজত্ব কালে শিবাই সউতুরার (সাঁতরার) তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হওয়া

---

(৫০) "সপুচ্ছ নরসিংহেন শ্লেষরেণাংশুমালিনঃ।
প্রাসাদঃ কারিতো রাজ্ঞাশকে দ্বাদশকে শতে॥"

Orissa and her remains P-479-480.

(৫১) "It was erected by Rajah Sidh Kessor of the Kessoree race, under the Superintendence of Sibaee Santra in 1273 A. D.; but in consequence of his sudden death it was never consecrated nor was any idol placed within it." History of Pooree p. 71.

(৫২) পুরীতীর্থ—৪র্থ অধ্যায় পৃঃ ১০৩।

নাটমন্দির বা ভোগমণ্ডপের ভগ্নাবশেষ।
কোনারক।

[পৃঃ ৩১

সম্বন্ধে একটি মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণ অভাবে ইহাতে কোন মতেই আস্থা স্থাপন করা যায় না। গঙ্গাবংশীয় প্রথম নরসিংহদেব ১২৩৮ হইতে ১২৬৪ খৃঃ অঃ এবং দ্বিতীয় নরসিংহ-দেব ১২৭৮ হইতে ১৩০৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই দুই নরসিংহের মধ্যবর্ত্তী রাজা গঙ্গাবংশীয় ১ম ভানুদেব ১২৬৪ হইতে ১২৭৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন (৫৩) সুতরাং কোন কেশরীবংশীয় রাজার যে তৎকালে উড়িষ্যায় আসিয়া মন্দির স্থাপনের সম্ভাবনা ছিলনা তাহা সহজেই অনুমেয়। ১৯০৬-৭ খৃঃ অব্দের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগীয় পূর্ব্বকেন্দ্রের রিপোর্টে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের জনৈক উদ্ভাবনক্ষম কর্ম্মচারী কোনারক মন্দির নির্ম্মাণের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে একটি বিচিত্র সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার আলোচনা করিতেছি।

রথ-সপ্তমীর দিন প্রাতঃকালে লোকে স্নানের পর রথারূঢ় সূর্য্যদেবকে দেখিতে পায় বলিয়া একটি প্রবাদ আছে। এই সময়ে নিকটস্থ চন্দ্রভাগা তীর্থে মেলা বসিয়া থাকে। লোকে প্রাতঃকালে নবোদিত সূর্য্যকে দর্শন করিয়া আসিয়া কোনারকের নবগ্রহ-প্রস্তরের পূজা করিয়া থাকে। পূর্ব্বকথিত য়ুরোপীয় পণ্ডিতের মতে, এ প্রথাটি কোনও প্রাচীনতম অনুষ্ঠানের অবশেষমাত্র। রথ-সপ্তমীর সময় সূর্য্যদেব অগ্নিকোণে মকর ও মেষরাশির মধ্যস্থলে অবস্থিতি করেন। পর্ব্বকালে সূর্য্যদেব এই জ্যোতিষিক "কোণে" অবস্থিত থাকেন বলিয়াই "কোনারক" নাম হইয়াছে—লেখকের ইহাই অনুমান। বর্ত্তমান কালে অনুষ্ঠানের মোটামুটি আনুমানিক সময়ে—মাঘের সপ্তম দিবসে—সূর্য্যদেবের স্থিতি অগ্নিকোণ হইতে প্রায়

(৫৩) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস পৃঃ ৪৫।

১৭৷৷৹ ডিগ্রি দূরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে বিষুবএর (Equinox) বিপরীত গতি বৎসরে এক "মিনিট" করিয়া। মেলার প্রথম অনুষ্ঠান ও মন্দির-নির্ম্মাণকাল সমসাময়িক ধরিয়া লইয়া, সূর্য্যদেবের মকর ও মেষরাশির ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিতির সময় গণনা করিলে, এবং উহাতে আর দুই-চারি বৎসর যোগ দিলে, প্রায় খৃঃ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে আসিয়া পড়ে এবং আবুল-ফজল কথিত মন্দির-নির্ম্মাণের সময়ের সহিত প্রায় মিলিয়া যায়। আবুল ফজলের মত এখন সর্ব্ববাদীক্রমে :অগ্রাহ্য বলিয়াই স্বীকৃত এবং অবিসংবাদী তাম্রলিপিও তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিতেছে ; (৫৪) নতুবা এই মতটি চলিয়া যাইত কি না বলা যায় না। স্বর্গীয় ডাঃ ব্লক্ 'কোণ' শব্দের গ্রীক Kronos (Saturn) বা শনৈশ্চর দেবতার নামের সহিত ধাতু ও বুৎপত্তিগত সম্বন্ধ আছে মনে করিয়া Z. D. M. G. পত্রিকায় এ সম্বন্ধে নব-মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত কল্পনা

---

(৫৪) Mr. N. N. Vasu's paper in the J. A. S. B., 1896, p. 251 ; Copperplate of Narsingh Deva II. স্বাতুং সুরৈঃসহ "*" কোণাকোণে কুটীর কমচীকরদুষ্করশ্মেঃ। অষ্টাশাংচক্রবালভ্রমণরণমহায়াস সম্ভাবিতক্ষুৎক্ষারেক্ষুদস্বদসোপগমিতমপি লংঘয়িত্বা সুরাব্ধিং। সর্পিঃ সম্পর্ক্ক দায়ুর্দধি মধুরমথাস্বাদ্যদুদ্ধোনতৃপ্তাযৎকীর্ত্তিঃ কান্তমূর্ত্তিঃ সলিলনিধিমথা কামসারাসতীব।"

তিনি (রাজা প্রথম নৃসিংহদেব) কোণাকোণ নামক সুবিখ্যাত স্থানে অন্যান্য দেবতাগণের সহিত একত্র বাসের জন্য সূর্য্যদেবের নিমিত্ত একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়-দর্শন যশ পৃথিবীর অষ্টদিক্ পরিভ্রমণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসায়, কাতর হইয়া লবণ ও ইক্ষু-সমুদ্রে জল পান করিত ; কিন্তু ইহা যথেষ্ট না হওয়ায় সুধাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া স্বাস্থ্যপ্রদ সর্পি গ্রহণ করিত ; পরে দধি ও দুগ্ধ-সমুদ্রে দধি আস্বাদন ও দুগ্ধ পানে পরিতৃপ্ত হইয়া অন্য সাগরাদিতে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিত। (রাজা দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের তাম্রলিপি।)

(চিত্র ২৪)

মায়াদেবী বা মহামায়ার মন্দির।

কোনারক।

[পৃঃ ৩১

ভূয়িষ্ট বলিয়াই মনে হয়। স্থানের নামানুসারে দেবতার নাম ও যে কোণাদিত্য রাখা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। (৫৫)

কোনারকে সাল ও তারিখ সম্বলিত কোন ক্ষোদিত লিপি পাওয়া যায় নাই। কয়েকটি মূর্ত্তি-সম্বলিত একখণ্ড প্রস্তরের পাদপীঠে ৺পূর্ণেন্দ্র মুখোপাধ্যায় একখানি মাত্র উড়িয়া লিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন; (৫৬) তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া সুপণ্ডিত স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বেহার ও উড়িষ্যা অনুসন্ধান-সমিতির পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এ লিপিখানি এক্ষণে কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত। ইহাতে কোনও তারিখ নাই। মাত্র তিনজন কর্ম্মচারীর নাম ও পদবী অবগত হওয়া যায়। "শ্রীদপ ভণ্ডার অধিকারী বলীঈ নাএকা। ভণ্ডার নাএক। উং অণাগ্ন নাএকা কোষ্ঠকরণ অংগাই নাএক।" 'বলীঈ' বা বলীকি বোধ

(৫৫) ব্রহ্মপুরাণের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে সূর্য্যপূজাদি প্রসঙ্গে কোণাদিত্য বিষয়ে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টি গৃহীত হইল।

"লবণস্যোদধেস্তীরে পবিত্রে সুমনোহরে।
সর্ব্বত্র বালুকাকীর্ণে দেশে সর্ব্বগুণান্বিতে॥ (১১)

* * *

আস্তে তত্র স্বয়ম্ দেবঃসহস্রাংশু র্দিবাকরঃ।
কোণাদিত্য ইতি খ্যাতো ভক্তি মুক্তি প্রদায়কঃ॥ (১৮)
মাঘে মাসি সিতেপক্ষে সপ্তম্যাং সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
কৃতোপবাসো যত্রৈত্য স্নাত্বা তু মকরালয়ে॥ (১৯)

* * *

উদ্যন্তং ভাস্করং দৃষ্টা সান্দ্রসিন্দুর সন্নিভম্।

* * *

ত্র্যক্ষরেণ তু মন্ত্রেণ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥ (৩২—৩৩)
ইতি ব্রহ্মপুরাণে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ; বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ১৩৩, ১৩৪।

(৫৬) J. B. O. R. S., Vol. III. pt. II.

হয় 'বাল্মীকি' শব্দের অপভ্রংশ। উং সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র। বলীঈ নাএকা বা নায়ক "দপ" ভাণ্ডারের কর্ত্তা ছিলেন। 'অণান্নু' নায়ক সাধারণ ভাণ্ডারের কর্ত্তা ছিলেন। অঙ্গাই নায়ক কোষ্ঠ-করণ বা হিসাব-রক্ষক (accountant) ছিলেন। ইঁহারা যে সকলেই মন্দির-সংক্রান্ত কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। লিপিটি প্রাচীন উড়িয়া অক্ষরে লিখিত। ১৬২৭—২৮ খৃঃ অব্দে সূর্য্যমন্দির পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে মন্দিরটি যখন প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল সেই সময় রাজাদেশে উহার পরিমাপ প্রভৃতি লওয়া হয়। মাদলা পঞ্জীতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে (৫৭) "শ্রীরামচন্দ্র দেব মহারাযাঙ্ক নাতী পুরুষোত্তম দেব মহারাযাঙ্ক পুঅ শ্রীনরসিংহ দেব মহারাযা এ অ ৯ ঙ্ক (৯ অঙ্ক) মিন দি ২১ নে (২১দিনে) সপ্তমী সোমবার এ দেউল দেখিবা নীমন্তে (নিমিত্তে) শ্রীপুরুষোত্তমরু বিজে করি যাই দেখীলে এ দিনকু দীলি বাদসা (দিল্লীর বাদসা) সাহাসেলি (সাহাজাহান ?) বাদসাঙ্কর হোই ওড়ীসা সুবা বাথর খা (বাথর খাঁ) হোইথিলা—এ দমন উপদর্প নীমন্তে মইত্রাদিত্ত বীরঞ্চি দেব শ্রীপুরুষোত্তম দেউলে নীলাদ্রি মহোছব দেউলে বীযে করিথিলে।" "এ মহারায়াএ তুছা (পরিত্যক্ত) দেউল দেখিবাকু বীযে করি যাই এ দেউল মপাইলে।" পূর্ব্বোক্তকর্ম্মচারি-ত্রয় ইহার পূর্ব্বেই নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের মত গ্রহণ করিলে রাজা নরসিংহ দেবের রাজত্বকাল বলিয়া অন্যূন ২৬ বৎসর মানিয়া লইতে হয়। তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, কোণার্কের সূর্য্যমন্দির পরিত্যক্ত হইলে রাজা মুকুন্দদেবের আদেশ মতে উহার পরিমাপাদি গৃহীত হওয়া পর্য্যন্ত যে

(৫৭) J. A. S. B. 1908, pp. 302, 322.

(চিত্র ২৫)
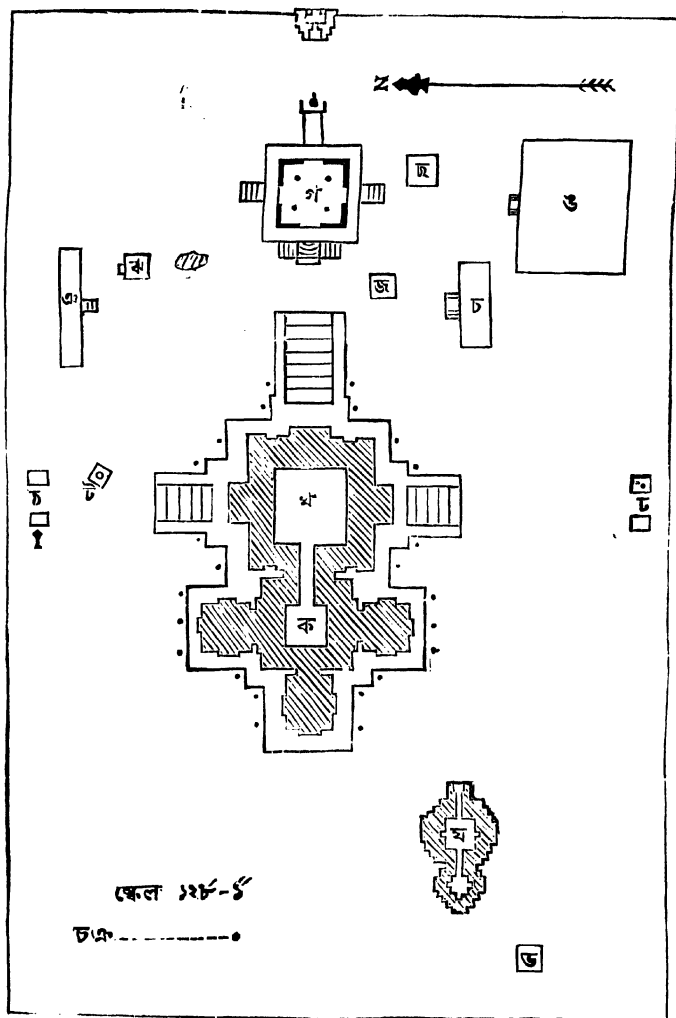
কোনারক মন্দিরের নক্সা।

[শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

কোনও সময়ে এই লিপিখানি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। মোটামুটি ১২৬০ হইতে ১৬০০ খৃঃ অব্দ লিপি প্রতিষ্ঠার কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে—সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মাণকালেই এরূপ নামসম্বলিত লিপি ক্ষোদিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা বলিয়া বোধ হয়।

প্রবাদ আছে, মন্দিরের শিখর-দেশ-সংলগ্ন একটি সুবৃহৎ চুম্বক পাথর জাহাজের লৌহময় অংশ টনিয়া লইয়া নাবিকগণকে বড়ই বিপন্ন করিত। মুসলমানেরা এজন্য চুম্বকটি স্থানচ্যুত করায় মন্দিরটি ক্রমশঃ ধ্বংসমুখে পতিত হয়। কালাপাহাড় উড়িয়াদিগের এই লোক-প্রসিদ্ধ স্থাপত্য-কীর্ত্তি ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এরূপ প্রবাদও শুনিতে পাওয়া যায়। আরব্য উপন্যাসে সিন্ধবাদ বণিকের উপাখ্যানে এইরূপ চুম্বক-প্রস্তর-বিশিষ্ট মন্দিরের উল্লেখ আছে, এবং প্রবাদটিও বেশ মুখরোচক বটে; কিন্তু ইহার ভিত্তি একটি দ্ব্যর্থ-বোধক কথার ভ্রমাত্মক অর্থ গ্রহণের ফল বলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ তাঁহার "কোণার্ক" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, উড়িষ্যায় চলিত কথায় চুম্বককে "কুম্ভ" পাথর বলিয়া থাকে। মুসলমানেরা মন্দিরের চূড়াস্থিত "কুম্ভ" বা প্রস্তর-কলসটিকে বিনষ্ট করায় সম্ভবতঃ এই প্রকার কাহিনীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। মন্দিরের উপরি ভাগে যে চুম্বক লৌহদণ্ডটি সংলগ্ন ছিল মাদলা পঞ্জী মতে তাহার দৈর্ঘ্য ১২॥০ "কাঠী" হাত (৫৮)। এক কাঠী ১′ ৯″ ইঞ্চি পরিমাণ ধরিয়া লইলে সমগ্র দণ্ডটি ৭ গজ ১০॥০ ইঞ্চির অধিক হওয়া সম্ভব নহে। এরূপ দণ্ডের চৌম্বক শক্তিতে জাহাজের লৌহাংশ আকৃষ্ট হওয়া কেবল উপকথাতেই শোভা পায়। মন্দিরটি ধ্বংস হওয়ার কারণ সম্বন্ধে অন্য নানারূপ কিংবদন্তীও প্রচলিত

(৫৮) J. A. S. B. Vol. IV. 1909, p. 323.

আছে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার শিল্পকলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, মন্দিরটি অসমাপ্ত অবস্থাতেই রহিয়া যায়। কাহারও মতে নির্ম্মাণ-দোষে ভিত্তি বসিয়া যাওয়ায় এবং কাহারও কাহারও মতে অশনি-নিপাত বা ভূমিকম্প-নিবন্ধন, মন্দিরের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। স্বর্গীয় ব্রজকিশোর ঘোষ লিখিয়াছেন, স্থপতি শিবাই সউতুরার মৃত্যুই মন্দির সমাপ্ত না হওয়ার এক মাত্র কারণ (৫৯)। এই স্থানে মন্দির অসম্পূর্ণ থাকা সম্বন্ধে প্রচলিত অন্য একটি কৌতূহলোদ্দীপক কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিব। শিবাই সউতুরা দ্বাদশ শত শিল্পী লইয়া দ্বাদশ বর্ষকাল পরিশ্রম করিয়াও মন্দির সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই। শিবাই যখন এই কার্য্যের জন্য পুরীধাম ত্যাগ করিয়া কোনারকে আসে সে সময় তাহার পত্নী অন্তর্ব্বত্নী ছিল। পুত্র প্রসূত হইবার একাদশ বৎসর পরে মাতা পুত্রকে কোণার্কে যাইয়া পিতার সন্ধান লইতে বলে এবং অভিজ্ঞান স্বরূপে তাহাকে গৃহস্থিত কোন বৃক্ষের একটি ফল প্রদান করে। শিবাইয়ের পুত্র বাল্যকাল হইতে সাধনা করিয়া কৌলিক ব্যবসায়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। সে পিতৃসন্নিধানে গমনের পূর্ব্বে ইষ্ট দেবীর আরাধনা করিলে দেবী বৃদ্ধাবেশে আবির্ভূত হয়েন। বালক প্রসাদী উষ্ণ পরমান্ন (ক্ষীর) মধ্যস্থল হইতে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করায় দেবী বলেন, "এ যে শিবাইয়ের রীতি! পার্শ্ব হইতে আরম্ভ না করিয়া মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করিতেছ কেন?" বালক তাহা হইতেই মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে পিতার ভুল বুঝিতে পারে—কারণ, শিবাই যতবারই মধ্যস্থল হইতে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিতেছিল, স্থানটির মৃত্তিকা কোমল থাকায় ততবারই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। শেষে বালকের বুদ্ধি যখন দ্বাদশ শত শিল্পীর অসাফল্য মোচন করিল, এবং

(৫৯) The History of Pooree, p. 71.

(চিত্র ২৬)

কোনারকের গঙ্গামূর্ত্তি।

(সম্মুখ-দৃশ্য)

[পৃঃ ৩৩

মন্দির শনৈঃ শনৈঃ নির্ম্মিত হইতে লাগিল তখন, শিল্পীরা শিবাইকে বলিল, "তুমি এই দ্বাদশ শত শিল্পীর পক্ষ লইবে, না নিজের পুত্রের পক্ষ লইবে ?" শিবাই তাহাদের পক্ষ লইলে তাহারা চণ্ডিকা (রাম-চণ্ডী) দেবীর সন্নিধানে বালককে বলি দিল। বালকের সেই অপূর্ব্ব শিল্প-কৌশলের অভাবে মন্দির আর সম্পূর্ণ হইল না। এই কিম্বদন্তী হইতে মনে হয়, শিল্পিগণের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা এই মন্দির অসমাপ্ত থাকার অন্যতম কারণ হওয়াও অসম্ভব নহে। এ দেশে রাজার নাম মন্দিরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে বটে কিন্তু শিল্পীর নাম লোকে সহজেই বিস্মৃত হয়। যে প্রবাদ কাহিনীর সহিত জড়িত হইয়া এই সূর্য্য মন্দিরের শিল্পীর নাম অদ্যাবধি রক্ষিত হইয়াছে—সেই কারণেই তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় মন্দির-নির্ম্মাতা প্রাচীন স্থপতিগণের শিল্প-শাস্ত্রে অজ্ঞতা বা কেবল বহিঃসৌষ্ঠবের প্রতি অত্যধিক দৃষ্টির কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে, 'আমলা' বা অমৃতশিলা নামক প্রস্তরখণ্ডের ভারে খিলানের প্রস্তরগুলি স্ব-স্ব স্থানে দৃঢ়-সন্নিবিষ্ট ছিল। এই 'অমৃত'-খিলানটি বিনষ্ট হওয়ায় অপর প্রস্তরগুলিও ক্রমশঃ স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে ১২৮০ (১২৬৪ ?) খৃঃ অব্দে রাজা প্রথম নরসিংহ বা সলাঙ্গুল নরসিংহ দেবের মৃত্যু নিবন্ধন কোনারক মন্দিরের বিমান অসমাপ্তই থাকিয়া যায় ; মন্দির-ধ্বংসের ইহাই এখন প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দেও শিখরের একটি কোণ দণ্ডায়মান ছিল কিন্তু পরবর্ত্তী ৩০ বৎসরের মধ্যে তাহার চিহ্ন একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। ফার্গুসন যে অংশ বিদ্যমান দেখিতে পাইয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল পরে যাইয়া তাহাও দেখিতে পা'ন নাই।

সে যাহা হউক, মন্দির-ধ্বংসে মানবের সহায়তাও যে নিতান্ত কম ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য। মহারাষ্ট্রীয়েরা বাহিরের দেওয়ালের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পুরীস্থ কয়েকটি সামান্য মন্দির এই মাল মসলা দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মুখেরার সূর্য্যমন্দিরের সমক্ষে যেরূপ মণ্ডপের ভগ্নাবশেষ দেখা যায় সেইরূপ একটি বিচ্ছিন্ন মণ্ডপ মহারাষ্ট্রীয়েরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরীতে স্থানান্তরিত করে। মেজর কিটো (Major Kittoe) ১৮৩৮ অব্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির (J. A. S. B.) পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন কোনারকে গমন করেন, সে সময়ে খুরদার রাজার আদেশক্রমে প্রবেশ-দ্বারের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছিল।

বর্ত্তমান মণ্ডপের উচ্চতা ১২৮ ফিট। চূড়াগ্রভাগের কলসাংশটি ১০ ফিটের কম ছিল না এরূপ অনুমান করিলে সমগ্র উচ্চতা ১৩৮ ফিটের কম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। মন্দিরে মাল-মসলাই যে কত লাগিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট শুধু মেরামতের জন্যই ১৯০২-৩ সালের শেষ পর্য্যন্ত ২৭০৩৩ টাকা ব্যয় করিয়াছেন (৬০)। দেখিলাম মন্দিরের সন্নিকটে বড় বড় লোহার কড়ি পড়িয়া আছে। ১৯১২ খৃঃ অব্দে শ্রীযুক্ত এইচ্, আর, গ্রেভ্‌স্ (H. R. Graves) এইরূপ ২৯টি কড়ি দেখিতে পান। সে কালের কর্ম্মকারগণ যে কি করিয়া এরূপ বৃহদায়তন দ্রব্য ঢালাই করিত, তাহা ভাবিয়া অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল একটি কড়ির মাপ লইয়াছিলেন। উহা দৈর্ঘ্যে ২১ ফিট এবং স্থূলতায় ৮ × ১০ ফিট। শুনিতে পাই কোণার্কের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন কড়িটি ওজনে প্রায় ৭৫ মণ (৬০০০ পাউণ্ড)। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩৫

(৬০) Arch. Survey Report, E. Circle 1904-5.

(চিত্র ২৭)

গঙ্গামূর্ত্তি।

(পার্শ্ব-দৃশ্য)

[পৃঃ ৩৩

ফিট ও স্থূলতায় ৭ × ৭½ ফিটের কম নহে। অধ্যাপক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী তাঁহার 'প্রাচীন ভারতে লৌহ' নামক গ্রন্থে উড়িষ্যা দেশীয় মন্দিরের লৌহ কড়ি প্রভৃতি সরঞ্জামাদির কথা আলোচনা করিয়াছেন (৬১)। যাঁহারা দিল্লী নগরীর প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি সেই স্থবিশাল লৌহময় স্তম্ভ দর্শন করিয়াছেন (৬২) এইরূপ দুই চারিটি কড়ি আর তাঁহাদের নিকট বড় বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইবে না। মিঃ আর্ণট নামক কোনও উচ্চপদস্থ ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই লৌহ-বীমগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন অংশের সুকৌশল সংযোজনে নির্ম্মিত। পরে তাহার উপর গলিত লৌহ ঢালিয়া দিয়া ঢালাই করা জয়েন্টের ন্যায় আকৃতি দেওয়া হইয়াছে। বাহির হইতে যেরূপ ভারসহ বলিয়া বোধ হয়, ভিতরে সেরূপ দৃঢ় নহে বলিয়া, ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় এগুলিকে whitened sepulchre বা চুণকাম-করা গোরস্থানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। পণ্ডিত বিষণস্বরূপ মহাশয়কেও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশ সংযোজন করার কথাটা মানিয়া লইতে হইয়াছে কিন্তু তিনি উপরে গলিত লৌহ ঢালিয়া জোড়গুলি ঢাকিয়া দেওয়ার কথা স্বীকার করেন না। পুরী মন্দিরের জগমোহনেও লোহার কড়ির ব্যবহার আছে। ইঞ্জিনিয়ার, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, এগুলি একপ্রকার ইস্পাতে নির্ম্মিত (rolled mild steel)। অধ্যাপক ডাঃ নিয়োগী নিঃসন্দেহে উহা খাঁটি লৌহ (wrought iron) বলিয়া

(৬১) Iron in ancient India by Dr. P. Neogi, p. 26.

(৬২) দিল্লীর সন্নিকটস্থ মেহরৌলীর লৌহস্তম্ভ আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মালবরাজ চন্দ্রবর্ম্মার রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।—Indian Antiquary, 1913, pp. 217-19, ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ভাগ ৪০-৪১।

প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিয়োগী মহাশয়ের বিশ্লেষণ ফলে কোনারকের লৌহের সহিত দিল্লী স্তম্ভের লৌহের যথেষ্ট রাসায়নিক সাদৃশ্যও প্রমাণিত হইয়াছে।

মন্দির ত তৈয়ারী হইয়াছে কোন্ কালে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা বাদানুবাদের নিবৃত্তি হয় নাই। অনেকের মতে পাথরগুলি ক্ষোদাই করিয়া লাগান হয় নাই; স্বস্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়ার পর in situ ক্ষোদাই করা হইয়াছে।

তাহাই না হয় হইল; কিন্তু ৩।৪ টন ভারি পাথর উপরে উঠান হইল কি করিয়া? একটি গজসিংহের মাপ লইয়া দেখা গিয়াছিল যে, সেটি উচ্চে ২০ ফিট, তলদেশের পরিমাণ ১৫ ফিট এবং চওড়া ৪ ফিট ৭ ইঞ্চি। মূর্ত্তিটি দুই খণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত। মহাবল্লীপুরের মন্দির সমূহের সান্নিধ্যে অবস্থিত হস্তী ও সিংহ মূর্ত্তি ও অতি বৃহদাকার বলিয়া সুবিদিত। তত্রস্থ অন্যান্য প্রস্তর-রচিত জন্তুগুলিকে 'অতিকায়' ভিন্ন অন্য বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। (৬৩) আবু পর্ব্বতে তেজঃপালের বিখ্যাত জৈন মন্দিরে কয়েকটি শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত হস্তী দেখা যায় কিন্তু সেগুলি কোণার্কের হস্তীর ন্যায় এরূপ স্বাভাবিক ভাববিশিষ্ট নহে।

কেহ কেহ বলেন, চারিদিকে ঢালু বাঁধ বাঁধিয়া, উহার উপর দিয়া পাথরগুলি টানিয়া বা গড়াইয়া তোলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ বলেন, সেকালের লোকে pulley বা কপিকলের ব্যবহার জানিত,

---

(৬৩) "Ce groupe de pagodes de formes variees est accompagne d'un leon et d'un elephant sculptés aussi sur place: L'Elephant est de grandeur naturelle......" (Les Monuments de L'Hindoustan, Tome II, p. 87.

(চিত্র ২৮)
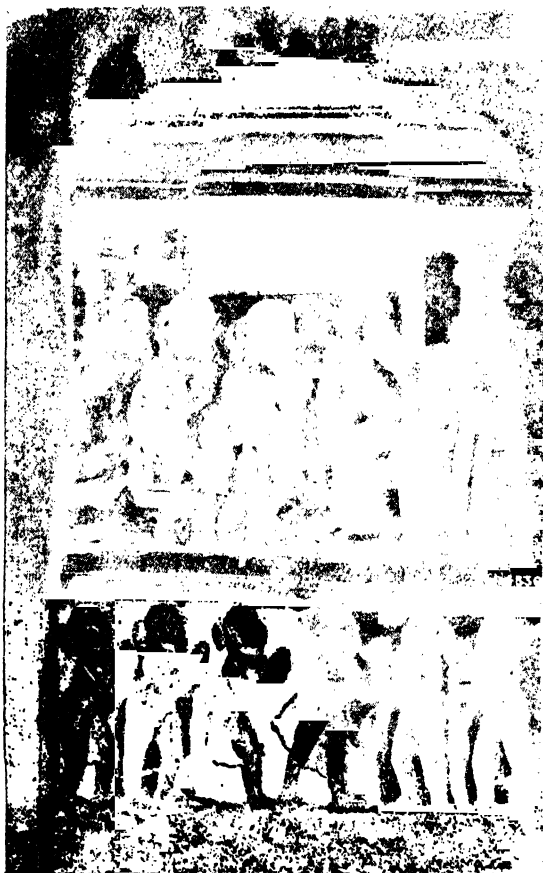
শিক্ষাদান বা শাস্ত্র ব্যাখ্যা।

কোনারকে প্রাপ্ত উড়িয়া লিপি সম্বলিত ক্ষোদিত চিত্র,

কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত।

[শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দে গৃহীত আলোকচিত্র হইতে]

[পৃঃ ৩৩

সুতরাং কপিকলের সাহায্যে গুরুভার প্রস্তরখণ্ড গুলি উত্তোলিত হওয়াই সম্ভব।

যাউক সে কথা; দৃশ্য-সমুচ্চয়ের একটি স্মৃতিচিত্র রাখিবার জন্য বেষ্টনীর নিকটে দাঁড়াইয়া দৃষ্টিপাত করিতেই, মনুষ্য বা দানবদেহ-পদদলনকারী অশ্বদ্বয় ও কয়েকটি গজ ও গজসিংহ মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পড়িল। কোনারকের প্রস্তরময় অশ্বদ্বয় সুগঠিত; কিন্তু কাহারও কাহারও মতে নাসিকায় না কি কিঞ্চিৎ রোমক-ভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এগুলি রথ-সন্নদ্ধ অশ্বরূপে পূর্ব্বদ্বারের সোপানাবলীর পার্শ্ব-দেশে অবস্থিত ছিল। ডাঃ কুমারস্বামী মন্দির-রথে সংযোজিত কয়েকটি ক্ষুদ্রতর অশ্ব যেন বিষাদে সমাচ্ছন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন; দেখিয়া নাকি যবদ্বীপে প্রাপ্ত মহিষমর্দ্দিনীমূর্ত্তির কথা মনে পড়ে। (৬৪) আমরা বিশেষজ্ঞ নহি সুতরাং এ বিষয় উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল; শিল্পকলার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদের সামঞ্জস্য করা সম্ভব নহে।

সূর্য্যের সপ্তাশ্ব যে সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষণ-সম্ভূত সাতটি বর্ণেরই নিদর্শন-স্বরূপ, এরূপ ব্যাখ্যাও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আনুষ্ঠানিক হিন্দুগণ ইহা স্বীকার করিবেন কি না জানি না। মীমাংসার ভার শাস্ত্রদর্শী ও বৈজ্ঞানিকগণের উপর অর্পণ করিয়া আপাততঃ নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে। কোনও আধুনিক চিত্রকর দিবাকরের রথবাহী অশ্ব বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করিলেও হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থে—এমন কি লোকেশ্বর শতকম্ নামক বৌদ্ধগ্রন্থেও এগুলি একই বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (৬৫)

---

(৬৪) Arts and Crafts of India and Ceylon. p. 75.

(৬৫) "হরিত হরিহয়া হীন হারিত্যহারী"—লোকেশ্বর শতকম্, Ed. Mdlle. Suzanne Karpeles, p. 26.

বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতকথায় সূর্য্যের জোড়া অশ্বেরই উল্লেখ দেখিতে পাই। কোণার্কের রথাকৃতি মন্দিরেও দুইটি মাত্র বৃহদায়তন অশ্ব সংলগ্ন ছিল বলিয়াই বোধ হয়। মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অশ্বটির বর্ণনা-প্রসঙ্গে হেভেল (Havell) বলিয়াছেন যে 'ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ইহা একটি সুমহান্ দৃষ্টান্ত। দেখিলে মহাভারতীয় যুগের বীরত্বকাহিনী ও প্রাচীনকালের মহা আহবে যোদ্ধগণের অস্ত্র ঝন্‌ঝনার কথা মনে পড়ে।' অশ্বের কর্ণ দুইটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং বল্গাধারী পুরুষ মূর্ত্তিটিও মস্তক বিহীন। কোনারকের এই সকল মূর্ত্তির তুলনায় তিনি সুবিখ্যাত এল্‌গিন্ মার্বল (Elgin marbles) নামধেয় গ্রীকশিল্পের মর্ম্মর নিদর্শনগুলিকেও উড়িয়া শিল্পকলার নিম্নে স্থান দিতে সঙ্কুচিত নহেন। শ্রীযুক্ত হেভেলের মতে গৌরবদীপ্ত, জয়শ্রীমণ্ডিত এইরূপ সুবৃহৎ অশ্বমূর্ত্তি ভেনিস নগরীর বর্দ্ধকী (Sculptor) প্রথিতযশা ভেরোচিও'র (Verrochio) শিল্প-নিদর্শনের সহিত অনায়াসেই তুলনা করা যাইতে পারে (৬৬); এণ্ড্রিয়া ভেরোচিও খৃঃ ১৪৮৮ অব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনি বার্ত্তলমেও কলেওনির (Bartolomeo Colleoni) যে অশ্বারোহী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন পাশ্চাত্যদেশে তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত। ভেরোচিও'র মৃত্যুর পর লিওপার্ডি নামক একজন শিল্পী উহা সুসংস্কৃত ও সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। (৬৭)

শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস রায়, রুসিয়ার পেট্রোগ্রার্ড নগরে এন্টিস্‌কিন্ সেতুর উপর অবস্থিত ব্যারন ক্লট নির্ম্মিত 'এ কালের' অশ্বের সহিত

(৬৬) Indian Sculpture & Painting p. 146.

(৬৭) Transactions of the Royal Institute of British Architects, Vol, VII (N. S.), fig. 106, p. 219.

(চিত্র ২৯)

বঙ্গদেশীয় নবগ্রহ-মূর্ত্তি।

[বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সৌজন্যে]

[পৃঃ ৩৫

'কোনারকের প্রাচীন শিল্পীর গঠিত' অশ্বমূর্ত্তির তুলনা করিয়া বলিয়াছেন "এই দুই দেশের প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পের মধ্যে যে একই গতির বিদ্যুৎ ছুটিতেছে, এবং একই ভাবের ধারা বহিতেছে, সেটা যিনিই দেখিবেন তাঁহাকে মানিতে হইবে।" (৬৮)

শ্রীযুক্ত হেভেল কলেওনির মূর্ত্তির বাহনরূপে ব্যবহৃত অশ্বটিকে কোনারকের পূর্ব্বোক্ত অশ্বমূর্ত্তির সহিত তুলনায় যে প্রশংসা করিয়াছেন ভিন্সেণ্টস্মিথ তাহা অত্যুক্তি-দুষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহার মতে হস্তীগুলির ভঙ্গীই অধিক সতেজ ও সজীবতাপূর্ণ। ইহাদের বাস্তবিকই বেশ স্বাভাবিক ভাব ; জীবিত মাতঙ্গের তুলনায় দেখিতে বড় মন্দ নহে। হেভেলমহোদয় হস্তী দুইটিরও প্রশংসা করিতে কম করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে শিল্পীসকল মহাবল্লীপুর বা মামল্লপুরমের (মহাবল্লীপুরের) বৃষ ও কোনারকের হস্তী নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারা শিল্প কুশলতায় সর্ব্ববিষয়ে গ্রীকগণের সমতুল্য (were as perfect masters of their art as the Greeks)। তাঁহার মতে, এ দক্ষতা, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সুগভীর প্রাকৃতিক পর্য্যবেক্ষণের ফল (৬৯)। কিন্তু সিংহ-মূর্ত্তিগুলি একেবারেই কাল্পনিক্—অনেকটা বিদেশী উপকথার গ্রিফিন্ (griffin) বা (dragon) ড্রাগনের ন্যায়।

মধ্যভারতে খাজুরাহোর বিশ্বনাথ-মন্দিরে এ শ্রেণীর একটি প্রস্তর নির্ম্মিত হস্তীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার পদচতুষ্টয়ের সামঞ্জস্যহীন হ্রস্বতায় মূর্ত্তিটি কেমন যেন কদাকার বলিয়া মনে হয়। মাহুতটি হস্তীর স্কন্ধদেশে শায়িত। নিকটে একটি নরমূর্ত্তি

---

(৬৮) ভারতী, বৈশাখ, ১৩২৭, পৃঃ ৫৭।

(৬৯) The Ideals of Indian Art p. 153.

পতিত ; তাহার পদদ্বয় হস্তীর সম্মুখভাগে বিস্তৃত। কোনারকের হস্তীর সহিত ইহার যে বিশেষ সাদৃশ্য নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, কোনারক মন্দির ধ্বংস হইলে, এই সকল শার্দ্দূল ও অশ্ব প্রভৃতি মূর্ত্তিনিচয় মন্দিরের তিনটি প্রবেশ-দ্বারের নিকটে ভগ্নাবস্থায় পতিত ছিল। পূর্ত্ত-বিভাগের মিঃ ডেভিড নামক জনৈক কর্ম্মচারী যেন-তেন-প্রকারেণ এগুলি "খাড়া" করিয়া সংস্থাপিত করেন। তিনি অজ্ঞতাক্রমে মন্দিরের দিকে পশ্চাৎদেশ না করিয়া মূর্ত্তিগুলির মুখ মন্দিরের দিকেই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজা অশোকের শিলালিপির সন্নিকটে বা তৎপ্রতিষ্ঠিত স্তম্ভগুলিতে হস্তীমূর্ত্তি বা হস্তী আলম্বন (elephant frieze) প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে। কোন-কোনও পণ্ডিত তাই বলিয়াছেন যে, এই গজারূঢ় সিংহগুলি উড়িষ্যা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়নকারী কেশরীরাজগণের কীর্ত্তি জ্ঞাপন করিতেছে। হস্তী না কি বৌদ্ধধর্ম্মের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। মতান্তরে এরূপ কথাও শুনা যায় যে, হস্তীরূপে পরিকল্পিত ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের উপর সিংহরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম স্বকীয় প্রভাব জ্ঞাপন করিতেছে। এ মত সম্পূর্ণ কল্পনা-মূলক (৭০)। আচার্য্য ফোগেল বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ এই পরিকল্পনা ভারতীয় শিল্পীগণের উর্ব্বর খেয়াল হইতেই উদ্ভূত। তিব্বতীয় লামাদিগের শিল্পে ও দক্ষিণভারতীয় দ্রাবিড় শিল্পে ইহার বহুবিধ নিদর্শন দেখা যায় (৭১)। ব্রহ্মদেশে পায়া-থন-বু মন্দিরের দেওয়াল চিত্রের মধ্যে গজসিংহ-মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে

---

(৭০) Ind. Antiq. XLVII. p. 211.

(৭১) Introd. Catalogue of Sarnath, p. 27.

(চিত্র ৩০)
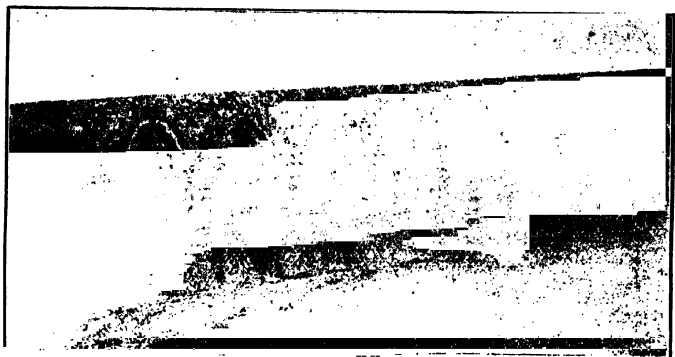
কোনারকের সংগ্রহশালায় রক্ষিত নবগ্রহ শিলা।

[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ৩৫

(চিত্র ৩১)
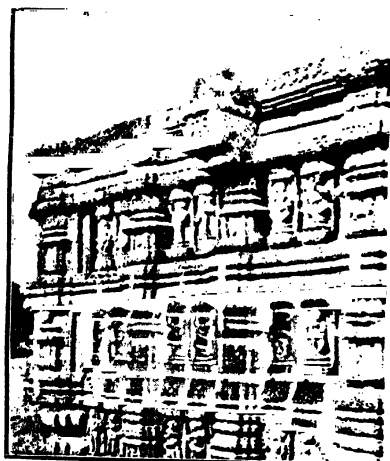
কোনারক মন্দিরের কারুকার্য্য।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ৩৬

(৭২) আবার দাক্ষিণাত্যে জুনারের শিবনেরি দুর্গে 'গণ্ডভেরুণ্ড' নামক গজসিংহেরই একপ্রকার বিভিন্ন আকৃতি দৃষ্ট হয়। ইহাতে সিংহের পশ্চাতের দুই পদের নিম্নদেশে দুইটি ক্ষুদ্র হস্তী এবং সম্মুখস্থ দক্ষিণ-পদের নিম্নে একটী দ্বিমুখ শ্যেনপক্ষী অবস্থিত। শেষোক্ত লাঞ্ছন বিজয়-নগর রাজগণের মুদ্রার উপরও দৃষ্ট হয় (৭৩)। গজসিংহ মূর্ত্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেক বিষয়ই রূপক বা Symbol ভাবে গ্রহণ করা কেমন একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জগন্নাথ মন্দিরের ত্রিমূর্ত্তি, যে বৌদ্ধচিহ্ন চক্র ও ত্রিশূলের anthropomorphic development অথবা জড়বস্তুতে মানবীয় রূপাদি আরোপের ক্রমবিকাশ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এখন অনেকেই এ পথ পরিত্যাগ করিয়া, জগতের প্রাচীন ইতিহাসে পরিচিত মূর্ত্তি-সমূহের ধারার সহিত বর্ত্তমান মূর্ত্তিগুলির তুলনাফলে, নবীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

প্রবাদ আছে যে, মুসলমানেরাও এক সময়ে কোনরক মন্দিরটি দাবী করিতে ছাড়েন নাই। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী (৭৪) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহা কবীর মুয়াহিদ নামক সাধুপুরুষের সমাধি বলিয়া প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। কথিত আছে, মুয়াহিদ হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ভক্তির পাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শব কিরূপে

---

(৭২) Arch. Survey Ann. Rep. 1915-16 Pl. LIII (b)

(৭৩) Prog. Rep. Arch. Survey. W. Circle, 1908, p. 31.

(৭৪) Ain-i-Akbari—Col. H. E. Jarrett, p. 129.

সংকার করা হইবে, তাহাই লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে শবের বস্ত্রাবরণ তুলিয়া সকলে দেখিতে পায় যে, শব অন্তর্হিত হইয়াছে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে, বোধ হয় গ্লাড্উইন্ (Gladwin) অবলম্বনে, কোনারক কবীর মৌয়েলহিদ্ (Mowelhid) এর সমাধিস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। Mowelhid শব্দটি লিখিবার ভুল। কবীর মুয়াহ্হিদ্ (mua'h-hid) বা একেশ্বর-প্রচারক নামে বিখ্যাত। গ্লাড্উইন্ লিখিয়াছেন যে, শবাবরণ-বস্ত্রটি উত্তোলন করিলে কবীরের মৃতদেহ আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মূল পুস্তকে এ কথা লিখিত নাই (৭৫) তবে এ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে।

মৃত্যুর পর শবের সংকার লইয়া হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ উপস্থিত হইলে, কবীর নাকি হঠাৎ সেখানে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়েন। তাহার পর শবাধার-বস্ত্র উত্তোলন করিয়া সুন্দর কুসুমদাম ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। এই কুসুমগুলির কতকাংশ হিন্দু-মতে দাহ এবং কতকাংশ মুসলমান মতে প্রোথিত করা হইয়াছিল।

পুরীতে একটি কবীরমঠ আছে। "পশ্চিমা" যাত্রিগণ অনেকেই এক চামচ ricewater বা ফেনক-প্রসাদের প্রত্যাশায় সেখানে গমন করিয়া থাকেন।

তাভার্ণিয়ে (Tavernier) স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, পুরীর শ্বেত দেউল (Pagoda) সান্নিধ্যে কবীর নামক একজন ধর্ম্মোপদেশকের সমাধি আছে; সে স্থানে মৃত মহাপুরুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

---

(৭৫) Trans. Col. HS. Jarrett. p. 129.

(চিত্র ৩২)

কোনারকের বিষ্ণুমূর্ত্তি।

[ভারতী-সম্পাদকের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৩৯

উত্তর-পশ্চিম অথবা (United Provinces) বর্ত্তমান মধ্য-প্রদেশস্থ রতনপুরও কবীরের সমাধি-স্থান বলিয়া বিখ্যাত। কবীর ১৩৮০ হইতে ১৪২০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নিজ মত প্রচার করিয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মসমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পুরীর শ্বেতদেউল সান্নিধ্যে সমাধি থাকার প্রবাদ কোনারকের কৃষ্ণদেউলেও আরোপিত হইয়া থাকিবে। জনপ্রবাদ কোন কালেই স্থান বা অর্থ সামঞ্জস্যের অপেক্ষা রাখে না।

পুনর্যাত্রা।

আবুল ফজল প্রভৃতিকে রেহাই দিয়া এখন কোনারক পরিত্যাগের কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা করি। বেলা দ্বিপ্রহরে আহারাদি করিয়া সকলের প্রস্তুত হইবার কথা; কিন্তু দেখিলাম, উৎকলেও আমাদের বঙ্গদেশেরই ন্যায় ডাকহাঁক, তাড়াতাড়ি করিয়াও অনেক কার্য্য ঠিক সময়ে হইয়া উঠে না। যাহা হউক, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা জিনিসপত্র বাঁধিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দলপতি মহাশয় আমাদিগের কষ্ট নিবারণার্থ সোজা পথ দিয়া লইয়া যাইবার জন্য স্থানীয় চাপরাসীটিকে পথ-প্রদর্শক হইবার আদেশ করিলেন। আমরা আন্দাজ ১॥ টা কি পৌণে ২ টার সময় বাহির হইয়াছিলাম। কতকদূর নূতন পথে আসিয়া শুনিলাম, পূর্ব্ব-দিন বৃষ্টি হওয়ায় পথে অত্যন্ত কাদা হইয়াছে; তাই গাড়োয়ান মহাশয়গণ কর্দ্দম অপেক্ষা বালুখণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছেন। নাসিকা বেষ্টন করিয়া পুনরায় নিয়াখিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইতে হইল। মধ্যে শ্রীমান্ ভূ-চন্দ্র কতকগুলি হরিণ দেখিয়া, বিনা অস্ত্রেই মৃগয়া করিবেন বলিয়া কোমর বাঁধিয়া চটিজুতা পায়ে ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন। ভূ-চন্দ্রের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও তাঁহার সরস বাক্‌চাতুর্য্যের গুণে আমাদিগের সুদীর্ঘ গো-শকট-বাসও সেরূপ কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় নাই। এরূপ সুরসিক সহযাত্রী সকলের অদৃষ্টে জুটে না। বলা বাহুল্য উড়িষ্যায় উড়ো জাহাজের আমদানী না হইলে, উটের ডাক বসাইয়াও কোনারক গমনের এই পথক্লেশ নিবারণের উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না।

(চিত্র ৩৩)

কোনারকে প্রাপ্ত ক্ষোদিত লিপি।

[পৃঃ ৪৫

এক সময়ে চিত্রোৎপল নামক একটি নদ মন্দিরের অনতিদূরে প্রবাহিত ছিল (৭৬)। উৎকল খণ্ডেও ইহার উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্য দেব কোনার্ক গমন কালে 'চিত্রোৎপলা' দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। (৭৭) শুনা যায়, পরস্পর-প্রণয়বদ্ধ কোন চণ্ডাল-যুবক ও ব্রাহ্মণ-যুবতীর দেহ-ধৌত জল হইতে নদটির উৎপত্তি, এবং তাহাদেরই নামানুসারে ইহার নামকরণ হয়। দেব মকরকেতন যে সর্ব্বজয়ী—বর্ণাশ্রমধর্ম্মী দেশীয় জনসাধারণও তাহা ভুলিতে পারে নাই। অনেকের মতে মন্দিরের মালমসলা ও প্রস্তরাদি এই নদ অবলম্বন করিয়া জলপথেই আনীত হয়। পণ্ডিত বিষণস্বরূপ মহাশয়ের মতে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্-থসঙ্গ (ওয়াং চাং) রচিত গ্রন্থে চি-লি-তা-লো নামক যে স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়, উহা চিত্রোৎপল ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখন এই নামধেয় নগর বা নদের আর কোনও চিহ্ন নাই। কেবল চন্দ্রভাগা নামক তীর্থস্থানে ইহার কিয়দংশ একটি পবিত্র জলাশয়রূপে বিরাজ করিতেছে।

(৭৬) চিলিতালো চিং সাধারণতঃ চরিত্রপুর বা পুরী বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। ওয়াং চাং প্রণীত বৃত্তান্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে চি-লি-তা-লো নামক সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর 'উতু' প্রদেশে (উত্তর উড়িষ্যায়) অবস্থিত। (S. Beale's Buddhist records of the Western World Vol. II. pp. 205—6.). প্রবাদ মতে কোণার্কের অনতিদূরবর্ত্তী প্রাচী নামক অধুনা-বিলুপ্ত-প্রায় স্রোতস্বিনীর সমুদ্রের সহিত সঙ্গমস্থলে চি-লি-তা-লো অবস্থিত ছিল। সরকারী গেজেটিয়ারেও এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। Puri Gazet. p. 275. শ্রীযুত বিষণস্বরূপ বলিয়াছেন উহা 'চিত্রোৎপল' নদীর তীরদেশে অবস্থিত 'চিত্রোৎপল' নামক নগর। (B. Swarup's Konaraka p. 91.). চিত্রোৎপল নদীর বর্ত্তমান নাম 'কাছুয়া'।

(৭৭) "কণার্ক দেখিল তথা চারি যোজনে।
চিত্রোৎপলা দেখিল নীলাচল ভুবনে ॥"
জয়রাম কৃত চৈতন্য-মঙ্গল—(সা, প, সং পৃঃ ১০৯)।

স্থানটি কোনারক হইতে প্রায় একমাইল কি দেড়মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের সেখানে যাওয়া ঘটে নাই; শুনিয়াছি, সেখানে না কি মেলা বসিয়া থাকে। কোনারকের প্রাচীন নাম "অর্কক্ষেত্র" ও "মৈত্রেয় বন।" কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব বিমাতৃগণকে স্নানকালে দর্শন করায় পিতৃ-অভিশাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। দ্বারকা হইতে সিন্ধুনদীর উত্তর তীর ধরিয়া গমন করিতে করিতে তিনি এই পবিত্র তীর্থে উপস্থিত হয়েন এবং তথায় সূর্য্যের একবিংশতি নাম জপ করিয়া রোগ-মুক্ত হইয়াছিলেন (৭৮)। খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত কপিল-সংহিতায় এ কাহিনী বর্ণিত আছে। শাম্ব এই চন্দ্রভাগা (৭৯) তীর্থে স্নানকালেই না কি সূর্য্যের সুন্দর মূর্ত্তি পাইয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উহা তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে শাম্ব বিষয়ক এ বৃত্তান্তের প্রকৃত ঘটনাস্থল ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে। সূর্য্যোপাসনা অথবা Heliolatry শকজাতি কর্ত্তৃক ভারতে অধিকতর

---

(৭৮) কথিত আছে 'জাঙ্গুলিক' নামে পরিচিত কবি ময়ূর নিজ কন্যা বা ভগিনীর অভিশাপ ফলে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন, পরে সূর্য্যদেবের আরাধনা করায় নিরাময় হয়েন। ময়ূর রচিত সূর্য্যশতকে তাঁহার কুষ্ঠব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় (Herodotus I, 138.) যে প্রাচীন পারসীকগণের বিশ্বাস ছিল সূর্য্যের নিকট কোন অপরাধ করিলে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইতে হয়। আচার্য্য ব্লক্ হেরোডোটাস বর্ণিত ব্যাধি "ধবল" বলিয়াই সন্দেহ করিয়াছিলেন। যিনি অভিশাপ দ্বারা ব্যাধিগ্রস্ত করাইতে পারেন তাঁহার যে সে ব্যাধি আরোগ্য করারও ক্ষমতা থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাই কোনও কোনও পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে সূর্য্যের কৃপায় কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হওয়া সম্বন্ধে এই যে বিশ্বাস তাহা ইরাণ বা পারস্যদেশীয় মগাখ্য পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। Introd. to the Poems of Mayura. (Ed. Quackenbos) pp. 25, 26, 34-36.

(৭৯) বলা বাহুল্য প্রাচীমাহাত্ম্য, কপিলসংহিতা প্রভৃতি তীর্থ মাহাত্ম্যগুলি খৃঃ দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত নহে। J. A. S. B. 1897. p. 332, 333.

(চিত্র ৩৪)

কোনারক মন্দিরের জগমোহন ও অসমাপ্ত গর্ব্ভগৃহের ভগ্নাবশেষ।

[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৪৮
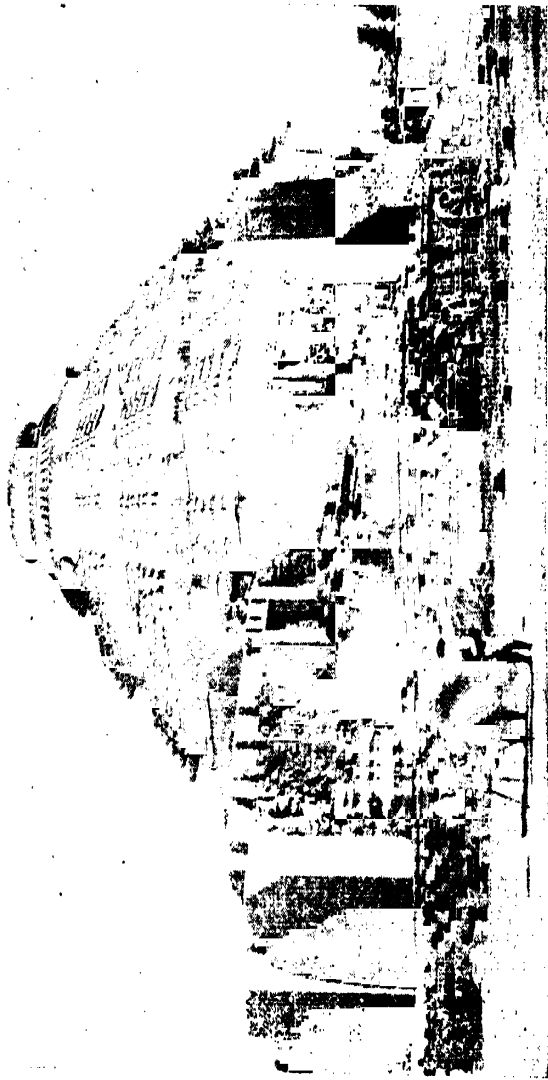
ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল কিনা, পণ্ডিতগণ তাহার বিচার করিবেন। তবে সূর্য্য যে পুরাতন বৈদিক দেবতা একথা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। ('সূর্য্য' বিষয়ক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। একসময়ে সূর্য্যপূজা যে আ-সমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড মন্দির, গুজরাটস্থ মুধেরার সূর্য্য মন্দির, খাজুরাহোর ছত্র-কা-পত্র প্রভৃতি দেবালয়, জুনাগড় যাদুঘরে রক্ষিত, কারুকার্য্য শোভিত সূর্য্যমন্দিরের বিচিত্র তোরণ, এবং এই কোণার্ক বা কোনারকের অর্ক-মন্দির হইতেই বুঝিতে পারা যায় (৮০)।

সে যাহা হউক তীর্থমাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যেই যে উড়িষ্যার চন্দ্রভাগা নদীতটে এই অর্কক্ষেত্রের অবতারণা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভবিষ্যপুরাণোক্ত এই চন্দ্রভাগা পঞ্জাবের চেনাবনদী। রাবী তীরবর্ত্তী মূলস্থান বা মিত্রবনেই শাম্ব কর্ত্তৃক সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বর্গগত কানিংহাম বিরচিত ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থে এ সকল কথা আলোচিত হইয়াছে (৮১)। ১৯০২-৩ সালের ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিষয়ক বিব-

(৮০) খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মধ্যভারতেও সৌরোপাসনা প্রচলিত ছিল; কিন্তু পরে ইহা বিষ্ণু-উপাসনার সহিত মিশিয়া যায়। "সূর্য্য-নারায়ণ" এই নামটি এখনও এ উক্তির সমর্থন করিতেছে। মধ্য-ভারতে খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত সূর্য্যমন্দিরের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। (Report of Arch. Survey, W. India, Vol. IX p. 73-74)। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে বঙ্গদেশে সেনরাজগণের সময়েও রাজপরিবারের মধ্যে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। সেনরাজগণের মধ্যে কেহ-কেহ আপনাকে "পরম সৌর" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। বিহার ও বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অদ্যাপিও বহুসংখ্যক সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহাগারে রক্ষিত একটি সূর্য্য মূর্ত্তির চিত্র কোনারকের সূর্য্যের সহিত তুলনার জন্য গ্রন্থ মধ্যে প্রদত্ত হইল।

(৮১) Major General A. Cunnigham's the Ancient Geography of India p. 232-33

রণীতে উত্তরাপথই যে শাম্ব বিষয়ক বৃত্তান্তের আদিস্থান (locale) এবং কোণার্ক তীর্থের পবিত্রতা বৃদ্ধির জন্য বা জনসাধারণের নিকট উহা সুপ্রতিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে শাম্ব কাহিনী যে উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই (৮২)। Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gesellschaft নামক জর্ম্মাণ প্রাচ্য-বিদ্যা-বিষক পত্রিকায় (p. 733 et seq.) সাম বিষয়ক কাহিনীর ভারতবর্ষীয় সংস্করণ" (Eine indische Version des iranischen Sage von Sam) নামক জর্ম্মণ প্রবন্ধে স্বর্গগত ডাক্তার ব্লক্ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মগাখ্য শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ ইরাণ হইতে এ উপাখ্যান ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। সামের কুষ্ঠ বা চর্ম্মরোগ হইয়াছিল তাহা কবি ফার্দৌসি কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। ডাঃ ব্লকের মতে 'ধবল' ব্যাধি অনেক সময় 'কুষ্ঠ' বলিয়া বিবেচিত হইত। সামের 'জাল' নামে একটি শ্বেতবর্ণ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পাপলেশহীনতাই নাকি তাহার এই শ্বেতবর্ণের কারণ। শিশুর কেশগুলিও শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া বৃদ্ধত্বজ্ঞাপক 'জাল' নাম তাহার প্রতি প্রযুক্ত হয়। সাম নিজ পুত্রকে মরুভূমিতে পরিত্যাগ করেন। সেখান হইতে 'সিমুরী' বা সূর্য্যের পক্ষী তাহাকে নিজ নীড়ে আনয়ন করিয়া লালন পালন করে। এই জালের পুত্রই পারস্য কথা-সাহিত্যে বিখ্যাত, বীরশ্রেষ্ঠ 'রুস্তম্'। ব্লক মহোদয় 'সিমুরী' পক্ষীকে গরুড়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং শব্দগত-সাদৃশ্য দেখাইয়া বলিয়াছেন যে সামের সহিত শাম্ব নামের বিশেষ পার্থক্য নাই। শাকদ্বীপে ব্রাহ্মণগণ যে 'মগ' নামে পরিচিত হইতেন ('যত্র বিপ্রে মগাখ্যা') এ কথা

(৮২) Arch. Survey of India Annual Report, 1902-3, p. 47.

(চিত্র ৩৫
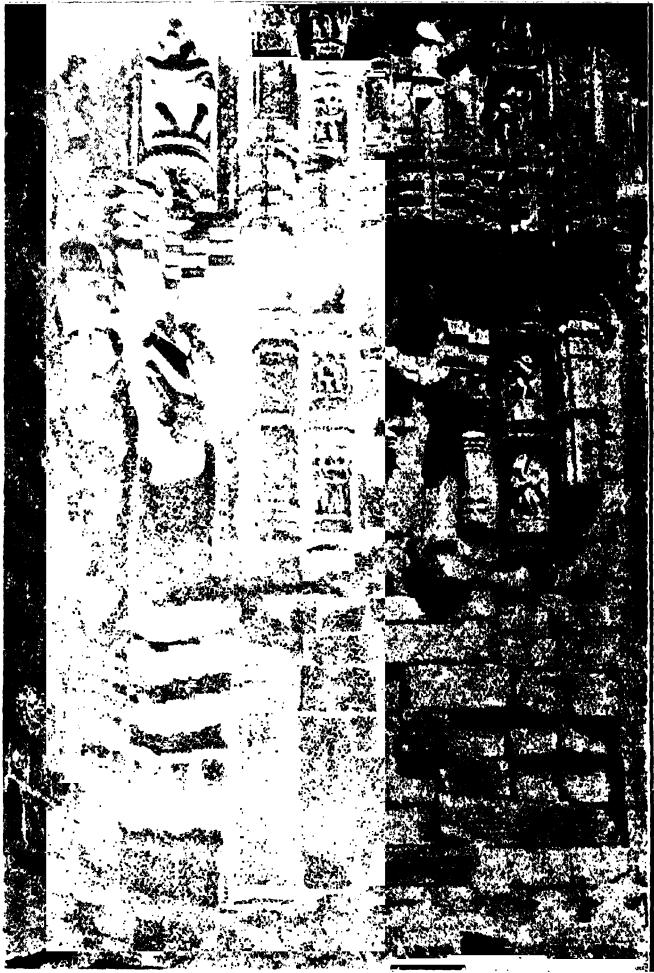
কোনারক মন্দিরের উত্তর পার্শ্বের একটি অংশ।

[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ৫৭

ব্রাহ্মণ গঙ্গাধরের গোবিন্দপুরে (৮৩) প্রাপ্ত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় এবং বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থেও দেখিতে পাই যে বিষ্ণু পূজক পুরোহিতগণ 'ভাগবত' এবং সূর্য্যপূজক পুরোহিতগণ 'মগ' (Magi) নামে পরিচিত হইতেন (৮৪) কিন্তু তাই বলিয়া শাম্বোপাখ্যান যে ইরাণীয় 'সাম' কাহিনীর সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত পূর্ব্বকথিত বহুতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটিতে তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সূর্য্যদেবের নিকট অপরাধ করিলে কুষ্ঠ রোগ হয় প্রাচীন কালের এ বিশ্বাস ইরাণের পথে ভারতে আগমন করা অসম্ভব নহে এবং যিনি ক্রুদ্ধ হইলে এইরূপ চিকিৎসকের অসাধ্য রোগ মনুষ্যদেহে উৎপাদন করিতে পারেন তিনি যে উহা আরোগ্য করিতেও সমর্থ এ সম্বন্ধেও ধর্ম্মবিশ্বাস ক্রমশঃ প্রচলিত হওয়া স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয় বটে, কিন্তু নামের সামান্য মাত্র সাদৃশ্য দৃষ্টে পারস্যদেশীয় মহাকাব্যের জনৈক বীর নায়ককে শাম্বের আদিম সংস্করণ বলিয়া বিবেচনা করা কতদূর ন্যায় সঙ্গত তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। ডাক্তার ব্লক বর্ণিত পারস্য উপাখ্যান মতে মরুভূমিতে পরিত্যক্ত 'জাল'কেই সিমুরী (Simoury) পক্ষী তাহার নীড়ে লইয়া গিয়াছিল, সামের সহিত সিমুরীয় বিশেষ কিছু সম্পর্ক দেখা যায় না। শাম্বপুরাণ মতে জম্বুদ্বীপে তাঁহার যোগ্য পরিচর্য্যা না হওয়ায় স্বয়ং সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শাম্ব গরুড় পৃষ্ঠে শাকদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ কুলের অন্তর্গত সপুত্রদার 'মগ' ব্রাহ্মণ তাঁহার বাহন

---

(৮৩) Ep. Indic. Vol. II. p. 330 et, Sqq. গোবিন্দপুর গয়া জেলার অন্তর্গত। এই লিপিখানি ১০৫৯ শকাব্দের (খৃঃ ১১৩৭-১১৩৮)।

(৮৪) Brihat Samhita, H. Kern, Verspreide Geschriften II. Chap. LX. 19, 53.

গরুড় পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোপণ করিয়া অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। শাম্ব ও ময়ূর কবি, উভয়েই, কল্পিত বা সত্য অপরাধের জন্য অভিশপ্ত হইয়া কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন কিন্তু 'সাম' যে কি জন্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহার তো কোনই উল্লেখ দেখি না। পরন্তু সাম তনয় ধবলবর্ণ 'জাল' যে নিষ্পাপ ছিলেন তাহাই স্পষ্ট বর্ণিত আছে।

বৃহৎ সংহিতায় ভাগবতমতের চতুর্ব্যূহ উপাসনায় (৮৫) অনিরুদ্ধ ব্যূহের উল্লেখ নাই। শাম্ব অনিরুদ্ধের স্থান অধিকার করিয়াছে। এই 'ব্যূহ'-প্রণালী-বদ্ধ উপাসনা বড় অল্পদিনের নহে; খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত চতুর্ব্যূহের উপাসনা যে প্রচলিত ছিল সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় (৮৬)। প্রাচীন কাল হইতে শাম্ব চতুর্ব্যূহ মধ্যে স্থান লাভ করায় ইরাণীয় 'সাম' ও শাম্বের অভিন্নতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। যাউক, আর এ নীরস প্রসঙ্গে কাজ নাই।

কোনারকে কিছুই মিলে না; দোকানপাট নাই, খাদ্য দ্রব্যাদি না লইয়া গেলে, প্রায় উপবাসী থাকিতে হয়। ডাকবাঙ্গলোর দুইটি মাত্র খট্টা;—অধিক লোক একসঙ্গে গেলে মঠ বাবাজীর কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন অন্য গতি নাই। মন্দিরের কারুকার্য্যের খ্যাতি যতই দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইতেছে, শিল্পকলাবিদ্ মনস্বী ব্যক্তিগণ ততই এই প্রাচীন কীর্ত্তির প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। র—ভায়ার নিকটে গিয়া দেখিয়াছিলাম, বাঙ্গলোর বহিতে অনেক

(৮৫) গোবিন্দপুর লিপির দ্বিতীয় শ্লোকেও লিখিত আছে যে, শাম্ব শাকদ্বীপ (Scythian land) হইতে একটি 'মগ' ব্রাহ্মণ পরিবার আনয়ন করিয়াছিলেন।

(৮৬) শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। See also R. Chanda's The Indo-Aryan Races p. 120.

(চিত্র ৩৬)
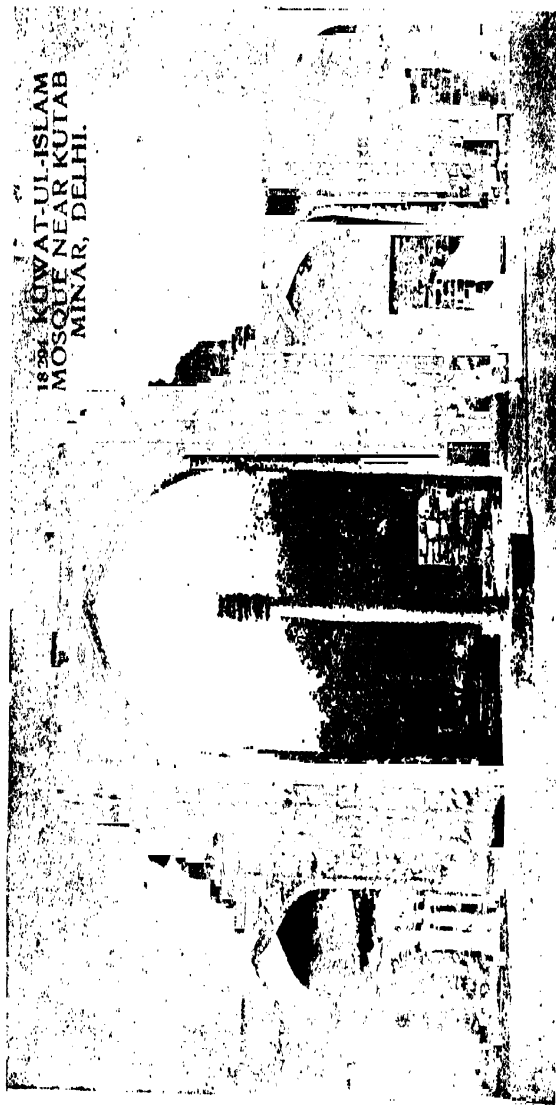
সেহরৌলীর লৌহস্তম্ভ।

[শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৫১

দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের নাম রহিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির সভ্যগণ এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন। মহামতি জজ উড্রফ এবং 'প্রাচ্য আদর্শ-সমুচ্চয়' (Ideals of the East)-গ্রন্থ প্রণেতা জাপানী ওকাকুরাও আসিয়াছিলেন। কয়েকজন শিক্ষিতা মহিলাও আসিয়াছিলেন, শুনিলাম। অপরাপর দর্শকগণের মধ্যে সুবিখ্যাত চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মদীয় অধ্যাপক, বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরও নাম রহিয়াছে দেখিলাম।

পূর্ব্বানুবৃত্তি করিতে গিয়া প্রায় নিয়াখিয়ার খেঁই হারাইয়া ফেলিয়াছি। মহারথিগণের প্রত্যাবর্ত্তনের কথা পুনরায় আরম্ভ করি। স্থানীয় লোকের দেশীয় ভূগোলের জ্ঞান অধিক হওয়াই সম্ভাবনা; কিন্তু বন্ধুর—প্রদত্ত চাপরাসীটির বেলায় তাহার ব্যতিক্রম দেখা গেল। সে অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া 'খোদার' উপর নির্ভর-শীল এই "নিরাখা"দিগকে পুনরায় নিয়াখিয়া তীরেই আনিয়া ফেলিল। তখন অন্ধকার বেশ জমাট বাঁধিয়া আসিয়াছে। বাতাস বেগে বহিতেছিল; গাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া অতি কষ্টে গোটাদুই 'বিড়ি' ও দুইটি লণ্ঠন জ্বালাইয়া লওয়া হইল। শকট-চালকেরা দোকান অভিমুখে প্রস্থান করিল। পথে অকারণ বিলম্ব করিতে উৎকলনিবাসীরা বেশ সুপটু। শুনিলাম, নিয়াখিয়ায় জোয়ার আসিতে আর বিলম্ব নাই; জোয়ার আসিলে আর ৩।৪ ঘণ্টার মত গাড়ী পার করান যাইবে না। অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জনের পর গাড়োয়ানদিগকে ফিরাইয়া আনা হইল। পার হইবার সময় একখানি গাড়ী নদীর মধ্যে আট্‌কাইয়া রহিল। অপর গাড়োয়ানগণ ইতোমধ্যে নদী পার হইয়া নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর

হইতেছিল। তাহারা আর পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া দেখিতেও রাজী নহে। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন, ভারতবাসীগণের বিশেষতঃ বাঙ্গালী ও উড়িয়াদিগের এই সহানুভূতির অভাবই জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়। অবশেষে মন্নু চাপরাসীর গালী খাইয়া কয়েকজন ফিরিয়া গিয়া অতি কষ্টে গাড়ীখানিকে উদ্ধার করিয়া আনিল। তাহার পর গেঁড়ি-গুগ্‌লী অপেক্ষাও সুস্থির গতিতে শকটপঞ্চক বালির উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

রাত্রিটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল, এবং সন্ধ্যাবেলা আহারাদির আর কোনও হাঙ্গাম ছিল না বলিয়া, আমরা অনেকেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রায় আড়াইটা-তিনটার সময় হঠাৎ শিরোদেশ অধঃসংন্যস্ত বোধে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখিলাম, গাড়ী নামাইয়া গাড়োয়ান ডাকাডাকি করিতেছে। তাহার কথার মর্ম্মবোধ মাত্রই নিদ্রা-ঘোর পলকে ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিতেছিল, তাহার একটি গরু "পড়িয়া" গিয়াছে, সে আর যাইতে পারিবে না। আমাদিগকে একক্রোশ দূরে অবস্থিত বালিঘাই বাঙ্গলোয় যাইয়া, গাড়ীর সন্ধান করিতে পরামর্শ দিয়া, সে জানাইল, তাহার বলীবর্দ্দটি সুস্থ হইলে সে নিকটস্থ গ্রামে তাহার কোনও আত্মীয়ের বাটীতে আশ্রয় লইবে। এবার আর গাড়ী বালিঘাইয়ের পথে যাইতেছিল না। পথপ্রদর্শক মহাশয়ের নূতন পথ আবিষ্কার করিবার প্রবৃত্তি তখনও মিটে নাই। আমরা ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নামিয়া পড়িলাম। কোথায় রাত্রিটুকু নির্ব্বিবাদে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া যাইতে পারিব না কোথা হইতে পথিমধ্যে এই বিপদ! মরুভূমে অতর্কিতে ফাঁপরে পড়িয়া মরু-রহস্যে জ্ঞাতাস্বাদ ওমার খৈয়াম কবির একটি চতুষ্পদী কবিতার কথা মনে পড়িল।

(চিত্র ৩৭
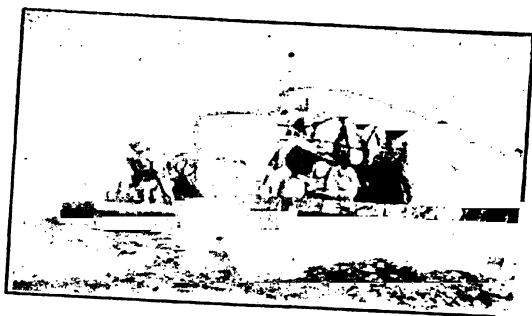
কোনারকের অশ্বদ্বয়।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

পৃঃ ৫৩

(চিত্র ৩৮

কোনারকের অশ্বমূর্ত্তি।

[ভারতী-সম্পাদকের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৫৪

মানবের সুখ আশা এ ছার জগতে
ফলে—কিম্বা শুধু ভস্মে হয় পরিণত।
কোথা মিলাইয়া যায় ক্ষণেক উজলি
ধূলিময় মরুমুখে তুষারের মত॥ (৮৭)

অগ্রগামী গাড়ী-কয়খানির আরোহীরা সকলেই নিদ্রাতুর; ডাকিয়াও বড় সাড়া পাওয়া যায় না। আমি অধ্যাপক ক—এর সহিত বালিঘাই অভিযানেই বদ্ধপরিপকর হইলাম। এমন সময় মুন্সী মহাশয়ের গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। তিনি স্বেচ্ছায় অপকৃষ্ট গাড়ীখানি বাছিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া এযাবৎ পিছনে পড়িয়াছিলেন। সহৃদয় মুন্সীজী আমাদের অবস্থা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া জিনিসপত্রাদি অন্য গাড়ীতে ভাগ করিয়া দিয়া, নিজ শকটে আমাদিগের জন্য স্থান করিয়া দিলেন; নিজের কষ্টের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। সে রাত্রি আর মুন্সীজির বড় ঘুম হয় নাই। তিনি গরু ও গাড়োয়ান তাড়াইয়াই রজনীর বাকি অংশটুকু কাটাইয়া দিলেন। প্রাতঃকালে একটি পুষ্করিণীর সন্নিকটে গাড়ীগুলি আসিয়া লাগিল। দুধের পসরাবাহী একজন গোপ-যুবকের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সংগ্রহ করা হইল। আমরা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া জলযোগে নিযুক্ত হইলাম।

প্রাতরাশ সমাধা হইলে, পুনরায় যাওয়ার উদ্যোগ করিতে করিতেই অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গেল। ভূ-চন্দ্র কোথা হইতে একটি

(৮৭) "The Worldly Hope men set their Hearts upon,
Turns Ashes—or it prospers; and anon,
Like Snow upon the Desert's Dusty face,
Lighting a little hour or two—is gone."
—Rubaiyat, XVI.
(Macmillan, G. T. S. Series.)

"কেতকী প্রনস" (কেয়াগাছের ফল) সংগ্রহ করিয়াছিলেন। "আনারস" মনে করিয়া অনেকেরই লুব্ধ দৃষ্টি উহার প্রতি ধাবিত হইতেছিল। পরে শুনা গেল, পূর্ব্বক্রীত আনারসটি পথে কোথায় গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়াছে। কেতকী-ফলগুলির আনা-রসের সহিত বর্ণ ও আকারগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু উহা মনুষ্যের আহারের যোগ্য নহে, এই যা দুঃখ। উড়িয়ারা এগুলি শুকাইয়া অনেক সময় ঈন্ধন রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

বন্ধুবর র—এর নিকট শুনিয়াছিলাম, "বালুখণ্ডে" মধ্যে-মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকা দেখা যায়। ভূ-চন্দ্র সহজে আশ্চর্য্য হইবার লোক নহেন। তাঁহার মতে, মৃগ যখন আছে, তখন মৃগতৃষ্ণিকাই বা থাকিবে না কেন! আমরা দূরে ধবল সৌধশ্রেণীর ন্যায় কি যেন দেখিতে পাইতেছিলাম। মিত্র মহাশয় বলিলেন, উহাই মরীচিকা। এই উপলক্ষে ভূ-চন্দ্র উষ্ট্রের সহিত অত্রস্থ হরিণগুলির বর্ণগত সাদৃশ্য ও মরু-বিচরণ-প্রিয়তা প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া যে নব-উদ্বর্ত্তন-বাদের উদ্ভাবন করিলেন, তাহাতে স্বয়ং দার্ব্বিন (Darwin) ও গুঁড়া হইয়া যান। হয় ত পুরীর সমুদ্রতীরস্থ সৌধগুলি, প্রতিভঙ্গ (Refraction) অথবা আলোক-রশ্মির দিক্-পরিবর্ত্তন বশতঃ, ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হইয়া, এইরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকিবে; কারণ, মরুভূমে বায়ু-স্তরের ঘনত্ব প্রায়ই সকল স্থলে সমান থাকে না। মধ্যে আর একটি গরুর দুরবস্থা দেখিয়া মুন্সী সাহেব বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি হিন্দু নহেন বটে, কিন্তু উৎকলের এই বৈষ্ণবগণ অপেক্ষা তাঁহার জাবে দয়া অনেক অধিক। তিনি অপর কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে পথিমধ্যে চারি আনা দিয়া একটি বলদ ভাড়া করিয়া লইয়া শ্রমকাতর পশুটির বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে বেলা

(চিত্র ৩৯)

কোনারকের প্রস্তরগঠিত হস্তিদ্বয়।

[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ৫৫

(চিত্র ৪০)

পেট্রোগ্রাড নগরে এণ্টিস্কিন সেতুর উপরিস্থিত ব্যারণক্লট্ নির্ম্মিত অশ্ব।

[ভারতী-সম্পাদকের সৌজন্যে] [পৃঃ ৫৫

প্রায় তিনটার সময় বালুরঘাটে আসিয়া পৌঁছান গেল। হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে broom (spartium scoparium) রোপণ করিয়া সৈকতভূমির যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করা হইয়া থাকে, দেখিলাম, মরুখণ্ডের সীমান্তভাগেও সেইরূপ ফেণীমনসা প্রভৃতির বেড়া দিয়া বালুময় উষরক্ষেত্র মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে। এখানে আবার ঘণ্টাখানেক স্থিতি।

আমরা ক্রমে গুণ্ডিচা-বাড়ীর নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী গুণ্ডিচা-দেবীর নামানুসারেই যে এই মন্দিরটি অভিহিত হইয়াছে এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইন্দ্রদ্যুম্নের নামে মাত্র একটি পুষ্করিণীর নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই পুষ্করিণী ব্যতীত একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে স্থাপিত একটি নৃসিংহ-মূর্ত্তিও রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ভাল করিয়া একবার এ স্থানটি দেখিবার জন্য সদলবলে অবতীর্ণ হওয়া গেল। কেবল মিত্রমহাশয় একাত্ম-গৌরবে পুরী চলিয়া গেলেন। গুণ্ডিচা-বাড়ীতে বড় কিছু দেখিবার নাই। মধ্যের বড় হলটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত, ইহার মধ্যাংশের সম্মুখেই রত্নবেদী। স্থানটি এরূপ অন্ধকার যে বেদীর উপর কোন কারুকার্য্য আছে কি না তাহা কিছুই বুঝা গেল না। বৌদ্ধদিগের গিরিগুহা-মধ্য-বর্ত্তী চৈত্য গৃহাদিতে (apsidal cave chaitya), দুই সারি স্তম্ভের সাহায্যে, মাঝের লম্বা দরদালানটি পার্শ্বের দুই অংশ হইতে পৃথক করা হইত। ঐহোলের দুর্গা মন্দিরেও এই মূল নক্সা অনুকৃত হইয়াছে, কেবল তফাৎ এই যে দেবতার বেদী ধাতুগর্ভ স্তূপের (Dagoba) স্থান অধিকার করিয়াছে। মধ্যের হলটির ছাদ অপেক্ষা-কৃত উচ্চ ও পার্শ্বের দুইটি ছাদ ঢালু ভাবে নির্ম্মিত হইলে গুহাক্ষোদিত

গৃহের সাদৃশ্য সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠে। (৮৮) উড়িষ্যার প্রধান মন্দিরগুলিতে এই প্রাচীন নক্সার নিদর্শন এক গুণ্ডিচা-গৃহেই স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের সহিত স্থপতি-বিদ্যাবিদ্ কেহ না থাকায় এ সকল কথা লইয়া বিশেষ বাদানুবাদ ঘটে নাই।

পথশ্রমে সকলেই বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; সুতরাং স্থির হইল, বাসায় পৌছিয়াই কয় বন্ধুতে মিলিয়া সমুদ্রে স্নান করিতে যাইব। অবগাহনমাত্র সকল ক্লান্তি দূর হইয়া গেল, শরীরে নূতন স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইল। স্নানান্তে বলরামের "আটিকা" প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া আমরা শ্রীমন্দির অভিমুখে গমন করিলাম। আমাদের এ শুধু রথ দেখা নহে—দলপতি ভায়ার পুরাতত্ত্বরূপ কলাবেচারও যথেষ্ট পরিমাণে গরজ রহিয়াছে। র——মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাড়াতাড়ি সূর্য্যবেদীর মাপ ঠিক করিয়া লইলেন।

রাত্রি ৮॥টার সময় ট্রেণ। ঘোর বাক্য-যুদ্ধের পর স্থির হইল, অদ্যই এখান হইতে বিদায় লইতে হইবে। দলপতি মহাশয় যেন একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি—দেহের আয়তনে ও উৎসাহের প্রবল আধিক্যে সৌসাদৃশ্যটি সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। অনুকূল ঠাকুর Quick artist—তড়ি-ঘড়িতে অভ্যস্ত। প্রায় তিন কোয়ার্টারের মধ্যে—মনুষ্য-ভোজন-যোগ্য খিচুড়ী নামাইয়া দিল। ভূ—চন্দ্র এ হাঙ্গামের ভিতর কিছুই খাইতে পারিলেন না; নামমাত্র অন্ন স্পর্শ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আহারান্তে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গোছগাছ করিয়া আমরা সকলেই অশ্বযানে সমাসীন হইলাম।

---

(৮৮) Arch. Surv. Ann. Report, W. circle 1907-8, p. 194.

(চিত্র ৪১)

কোনারকের হস্তিমূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

কোনারকে বৌদ্ধপ্রভাব।

কোনারকে বৌদ্ধ প্রভাবের কথা Antiquities of Orissa গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ই বোধ হয় প্রথম তুলিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ ষ্টার্লিং প্রণীত উড়িষ্যার ইতিহাসে, কোনারক বিষয়ক প্রবন্ধে ইহার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। উড়িষ্যার দেবক্ষেত্রে, ভুবনেশ্বরের অনতিদূরে, ধউলি বা ধবলগিরি পর্ব্বতের গাত্রে অশোক-অনুশাসন ক্ষোদিত রহিয়াছে। প্রাচীন কলিঙ্গমণ্ডলে বৌদ্ধধর্ম্ম-বিস্তৃতির ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইউয়েনচঙ্গ অথবা ওয়াংচোয়াং ভারতের এই অংশে তীর্থ ও দেবালয়াদি দর্শন করিতে আসিয়া Wou-yeou বা রাজা অশোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রায় দ্বাদশটি স্তূপ দেখিতে পান; ইহার সকলগুলিই নাকি তৎকালে অলৌকিক দৈবশক্তির বিকাশ-বাহুল্যে সবিশেষ প্রভাবান্বিত ছিল।

তখন এ প্রদেশে শতসংখ্যক সঙ্ঘারামে প্রায় একহাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। সদ্ধর্ম্মী ও বিধর্ম্মিগণ একত্রেই বসবাস করিতেন। (১) Stanislaus Julien প্রণীত ইউয়েনচঙ্গের

---

(১) "There are a hundred monasteries, and one may count nearly ten thousand monks, all of whom study the great translation (Maha yana). There are fifty temples of the gods. The heretics live pellmell with the orthodox" (Translated from S. Julien's Hiouen Thsang p. 425, quoted in Mitra's Antiquities of Orissa, vol 1, p. 8).

"There may be seen a dozen stupas built by the king Asoka (Wou-yeou) on which are often-times refulgent the most extraordinary prodigies". Ibid, vol. 1. p. 8.

ভ্রমণ বৃত্তান্ত বোধ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই প্রকাশিত হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল তাঁহার গ্রন্থে এ পুস্তকের ব্যবহার যথেষ্টই করিয়াছেন। তার পর ফা-হি-য়ান প্রণীত ফো-কু-কি (Foe-ku-ki) গ্রন্থের মসিয়ে রমুজা, ক্লাপ্রথ্ ও লাণ্ড্রেস্ (Remusat, Klaproth and Landresse) কৃত ফরাসী-অনুবাদের ইংরাজী অনুবাদ কলিকাতায় ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়; সুতরাং ১৮৭৫ ও ১৮৮০ খৃঃ অব্দে Antiquities of Orissa গ্রন্থ দুইখণ্ড প্রকাশিত হইবার সময় দেশীয় ঐতিহাসিকগণ ভালরূপেই এ পুস্তকের যথাযোগ্য আলোচনা করিতেছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থে চৈনিক পরিব্রাজক-বর পাটলিপুত্রে বৌদ্ধগণের রথযাত্রা দেখিয়া ভারতবর্ষে আগমন-কালে খোটানে পরিদৃষ্ট বৌদ্ধ রথোৎসবের সহিত উহার তুলনা করিয়াছেন।(২) বোধ হয়, এই বৃত্তান্ত-পাঠেই তদানীন্তন প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌গণ রথ-যাত্রামাত্রকেইবৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কোনারকে রথযাত্রা প্রচলিত ছিল। লোকের বিশ্বাস ছিল, "অর্ক-ক্ষেত্রে রথযাত্রা দেখিলে সূর্য্যের শরীরী রূপ দর্শন করা ঘটে।" ঋগ্বেদে যে জ্যোতির্ম্ময়, ভীমদর্শন, শত্রুদমনকারী, অসুর বিনাশক, ('রক্ষোহনম্') গবাদির আশ্রয়-বিনাশকারী ('গোত্রভিদম্') স্বর্গগমনক্ষম রথের উল্লেখ আছে (৩), তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ব্যবহৃত হইলেও এই সকল রথ প্রধানতঃ যুদ্ধার্থেই নিয়োজিত হইত। রামায়ণ গ্রন্থে অযোধ্যা-

---

(২) Legge's Fa Hien, pp. 18, 19, 79.

(৩) R. V. 2. 23. 3, quoted in Muir's Orignial Sanskrit Texts Vol. V. p. 276. Vide Simpson Proccedings, of Royal Institute of British Architects, Vol VII (N. S.) p. 237.

নগরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে তত্রস্থ বহুসংখ্যক দেবমন্দির রথশালার সহিত তুলিত হইয়াছে দেখিতে পাই (৪)। দেব বিগ্রহের সহিত রথের কোন সম্পর্ক না থাকিলে এরূপ তুলনার সার্থকতা দেখা যায় না। কৌটিল্যের যুগে 'দেবরথ' 'পুষ্যরথ' প্রভৃতির ব্যবহার অর্থ-শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায় (৫)। পৌরাণিক যুগে পুস্তক প্রতিষ্ঠার ন্যায় সামান্য ব্যাপারেও হস্তলিখিত পুঁথি রথে করিয়া পরিক্রমণ করাইবার ব্যবস্থা ছিল (৬)।

জৈন কবি হেমচন্দ্র স্থরি একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। (৭) তদ্রচিত 'পরিশিষ্ট পর্বন্' গ্রন্থে বর্ণিত জৈন রথযাত্রার কথা, জগন্নাথদেবের প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই 'পুরীর কথা'য় বিবৃত হইয়াছে। রথ যাত্রার উদ্ভব যে করিয়া বা যে ভাবেই হউক না কেন, সূর্য্য দেবের রথের কথা ঋগ্বেদের যুগ হইতেই ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে সুপরিচিত। মৎস্য, বায়ু, ও বিষ্ণু পুরাণে সৌররথের আকৃতি ও আয়তন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এ বর্ণনা, যে রূপক ভাবে জ্যোতিষিক বৃত্তান্ত বিশ্লেষণের চেষ্টা মাত্র বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণের কয়েকটি শ্লোকই তাহার

(৪) 'Comme la remise ou stationnaient ici-bas leurs chars animés'—M. Fauche's translation quoted by Mr. Simpson, loc. cit.

(৫) প্রথমখণ্ড, পুরীর কথা, পৃঃ, ১১২।

(৬) "রথেন হস্তিনা বাপি ভ্রাময়েৎ পুস্তকং নরৈঃ" অগ্নি, ৬০ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক।

(৭) Hem Chandra Suri, 1089-1170, Bombay Gazetteer, p. 156.

প্রকৃষ্ট প্রমাণ (৮)। ঋতু পরিবর্ত্তন, সংবৎসরাভিক্রমণ, ও অয়নের গতি প্রভৃতি, এই রথের পরিকল্পনার গূঢ় ভাব প্রকাশ করিতেছে। পৌরাণিক বৃত্তান্ত মতে সূর্য্যের রথের 'যুগার্দ্ধ ও হ্রস্ব অক্ষি' ('the axle with the short yoke') ধ্রুবতারা রূপ আধারে সংস্থাপিত হইলেও এবং রথ যথাক্রমে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী, এই সপ্তচ্ছন্দঃ রূপ সপ্তাশ্বের দ্বারা বাহিত হইলেও, সাধারণ লোক রূপক বর্ণনার জ্ঞানোন্মেষিনী ব্যাখ্যা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার নহে, তাই কালবশে কোনারকের বিগ্রহরূপ সূর্য্যদেব

---

(৮) "অথেমানি তু সূর্যস্য প্রত্যঙ্গানি রথস্য তু।
সংবৎসরস্যাবয়বৈঃ কল্পিতানি যথাক্রমম্ ॥
অহস্তনাভিঃ সূর্যস্য একচক্রঃ স বৈ স্মৃতঃ।
আরাঃ পঞ্চর্ত্তবস্তস্য নেমিঃ ষড়ৃতবঃ স্মৃতাঃ ॥"

(Vayu, quoted by Wilson, Vishnu Purana, S. B. E. Series, p. 234. Vol, II).

"ত্রিনাভিমতি পঞ্চারে ষণ্নেমিন্যক্ষয়াত্মকে।
সংবৎসরময়ে কৃৎস্নং কালচক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি দ্বিতীয়োঽক্ষো বিবস্বতঃ।
পঞ্চান্যানি তু সার্ধানি স্যন্দনস্য মহামতে ॥"

(Vishnu, Modavritta Press Edition, Bombay, 2nd Book Chap VII, pp. 34-35.)

Wilson says in explanation "The three naves are the three divisions of the day, morning, noon and night; the five spokes are the five cyclic years; and the six peripheries are the six seasons.......The Vayu, Matsya and Bhabishya Puranas enter into much more detail. According to them, the parts of the wheel are the same as above described; the body of the car is the year; its upper and lower halves the two solstices...minutes are its attendants; and hours, its harness. loc. cit. p. 238. Vol II.

'কোনাদিত্য'কে যে সত্য সত্যই রথে আরোহণ করাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। বৌদ্ধদিগের রথযাত্রা, প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্ব্বে রাজকুমার গৌতম যে রথারোহণে উদ্যান পরিক্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহার স্মরণার্থই অনুষ্ঠিত হউক, অথবা বর্ষাবাস (Wasso) উপলক্ষে রথারোহণে প্রত্যাগমন প্রথা হইতেই আরব্ধ হউক, কোনারকের রথযাত্রা যে তাহার সহিত সম্পর্কশূন্য ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। রথযাত্রার উদ্ভব যে করিয়া বা যে ভাবেই হউক না কেন, খৃঃ ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে হিন্দুর বিস্তর আচার-অনুষ্ঠানে রথযাত্রার প্রচলন দেখিতে পাই। বৈদিক-কল্পনা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উড়িষ্যার প্রাচীনতম শিল্পিগণ যে সূর্য্যদেবকে রথের উপরই উপবেশন করাইয়াছিলেন অনন্ত গুম্ফার ক্ষোদিত চিত্র তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রথযাত্রা এখন জনশ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও ধবলগিরি হইতে বড় জোর দুই তিন দিনের পথ, সমুদ্রতীরবর্ত্তী সূর্য্যমন্দিরেও যে বৌদ্ধ প্রভাব আরোপিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? পূর্ব্ব হইতে কোন বিশেষ ধারণার বশবর্ত্তী থাকিলে একদেশদর্শিতা সহজেই আসিয়া পড়ে; তখন যাহা কিছু নিজমতবাদ সমর্থন করে কেবল সেইটুকুকেই মূল্যবান মনে করিয়া হয় বাকি অংশটুকু বর্জ্জন করিতে হয়, নতুবা স্বেচ্ছামত ঘুরাইয়া সোজা কথার বিকৃতার্থ-গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না। ধৌলীর সান্নিধ্য-বশতঃ একসময়ে খণ্ডগিরির গুহাগুলিও বৌদ্ধকীর্ত্তিরূপে প্রচারিত হইত; পরে আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২য় অথবা ১ম শতাব্দীর হস্তিগুম্ফাস্থ নৃপতি খার-বেলের ক্ষোদিত লিপি (৯) এবং মঞ্চপুরী, ও ললাটেন্দু কেশরী গুম্ফায়

(৯) Actes du Sixieme Congr. Orient. Vol. III. P. 174-77.

খোদিত খারবেলের অগ্রমহিষী বা প্রধানা মহিষীর এবং রাজা উদ্দ্যোত কেশরী দেবের লিপিত্রয়ের পাঠোদ্ধার-ফলে (১০) এক্ষণে প্রাচীন-কীর্ত্তি-বহুল খণ্ডগিরিতে জৈন-প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছে। নবমুনিগুম্ফা মধ্যেও জনৈক জৈন শ্রমণ শুভচন্দ্রের নামোল্লেখ রহিয়াছে। রাজা অশোকের অভ্যুদয় খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে। তাহার এক শতাব্দী পরে খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই এগারবারো শত বৎসর ধরিয়া ধৌলীর অদূরবর্ত্তী কুমার ও কুমারী পর্ব্বতে (১১) জৈন ধর্ম্মাবলম্বিগণ তাঁহাদের স্থাপত্য-কলা ও ভাস্কর্য্যের স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল হইতে দুই-এক শতাব্দীর মধ্যেই যদি এরূপ একটি ভিন্ন ধর্ম্ম নিজ অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৌদ্ধপ্রভাব প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিন্দু নৃপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কোনারক মন্দিরেই যে সর্ব্বপ্রকারে বৌদ্ধপ্রভাব বর্ত্তমান থাকিবে ইহা কখনও জোর করিয়া বলা যাইতে পারে না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, ফার্গুসনের গ্রন্থোক্ত, বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু-প্রণালী প্রভৃতি স্থাপত্য শিল্পের কল্পিত শ্রেণী-বিভাগ আর মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। বৌদ্ধ স্তূপের ন্যায় জৈন স্তূপও দেখা যায় এবং জৈনগণের ভুগ্নতা-বিশিষ্ট (curvilinear) মন্দিরাদির ন্যায় হিন্দু মন্দিরাদিরও অভাব নাই। তাই শিল্পকলা বিষয়ক আধুনিক গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই, "Works of art and architecture should be classified with regard to their age and geographical

(১০) Ep. Indic. Vol. XIII. p. 160-166.

(১১) কুমার ও কুমারীপর্ব্বত খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির প্রাচীন নাম। দশম বা একাদশ শতাব্দীতে এই নাম দুইটি প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

(চিত্র ৪২

কোনারকের অন্যতম সূর্য্যমূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৭৯

position and not according to the creed" অর্থাৎ শিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শনাদির শ্রেণী-বিভাগ করিতে হইলে ধর্ম্মমতাদির উপর নির্ভর না করিয়া যুগ, কাল ও ভৌগোলিক অবস্থানের কথাই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমে কোনারকের নাম হইতেই আরম্ভ করা যাউক। রাজা দ্বিতীয় নৃসিংহদেব প্রভৃতি গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণের তাম্রশাসনে "কোণা কোণ" এই নামটি পাওয়া যায় (১২); ইহা হইতে কোণার্ক শব্দ সাধারণতঃ 'কোণা'র অর্ক (সূর্য্য) এই অর্থেই গৃহীত হইয়া থাকে (১৩)। কিন্তু বৌদ্ধ-প্রভাব-বাদীরা বলিতে চান যে বুদ্ধদেবের অপর একটি নাম কোনাগমন বা কোনাকমন; এবং ইহারই অপভ্রংশে 'কোণা কোণা' শব্দের উদ্ভব হইয়াছে (১৪)। 'কমন' বা 'গমন' শব্দ একবারে হ্রস্ব হইয়া 'কোণায়' পরিণত হওয়া কতদূর সহজ, তাহা ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরাই বলিতে পারেন; তবে একেবারে পূরামাত্রায় "বৌদ্ধ" মতবাদ প্রতিপন্ন করার জন্য অমরকোষ অভিধানে (১, ১, ১৫) উল্লিখিত বুদ্ধদেবের নামান্তর অর্কবন্ধু শব্দের "বন্ধু" ফেলিয়া "অর্ক" টুকু কোণাগমনের 'কোণা'র সহিত জুড়িতে গেলে বড়ই অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়।

ইঁহারা কিন্তু বলিতে চান, যখন বুদ্ধের দুইটি বিভিন্ন নাম কাটিয়া তাহার দুইটিরই পূর্ব্বার্দ্ধ "জোড়া" দিয়া 'কোণার্ক' শব্দ পাওয়া যায়, তখন কোনারক যে প্রাচীন বৌদ্ধ পীঠস্থান, তাহা প্রমাণের

(১২) J. A. S. B. 1896. p. 251.

(১৩) Vincent Smith's History of Fine Art in India and Ceylon. p. 28. Footnote.

(১৪) Bishanswarup's Kanarak p. 85.

আর বাকী রহিল কি? ইহার উপর দ্বিতীয় প্রমাণ—"রথ"। কোনারকে রথযাত্রা ত হইতই, তাহার উপর আবার মন্দিরটিও চক্রসংযুক্ত রথাকৃতি (১৫)। চক্র সংযুক্ত রথাকৃতি মন্দির বৌদ্ধ প্রভাবশূন্য তীর্থেও বিদ্যমান রহিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে ত্যাগরাজ স্বামীর মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত রথ দেখিতে পাওয়া যায় (১৬) এবং হাম্পীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বিজয়নগরের কৃষ্ণদেবের মন্দিরের নিকটস্থিত চক্রসংযুক্ত পাষাণ রথের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। দক্ষিণ আরকটে চিদম্বরম মন্দিরের নৃত্য সভাও রথের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহারও দুই পার্শ্বে চক্র ও অশ্বাদি ক্ষোদিত রহিয়াছে। ফার্গুসন, পাহাড় কাটিয়া, চক্র সংযুক্ত রথের-মত করিয়া তৈয়ারী, মাদ্রাজ প্রদেশের বিঠোবা দেবের মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন (১৭)। যদি বলিতে চান "সূর্য্যদেব ত সপ্তাশ্ব-সংযুক্ত রথেই বাহিত হন" অতএব (১৮) তাহাতেই বা আর আসিল গেল কি? ইঁহারা তর্কে পরাভূত না হইয়া বলিবেন, সপ্তাশ্ব যে পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত হয় নাই, প্রাচীনকালে যে চারিটি মাত্র অশ্বই বিদ্যমান ছিল না, এ কথাই বা কে বলিল? পরবর্ত্তী কালে এই সকল প্রস্তরময় অশ্ব প্রভৃতির সংখ্যা-পরিবর্ত্তন-বিষয়ক কোনরূপ সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া উল্টা পদ্ধতিতে প্রমাণের

---

(১৫) হেভেলের মতে, বংশ নির্ম্মিত চূড়াকৃতি-আবরণ-বিশিষ্ট রাজকীয় রথের আদর্শ হইতেই যে মন্দিরের "শিখর" উদ্ভূত হইয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কোনারকে জগমোহন-সংযুক্ত সমগ্র বিমানটি রথরূপে পরিকল্পিত।

(১৬) Indian Architecture, edited by M. A. Ananthalwar & A. Rea, Vol. II. Book II, p. 118.

(১৭) Fergusson's Indian and Eastern Architecture Ed. 1876, p. 375, referred to by Simpson, loc. cit. p. 237.

(১৮) "সসপ্তাশ্বে সৈকচক্রে রথে সূর্য্যো দ্বিপদ্মধৃক্" অগ্নিপুরাণ, ৫১—১।

(চিত্র ৪৩)
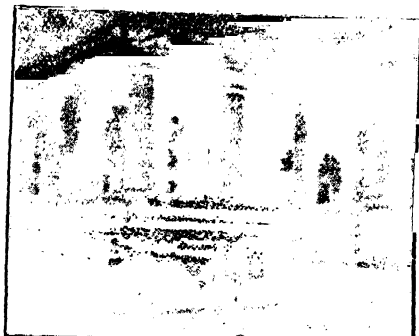
চিদম্বরম মন্দিরের নৃত্য সভা।

(ভিত্তিগাত্রে ক্ষোদিত চক্র)

[শ্রীযুক্ত এম্ অনন্থালবার এবং এ, রিয়া প্রণীত ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ হইতে—প্রকাশকের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৮০

(চিত্র ৪৪)

তিরুবরুরের রথাকৃতি মন্দির।

[শ্রীযুক্ত এম্ অনন্থালবার এবং এ, রিয়া প্রণীত ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ হইতে—প্রকাশকের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৮০

ভার প্রতিপক্ষের উপর চাপাইয়া দিলে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই নিরস্ত হইতে হয়!

কিন্তু আজিকার কালে সকলেই বাস্তব বৃত্তান্ত (facts) লইয়া ব্যস্ত, তাই ঐতিহাসিক বিতণ্ডায় শুধু কল্পনা-সাহায্যে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। লোকে স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, "আচ্ছা মহাশয়, বৌদ্ধ তীর্থই যদি হইল, তাহা হইলে ভাস্কর্য্য নিদর্শনে তাহার প্রমাণ কোথায়?"

বৌদ্ধপ্রভাব পোষকতা-কারিগণের অগ্রণী শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় ইহার চারি-পাঁচটি উদাহরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম প্রমাণ এই যে, মন্দিরের সর্ব্বত্র অসংখ্য হস্তীমূর্ত্তি দেখা যায়; এমন কি গর্ভ-গৃহের রত্নবেদীটিও হস্তী-চিত্র হইতে নিম্মুক্ত নহে। সুতরাং ইঁহাদের মতে (১৯), প্রাচীন-বৌদ্ধস্থাপত্য-নিদর্শনে দৃষ্ট এ-জাতীয় জান্তব চিত্র যে বৌদ্ধ প্রাধান্যেরই পরিচয় দিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হৈশলেশ্বর মন্দিরেও গজ-আলম্বন প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে কারণে কেহই এ দেউলটিকে প্রাচীন "বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত উপাসনার স্থান" বলিয়া প্রচার করেন নাই। অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত খাজুরাহের মন্দিরেও হস্তীমূর্ত্তি বিরল নহে। মামল্লপুরম্ অথবা মহাবল্লীপুরম্ স্থিত মন্দিরেও বিশালকায় হস্তী ও সিংহমূর্ত্তি দৃষ্ট

---

(১৯) গয়ার বরাবর পাহাড়ে লোমশ ঋষির গুহার প্রবেশ-দ্বারের facade বা সম্মুখভাগে গজ আলম্বন দেখিতে পাওয়া যায়। (History of Fine Art in India and Ceylon p. 20)। কঠিন quartzose gneiss প্রস্তরে পালিস করা গুহার দেওয়ালগুলি নির্ম্মাতৃগণের বিশেষ কৌশলের পরিচায়ক। এই গুহা-শ্রেণী সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে "অজীবিক" সন্ন্যাসীদের জন্য নির্ম্মিত হয়। (V. A. Smith's History p. 145).

হয়। বুদ্ধদেব নাকি পূর্ব্বজন্মে হস্তিপকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার মাতাও স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যেন এক শ্বেত হস্তী তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিয়া গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। সুতরাং আর যায় কোথা? বেদীনিহিত একটি বালক ও একটি হস্তীর চিত্র অসঙ্কোচে জাতক-কাহিনী-সংক্রান্ত চিত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জাতক-কাহিনীর চিত্রাবলীর মধ্যে যে কোনও প্রকার পারম্পর্য্য রক্ষিত হইবে ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়, এবং যব দ্বীপের বরবুদুর প্রভৃতি স্থানের চিত্রগুলিও এই মতেরই সমর্থন করিতেছে। বেদীর একটি চিত্রকে শাম্ব ও সূর্য্যের মিলন বলিয়া ধরিয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী অপর একটি ফলকের চিত্রটিকে জাতক কাহিনী-সংক্রান্ত বলিয়া প্রকাশ করিলে চিত্র-পরিচয় সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহ জন্মে। মন্দিরস্থিত সুবৃহৎ গজসিংহ মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সেগুলি নাকি বৌদ্ধধর্ম্ম-বিরোধী কেশরী-রাজগণের প্রাধান্য জ্ঞাপন করিতেছে। হৈশলেশ্বর (২০) মন্দিরের গাত্রে শার্দ্দূল আলম্বনে বহুবিধ শার্দ্দূলের চিত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ হৈশল-বল্লালগণের লাঞ্ছন-স্বরূপ শার্দ্দূলচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে এরূপ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইতেন। কোনারকে যেরূপ হস্তী-শ্রেণীর ন্যায় নরশ্রেণী বা সাদীসৈন্যশ্রেণী দেখা যায়, হৈশলেশ্বর মন্দিরেও সেইরূপ অশ্বশ্রেণী ও নরশ্রেণী বিদ্যমান, তাই ভিন্সেণ্টস্মিথ মহোদয় শার্দ্দূলগুলিকে লাঞ্ছন (emblem) বলিয়া স্বীকার না করিয়া "canonical scheme of decoration" বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। এলোরা গুহায় আদিনাথ সভার বহির্ভাগে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরী বা বিশ্রাম স্থান আছে তাহার গাত্রেও হস্তী, সিংহ ও অন্যান্য জন্তু

(চিত্র ৪৫)

হৈশলেশ্বর মন্দির।

[পৃঃ ৮২

প্রভৃতির অসংখ্য চিত্র দেখা যায় (২১)। ডাঃ ফ্লিট্-প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ আনুমানিক খৃঃ একাদশ শতাব্দীর যযাতি-কেশরী অথবা মহাশিবগুপ্ত এবং জন্মেজয় অথবা মহাভবগুপ্ত এই দুইজন ব্যতীত মাদলাপঞ্জীর বংশাবলী-বর্ণিত অপর কেশরী-রাজগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান। (২২) সুতরাং সোমবংশীয় নৃপতিগণের লাঞ্ছনরূপে না হউক (২৩) অতি পুরাকাল হইতে প্রচলিত স্থাপত্য-বিষয়ক অলঙ্কার-রীতির অনুযায়ী বলিয়া হংস আলম্বনের ন্যায় (goose frieze) গজসিংহ মূর্ত্তিগুলিও উড়িষ্যার মন্দিরাদিতে স্থান পাইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় যে সুন্দর তথ্য-পূর্ণ প্রবন্ধ ১৯১৯ খৃঃ অব্দের মর্ডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। বড় ঝাঁজি নামক যে জলজ উদ্ভিদের চিত্র কোনারক মন্দিরের উদ্গত স্তম্ভাদির (pilasters) গাত্রে পদ্মপত্রাদি অলঙ্কারের ন্যায় উৎকীর্ণ দেখা যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধগয়ার স্থাপত্যেও সেইরূপ নক্সা লক্ষ্য

---

(২০) হৈশলেশ্বরের মন্দির হলেবিদ বা প্রাচীন দ্বারসমুদ্রে অবস্থিত। সম্ভবতঃ ১২০০ খৃঃ অব্দে ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় কিন্তু কার্ণিশ পর্য্যন্ত উঠিয়া মন্দিরটি আর সমাপ্ত হয় নাই।

(২১) Langle's Les Monuments de L'Hindoustan, Tome II. p. 75.

(২২) Ep. Indic. Vol. III. p. 324, 336 et. sqq.

(২৩) মহাশিবগুপ্ত বা যযাতির ময়ূরমুরা তাম্রশাসনে যে seal অথবা মুদ্রা দেখা যায়, তাহাতে গজলক্ষ্মী বা কমলাত্মিকা-মূর্ত্তিঅঙ্কিত, শার্দ্দূলের চিহ্নমাত্র নাই (J. B. O. R. S. March 1916)। জন্মেজয়ের তাম্রশাসনে অঙ্কিত মুদ্রায় "a man in a squatting posture" বা উপবিষ্ট মনুষ্য মূর্ত্তিমাত্র দেখা গিয়াছে। (Mr. B. C. Mozumdar's article in Ep. Indic. Vol XI p. 93 et. seq.).

করিয়াছেন (২৪); কিন্তু ইহাতে এইটুকুমাত্র বুঝায় যে, মকর-চিহ্ন প্রভৃতির ন্যায় এই জাতীয় স্থাপত্য-অলঙ্কারাদিও বৌদ্ধযুগ হইতে চলিয়া আসিয়া ক্রমে উত্তর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দেশের হিন্দু-মন্দিরাদিতেও স্থান পাইয়াছে। অশোকস্তম্ভে হংস-আলম্বন বা হস্তীর চিত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া সকল স্থলেই যে তাহা বৌদ্ধভাব জ্ঞাপন করিবে, তাহারই বা প্রমাণ কি? কেহ কেহ মন্দির-গাত্রস্থ একক বা আলিঙ্গনবদ্ধ, লতামণ্ডন (scroll work) রূপে অঙ্কিত, লীলায়িতপুচ্ছ নাগ-নাগিনীর মূর্ত্তিগুলিও বৌদ্ধপ্রভাবের চিহ্ন বলিয়া মনে করেন। কশ্যপ-সন্তান সহস্র-সংখ্যক নাগগণের জন্মবৃত্তান্ত মহাভারতের আদিপর্ব্বে বর্ণিত আছে। (২৫) যক্ষ রাক্ষসের ন্যায় তাহারাও প্রায় demi-gods শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মনসাপূজা-কালে অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ প্রভৃতি অষ্ট নাগের নামও যথাক্রমে আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। নাগগণ হিন্দুধর্ম্ম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মে গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে নাগদিগের উল্লেখ আছে বলিয়া, এবং সাঞ্চী ভারহুত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ স্থাপত্যে নাগমূর্ত্তি দেখা যায় বলিয়া, যে হিন্দু মন্দিরের নাগমূর্ত্তি গুলিও বৌদ্ধধর্ম্ম-পরিচায়ক বলিয়া ঘোষিত হইতে থাকিবে, ইহাও খুব ন্যায় সঙ্গত মনে হয় না। অবশ্য প্রাচীন রীতির বৌদ্ধ নাগমূর্ত্তিগুলির সহিত মধ্যযুগের (later Brahminical period) হিন্দু নাগমূর্ত্তির যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। (২৬) কিন্তু তাই বলিয়া নাগমূর্ত্তি দেখিলেই বৌদ্ধকীর্ত্তি বলিয়া

---

(২৪) Orissa and her remains, p. 100.

(২৫) M. Ganguly, op. cit. p. 177-178.

(২৬) M. Ganguly, op. cit. p. 178.

মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে। আমাদের বঙ্গদেশে একশ্রেণীর প্রচীন মন্দিরের গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের প্রতিকৃতি দেখা গিয়া থাকে। (২৭) বৌদ্ধ স্তূপের গাত্রেও এরূপ চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশীয় এ শ্রেণীর কোন শিব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে এরূপ চিত্র দেখিয়া দেবালয়টি শিবপূজার্থে ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে বৌদ্ধস্তূপ রূপে বিদ্যমান ছিল, এরূপ ধারণা করিলে যে ভ্রমে পতিত হইতে হয়, জাতক-কাহিনীতে উল্লেখহেতু কোনারকে নাগ বা হস্তীচিত্র দেখিয়া বৌদ্ধপ্রভাব-বাদীরাও সেইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অপর দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে কেঙ্গুর গ্রন্থের অন্তর্গত 'চন্দ সুত্তে'র বর্ণনা মতে চন্দ্র তাঁহার আশ্রয়-প্রার্থী হওয়ায় বুদ্ধদেব রাহুকে আদেশ করিয়াছিলেন যে সে যেন চন্দ্রমাকে আক্রমণ করিতে বিরত হয় এবং ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতি কোনও অত্যাচার না করে। (২৮) পূর্ব্বোক্ত প্রকার তর্কের উপর নির্ভর করিতে গেলে বলিতে হয়, শেষাংশে বিকট-দংষ্ট্রা-বিশিষ্ট রাহুমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে বলিয়া কোনার্কের সমগ্র নবগ্রহ প্রস্তর খানিও বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন। ক্ষোদিত চিত্রের নিম্নদেশে প্রাচীন শিল্পিগণ চিত্রের বিষয় বা নিজেদের নামধাম কিছুই লিখিয়া রাখিতেন না, তাই অনেক সময়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষেও বুঝিবার ভুল ঘটিয়া থাকে। আধুনিক কালে তাই দেখিতে

---

(২৭) J. A. S. B. (N. S) 1909 vol. V. p. 142.

(২৮) La legende de Rahu chez les Bouddhistes, par L. Feer pp. 14-17.

বৌদ্ধ প্রবাদ মতে রাহু শুধু চন্দ্র সূর্য্যের প্রতিই আক্রোশ প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত নহে, পরন্তু পোত ধ্বংস করিয়া সমুদ্র পথে নাবিকদিগকে বিপন্ন করিয়া থাকে।—A. Foucher, L 'Iconogrophie' Bouddhique, p. 82.

পাই যে, যে চিত্র বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম-শিক্ষা-দান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ডাঃ কুমারস্বামীর ন্যায় বৌদ্ধ ও হিন্দু এই উভয় শ্রেণীর মূর্ত্তিতত্ত্বে অভিজ্ঞ পণ্ডিত এখন তাহাই বৈষ্ণবগুরুর চিত্র বলিয়া মতপ্রকাশ করিতেছেন (২৯)। চিত্রটির যে প্রতিলিপিখানি প্রকাশিত হইল তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, ইহাতে এমন কিছুই নাই যাহা কেবল বৌদ্ধ চিত্রেরই নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পারে।

অপর একটি চিত্র লইয়াও এইরূপ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এটি স্থানীয় পাণ্ডাগণ পরশুরামের শরক্ষেপণ বলিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে পণ্ডিত বিষণস্বরূপ বলেন, ইহা শরভঙ্গ নামক জাতক কাহিনীর চিত্র। বুদ্ধদেব শর-সন্ধান ও লক্ষ্যভেদ-প্রতিযোগিতায় বিনা শিক্ষায় অপর ধনুর্দ্ধরদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন; তাহাই নাকি এ চিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। পরশুরাম যে শরনিক্ষেপ করিয়া সমুদ্র-গর্ভ হইতে ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন, সে কথা হিন্দু শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছে, সুতরাং যে মন্দিরের গাত্রে সীতার বিবাহ, মহিষাসুর বধ প্রভৃতি পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত ছিল, যেখানে বিষ্ণু, বালগোপাল, বৃহস্পতি ও গঙ্গা প্রভৃতি হিন্দুদেব-দেবীগণের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেই মন্দিরে যে বৌদ্ধ জাতক কাহিনীর চিত্রাবলী অসংলগ্ন, পারম্পর্য্যবিহীনভাবে মধ্যে মধ্যে স্থান পাইবে, ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এটি পরশুরামের চিত্র বলিয়া স্বীকার করায় আপত্তি থাকিলে শরক্ষেপণ-পারদর্শিতার secular চিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেই বা বাধা কি? কোণার্ক মন্দিরগাত্রে সেরূপ secular শিকার-চিত্রেরও তো অভাব নাই।

---

(২৯) Vishwakarma, part VII, plate, 72.

(চিত্র ৪৬)

বৈষ্ণব গুরু,

কোনারক।

[ভারতী সম্পাদকের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৮৬

আর একটি 'দণ্ডায়মান' মূর্ত্তির শিরোদেশে বিততফণ সর্পমূর্ত্তি দেখিয়া সেটিকে সমুচলিন্দ বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়াই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র স্ত্রীমূর্ত্তি দুইটিকে শ্রেষ্ঠী-পত্নী সুজাতা ও তাঁহার দাসী পুন্না বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ১৯১৪ খৃঃ অব্দে কলিকাতা যাদু ঘরের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সর্পরাজ মুচলিন্দের সহিত একত্র-অবস্থিত যে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল (৩০), তাহার সহিত এ-মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই। শুধু সর্প-চিহ্ন দেখিয়া বৌদ্ধ বা জৈনমূর্ত্তি বলিয়া স্থির করা সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ নহে। এ চিত্রটি স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও মহাশয়ের হিন্দু মূর্ত্তিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে বর্ণিত মধ্যম ভোগস্থানক শ্রেণীর লক্ষ্মী ও পৃথ্বী দেবীর সহিত একত্র দণ্ডায়মান বিষ্ণু মূর্ত্তি হওয়াও অসম্ভব নহে। কোণার্ক মন্দিরের পীঠভাগে (plinth) গাছের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে এবং ক্লোরাইট পাথরের সুন্দর চৌকাঠটির একাংশে মহালক্ষ্মী বা শ্রীদেবীর মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছে। গাছের ছবি থাকিলেই যে তাহা বোধিদ্রুমের চিত্র হইতে হইবে এরূপ নহে। খণ্ডগিরির জৈন ভাস্কর্য্যেও রেলিং দিয়া ঘেরা বৃক্ষাদির চিত্র দেখা যায়। মহালক্ষ্মী, শ্রী বা গজলক্ষ্মী (৩১) প্রভৃতি মূর্ত্তি বৌদ্ধ জৈন ও হিন্দুদিগের সাধারণ সম্পত্তি ছিল বলিয়া মনে হয়। সাঞ্চীস্তূপের মত খণ্ডগিরিতেও শ্রীমূর্ত্তি দেখা গিয়া থাকে, আবার পুরুষোত্তমে জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত লক্ষ্মী মন্দিরেও শ্রীমূর্ত্তি রহিয়াছে। ১৯০৪ সালের

---

(৩০) Centenary of the Indian Museum, Catalogue—p. 25, No. 6290.

(৩১) Late Rai Bahadur M. Chakravarty's Note on Dhaoli, Udaygiri and Khandgiri caves.

সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় উড়িষ্যার অপর অংশে অবস্থিত নরসিংহ-নাথ নামক মন্দিরের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য প্রণালী বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কোনারক মন্দিরের জগমোহনের সহিত নবম শতাব্দী বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে নির্ম্মিত এ মন্দিরটির জগমোহনেরও যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে (৩২)। ইহারও চৌকাঠ কাল পাথরের, সুন্দররূপে ক্ষোদাই করা এবং সরদালের (lintel) গাত্রে চামর-ধারিণী পরিচারিকাসহ পদ্মাসনা লক্ষ্মী-মূর্ত্তি অঙ্কিত। দুইপার্শ্বে দুইটি গজ শুণ্ডের দ্বারা দেবীর মস্তকোপরি দুইটি কলস ধারণ করিয়া আছে (৩৩)। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর, ফার্গুসন (Fergusson) ও বার্জেস (Burgess) প্রণীত ভারতের গুহাক্ষোদিত মন্দির সমূহ (Cave temples of India) নামক গ্রন্থের ৭১ পৃঃ ১নং প্লেট (ছবি) উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, কটকের প্রাচীন গুহায় ও দক্ষিণ উড়িষ্যার মন্দিরসমূহের দ্বারদেশে "গজলক্ষ্মী"-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় অতএব উহা যে এ মন্দিরেও স্থান পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? স্বস্তিক প্রভৃতি চিহ্নের ন্যায় শ্রীমূর্ত্তিও শুভসূচক বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই জন্যই মন্দিরাদির ভিত্তিগাত্রে বা দ্বারদেশে তাহা ক্ষোদিত করার প্রথা ছিল। এ শ্রেণীর সর্ব্ব-জন-গৃহীত-রীতি (Conventional design) কোন সম্প্রদায়েরই নিজস্ব ছিল বলিয়া মনে হয় না। যে শৃঙ্গার-ভাস্কর্য্য অনেকে উড়িষ্যার মন্দির গুলির বিশেষত্ব বলিয়া মনে করেন, কোনারকেও তাহার অভাব

---

(৩২) Arch. Survey (D. G's.) Ann. Rep. p. 125.

(৩৩) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে গজলক্ষ্মী নামে পরিচিত মূর্ত্তিগুলি দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত "কমলাত্মিকা" মূর্ত্তি এবং ডাঃ ফুসের মতে মায়াদেবীর মূর্ত্তি।

নাই। কেহ কেহ বলেন, এই বিকৃত রুচিপরিচায়ক মিথুনমূর্ত্তিগুলি বামমার্গাবলম্বী তান্ত্রিক মতের প্রবল প্রভাবের পরিচায়ক। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধগণ যাহাতে মন্দির-সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে না চাহেন, সেই জন্যই এই সকল অশ্লীল চিত্র-গুলি দেউল-বক্ষে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাব-বাদীরা বলিয়া থাকেন যে এই সকল বিভিন্ন ভঙ্গীর যুগলমূর্ত্তি বুদ্ধ ও প্রজ্ঞার মিলনের চিত্র। হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বজ্রপাতনিবারণার্থ মন্দিরগাত্রে মিথুন-মূর্ত্তি সন্নিবিষ্ট করিবে (৩৪)। উৎকলখণ্ডের বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ অগ্নিপুরাণেও সৌধাদির শাখাশেষে মিথুনমূর্ত্তি-সন্নিবেশ করিবার উপদেশ আছে (৩৫)। শ্রীযুক্ত ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ মহোদয় তাঁহার সিংহল ও ভারতীয় ললিত-কলা বিষয়ক গ্রন্থেও এই রীতির উল্লেখ করিয়াছেন (৩৬)। কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন, প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী নবরসের চিত্রাদির মধ্যে আদি রসযুক্ত চিত্রগুলি "আদৌ" বলিয়া কিছু অধিক মাত্রায় স্থান পাইয়াছে। সে যাহা হউক ইহা যে বিশেষভাবে বৌদ্ধ-প্রভাবের চিহ্ন, তাহা কথনই মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত রাণপুর নামক স্থানে 'পত্রিওঁকা মন্দর্' নামক জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথদেবের যে মন্দির আছে, তাহাতেও অশ্লীলতাব্যঞ্জক ভাস্কর্য্য নিদর্শন বহুলভাবে বিদ্যমান (৩৭)।

(৩৪) একাদশ অধ্যায়, উৎকলখণ্ড।

(৩৫) "মিথুনৈঃ পাদবর্ণাভিঃ শাখাশেষং বিভূষয়েৎ।" অগ্নি-পুঃ ১০৪, ৩০।

(৩৬) "Such sculptures are supposed to be a protection against evil spirits and so serve the purpose of lightning-conductors" p. 190 foot-note.

(৩৭) D. R. Bhandarkar in W. Circle, Progress Report, 1907-8, p. 58.

আলোক চিত্র হইতে যতদূর বুঝা যায় মুধেবার সূর্য্য মন্দিরেও এরূপ শৃঙ্গার-ভাস্কর্য্য বিগুমান। বিভিন্ন দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মমতাদি আলোচনা করিলে মিথুনভাবদ্যোতক মূর্ত্তি বা চিহ্নাদি, মানবীয় ধর্ম্ম বিশ্বাসাদির ক্রমবিকাশ ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী (Cosmic process) রীতিরই অঙ্গীভূত বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। মধ্য আমেরিকায় ষ্টিফেন্স (Stephens) ও ক্যাথারউড্ (Catherwood) এই দুই জনের অনুসন্ধানফলে অনেক বৃহদাকার সৌধের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির কার্ণিশে ব্রীড়াজনক (membra coujuncta in coitu) চিত্রের অভাব নাই (৩৮)। ওয়েষ্ট্রপ্ (Westropp) পানুকো (Panuco) প্রভৃতি নগরের মন্দিরে ও সাধারণ স্থানে লিঙ্গচিহ্ন খোদিত থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (৩৯)। স্কুইয়ার (Squier) এই চিত্রগুলি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে ভারতীয় শৃঙ্গার ভাস্কর্য্যের ন্যায় এই যুগল মূর্ত্তিগুলিতেও বিবিধ 'বন্ধ' প্রদর্শিত হইয়াছে (like those in India representing in various manners the union of the two sexes)। মেক্সিকোতে সূর্য্যই প্রধান উপাস্য দেবতারূপে পরিগণিত হইত এবং এসিয়ার ন্যায় এখানেও সৌরোপাসনা লিঙ্গপূজার সহিত জড়িত ছিল (৪০)। ডুলর (Dulaure) পানুকো নগরে যে ক্ষোদিত বা আলেখিত চিত্রাদি দেখিয়াছিলেন, বারট্রাম্ (Bertram) তাহার অনুরূপ চিত্রাদি লাস্কালা (Tlascalla) নামক স্থানের দেবমন্দিরাদির (sacred edifices) গাত্রে অঙ্কিত দেখিতে পান। লাস্কালার ক্রীক

(৩৮) Squier's Serpent Symbol. p. 48.
(৩৯) Primitve Symbolism. p. 33.
(৪০) Squier's Serpent Symbol p. 47.

(Creek) জাতির মধ্যেও সৌরোপাসনা প্রবলভাবেই প্রচলিত ছিল। সৌরকিরণের উৎপাদিকা শক্তি আছে বলিয়া প্রাচীনকালে বিশ্বাস ছিল। তাহার সহিত সূর্য্যপূজাসম্পর্কিত এই সকল মিথুন চিত্রাদি অন্ততঃ পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় সূর্য্যমূর্ত্তি সমূহের হস্তদ্বয়ে যে দুইটি পদ্ম দৃষ্ট হয় আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত অবলম্বন করিতে গেলে তাহাও স্ত্রী ও পুং চিহ্নের সম্মিলন দ্যোতক। ভারত, চীন, জাপান, তিব্বত, তাতার, মিশর, আয়রল্যাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের শিল্প, স্থাপত্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত পদ্ম চিহ্নের এই অর্থই অনুমিত হইয়াছে (৪১), সুতরাং যে প্রভাব সার্ব্বভৌমিক, তাহাতে কেন যে ধর্ম্ম-বিশেষের মতবাদ আরোপিত হইবে তাহা তো বুঝিতে পারি না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের মুখবন্ধে মাননীয় স্যার জে, জি, উড্রফ্ মহোদয় লিখিয়াছেন যে, ডাক্তার মেটারলিঙ্ক স্থানে স্থানে গথিক্ গির্জ্জার (cathedrals) গাত্রে ও এরূপ চিত্রাদি আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৪২)। তাই উড্রফ্ মহোদয় বলেন, শুধু ভাবপ্রবণতা বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে প্রাকৃত (natural) তথ্যের মীমাংসা হয় না।

(৪১) Sex worship and symbolism of Primitive races, Dr. Sanger Brown II, pp. 56, 58, 59. "The lotus then, which is found throughout antiquity, in art as well as in religion, was a Sexual Symbol, representing to the ancients the combination of male and female sexual organs. It is another expression of the Sex worship of that period."

(৪২) M. Ganguly's Orissa and her remains, introd. p. xi.

মাদলাপঞ্জীতে লিখিত আছে যে, কোনারকের গর্ভগৃহস্থ সূর্য্য ও চন্দ্র-মূর্ত্তি রাজা পুরুষোত্তমদেবের পুত্র নরসিংহদেবের রাজত্ব-কালে পুরী অথবা পুরুষোত্তমে স্থানান্তরিত হয়। শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণের সূর্য্য মন্দিরে যে মূর্ত্তি রহিয়াছে অনেকের মতে ইহাই সেই সূর্য্যমূর্ত্তি। ইহার সন্নিকটস্থ মূর্ত্তিটি শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় বুদ্ধমূর্ত্তি বলিতে চাহেন, কিন্তু ১৯১৩ খৃঃ অব্দে Modern World পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোণার্কের নবগ্রহ-প্রস্তর-নিহিত চন্দ্রমূর্ত্তির সহিত বিশেষ সাদৃশ্য দর্শন করিয়া এ মূর্ত্তিটিকে চন্দ্রমূর্ত্তি বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন। কোনারকে সূর্য্যের সহিত চন্দ্রমূর্ত্তিও যে পূজিত হইত এ প্রবাদটিও ইহার পোষকতা করিতেছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সৌরোপাসনা (Heliolatry) ভারতে পৃথক্‌ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই এবং পরে উহাই শিবোপাসনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল; যেহেতু সূর্য্য, শিবের আটপ্রকার বিভিন্ন মূর্ত্তিরই অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধপ্রভাব-বাদিগণ এই মতটি স্বপক্ষে প্রয়োগের সুবিধা বুঝিয়া ইহার সমর্থন করিতে পশ্চাৎপদ নহেন; কারণ সৌরোপাসনা যদি সামান্য ধর্ম্মমত (subsidiary cult) বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা হইলে বৌদ্ধমন্দির সৌরোপাসনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, এই মতটির সমর্থনেরও সুবিধা ঘটে। সৌরোপাসনা একসময়ে হিমালয় ক্রোড়স্থ কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড (৪৩)

(৪৩) মার্ত্তণ্ডমন্দির খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে (৭২৪ হইতে ৭৬০ খৃঃ অব্দের মধ্যে) রাজা ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার gable, trefoil-arch, quasi-doric স্তম্ভশ্রেণী প্রভৃতির চিত্র দেখিয়া মনে হয় যে কোনার্ক মন্দির এ আদর্শে নির্ম্মিত হয় নাই। মার্ত্তণ্ড মন্দিরের ন্যায় কোণার্কে কোথাও স্তম্ভযুক্ত বারান্দা (peristyle) নাই এবং স্তম্ভগুলি ও 'ঝিঙ্গা' ফলের গায়ের মত খাঁজকাটা নহে।

মন্দির হইতে সমুদ্রতীরস্থ কোণার্ক পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন অংশে সূর্য্য মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। (৪৪) এলোরার 'জানওয়াসা' নামক শৈব গুহার প্রাচীর গাত্রে সপ্তাশ্ব বাহিত রথে আরূঢ় সূর্য্যমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে (৪৫)। মধ্যভারতে খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত সূর্য্য-মন্দিরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে (৪৬)। প্রাচীন শিলালিপিতেও সৌরোপাসনা বিষয়ক প্রমাণের অভাব নাই। কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত গোয়ালিয়র শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে হূণরাজ তোড়মানের পুত্র রক্তপিপাসু মিহিরকুল তাঁহার রাজ্যের পঞ্চদশ বর্ষে আনুমানিক ৫৩০ খৃঃ অব্দে একটি সূর্য্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মান্দাসোর শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্ব কালে ৪৯৩ খৃঃ অব্দে মালব তন্তুবায় সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সূর্য্য মন্দির, বহুরাজার রাজত্বের পর জীর্ণ হইয়া পড়ায়, পুনরায় উহার সংস্কার করা হইয়াছিল (৪৭)। ইন্দ্রপুর অথবা ইন্দোরের স্কন্দগুপ্তের আমলের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে জনৈক ব্রাহ্মণ সূর্য্য মন্দিরে যথানিয়মে তৈল সরবরাহ করা

---

(৪৪) স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ডে গোপাদিত্য, সাগরাদিত্য, চিত্রাদিত্য, নাগরার্ক, পর্ণাদিত্য, বালার্ক, বালাদিত্য, সাম্বাদিত্য প্রভৃতি সূর্য্য-মূর্ত্তির উল্লেখ রহিয়াছে পৃঃ ৪৭৮৭-৪৯৯৬ 'বঙ্গবাসী' সংস্করণ।

(৪৫) Les Monuments de L 'Hindoustan par M. Langle's Tome II. p. 89.

(৪৬) Report Arch. Survey W. India Vol. IX p. 73-74.

(৪৭) R. D. Banerji's "The Chronology of the late Imperial Guptas", Annals of the Bhandarkar Institute. Vol, I. part I. 1919. p. 79 ; Fleet's Gupta Inscriptions, p. 86.

হইবে এই স্বর্ত্তে স্থানীয় তৈলিক শ্রমবায়ের হস্তে কতক সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়াছিলেন। (৪৮) বঙ্গদেশেও সৌর প্রভাব বড় কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। সেন-বংশীয় রাজা "পরমেশ্বর পরম ভট্টারক শ্রীমৎ" কেশবসেন বা বিশ্বরূপ সেন আপনাকে "পরমসৌর" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। তাঁহার তাম্রলিপির প্রথম শ্লোকেই "নমো নারায়ণায়" শব্দের পরেই—

"বন্দেঽরবিন্দবনবান্ধবমন্ধকার
কারানিবদ্ধভুবনত্রয়মুক্তি হেতুং"

প্রভৃতি বচনে সূর্য্য-বন্দনা আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালার মেয়েলী ব্রতেও বৈদিক দেবতা সূর্য্যের উদ্দেশ্যে এখনও ছড়া বলা হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'মাঘমণ্ডল' ব্রত প্রসঙ্গে আমাদের কুললক্ষ্মীদিগের মনোমদ ভাষায় কুয়াশা ভাঙ্গিয়া সূর্য্যের অভ্যুদয় ও শীতের পরাজয়, মধুমাসে চন্দ্রকলার সহিত সূর্য্যের বিবাহ এবং বসন্তের জন্ম ও মৃত্তিকার সহিত পরিণয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক-ঘটনা-পারম্পর্য্য-মূলক (nature myth) রূপক-কাহিনীর যে সুন্দর বর্ণনা সঙ্কলিত করিয়াছেন (৪৯) তাহাতে দেখা যায় যে আদিম সৌর প্রভাব এখনও বঙ্গদেশ হইতে বিদূরিত হয় নাই। বঙ্গের শুদ্ধান্তে মূর্ত্তি গড়িয়া সূর্য্যপূজা হয় না বটে কিন্তু মেয়েলী আলপনায় তামার বেড়ী বা অর্ক পুষ্প আকারের সূর্য্য মূর্ত্তিতে বঙ্গীয় রমনীর স্বাভাবিক প্রসাধন-শিল্প-চাতুর্য্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাও বড় কম প্রশংসনীয় নহে। সূর্য্য-পূজা, নারায়ণপূজায় কি শিবোপাসনায়

(৪৮) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 71.
(৪৯) বাংলার ব্রত, পৃঃ ৩৭ et Sqq.

(চিত্র ৪৭)
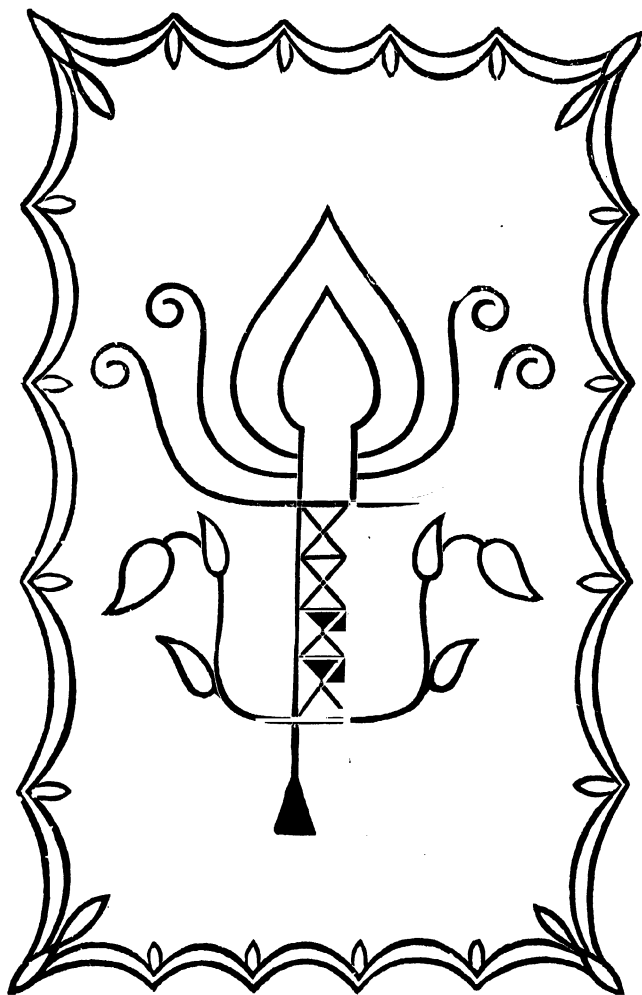
মেয়েলী আলপনায় তামার বেড়ী বা অর্কপুষ্প আকারের সূর্য্যমূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৯৪

পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহা বিচার করিবার স্থান ইহা নহে, তবে এই শ্রেণীর শ্লোক ও সাধারণের মধ্যে "সূর্য্যনারায়ণ" প্রভৃতি প্রচলিত শব্দ হইতে সূর্য্যোপাসনা নারায়ণোপাসনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, এই অনুমানই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। বিষ্ণুর ধ্যানে "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ" ইত্যাদি মন্ত্র, তুলনা করিলে, বিষ্ণুই যে সূর্য্য তাহা বুঝিতে পারা যায়। কলিকাতার যাদুঘরে (মিউজিয়মে) রক্ষিত, শিরোভাগে পদ্মচিহ্ন-চিহ্নিত সূর্য্য-নারায়ণ-শিলা আজিও ইহার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। কথিত আছে, মার্ত্তণ্ডমন্দিরে সূর্য্যমূর্ত্তিও বিষ্ণু নামেই স্থানীয় লোকের মধ্যে পরিচিত ছিল ('local name of Vishnu as Sun-God')। সূর্য্যমূর্ত্তি বিহার ও বঙ্গদেশের বহুস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে ডাঃ ব্লক্ মালদহে একটি আদিত্যমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর একটি সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাঁহার মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে বহরমপুরের অনতিদূরবর্ত্তী অমরকুণ্ডগ্রামের গঙ্গাদিত্য নামক অশ্বারূঢ় সূর্য্যমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত এ মূর্ত্তিটি অদ্যাপি পূজিত হইয়া থাকে। জেমো-কান্দির রাজবাটীতেও সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং মুর্শিদাবাদে গোকর্ণ থানার অন্তর্গত পাতাণ্ডা গ্রামে কুশাদিত্য নামক সূর্য্যমূর্ত্তি অদ্যাবধি যথারীতি পূজিত হইয়া থাকে (৫০)। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়াম্ (সরকারী যাদুঘর) ব্যতীত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালাতেও অনেকগুলি সূর্য্যমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে

(৫০) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৪ ভাগ পৃঃ ১৪৪।

কৃষ্ণনগর নেদীয়ার পাড়ার সন্নিকটে "শ্রীসূর্য্যধর্ম্মরাজ" নামক দেবতার পূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া শুনিয়াছি। ইহা যে সূর্য্যপূজারই প্রকারভেদ তাহা বলা বাহুল্য। বাঙ্গালী রমণীর 'ইতু' পূজা ও হিন্দুস্থানী (বেহারী) নারীগণের 'ছট্ পরব' যে সৌরোপাসনা-সম্পৃক্ত এ কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। পুরাকালীন সূর্য্যপূজার সহিত স্ত্রীজন-অনুষ্ঠিত এই সকল পর্ব্বের সম্বন্ধ নির্ণয় বিশেষ কৌতূহলকর সন্দেহ নাই। এখনও বাঙ্গলার কোনও কোনও স্থানে সূর্য্যমূর্ত্তি ষষ্ঠী প্রভৃতি নামে পূজিত হইতেছে (৫১)। পাটনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী পট্টনেশ্বরীর মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে একটি বৃহদায়তন সূর্য্যমূর্ত্তি রক্ষিত আছে দেখিয়াছি। বিহার মহকুমার অন্তর্গত কুণ্ডিনপুর গ্রামস্থ মন্দিরে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় বহুসংখ্যক সূর্য্যমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়াছেন। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর মহাশয় রাজপুতানা ভ্রমণ-প্রসঙ্গে সিরোহীর অন্তর্গত খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বসন্তগড়ের সূর্য্যমন্দিরের এবং যোধপুরের অন্তর্গত ওসিয়া (Osia) নামক স্থানে অবস্থিত অষ্টম শতাব্দীর অপর একটি সূর্য্য মন্দিরের বিবরণ (৫২) পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশিত করিয়াছেন। দুইটি মন্দিরই বহু কারুকার্য্যে ভূষিত। গুজরাটে মুধেরার সূর্য্যমন্দিরও প্রাচ্য শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। বর্ত্তমানে ভগ্নদশাপন্ন হইলেও ভারতীয় স্থাপত্যের এ কীর্ত্তিস্তম্ভটি সহজে বিস্মৃত হইবার নহে। বোম্বাই প্রদেশে পোড়বন্দর যাইবার পথে

(৫১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চুঁচুড়ার সূর্য্য-মূর্ত্তি ১৮ ভাগ পৃঃ ১৯৩।

(৫২) Progress Report Arch. Survey W. India, 1905-6, p. 51-52.

(চিত্র ৪৮)
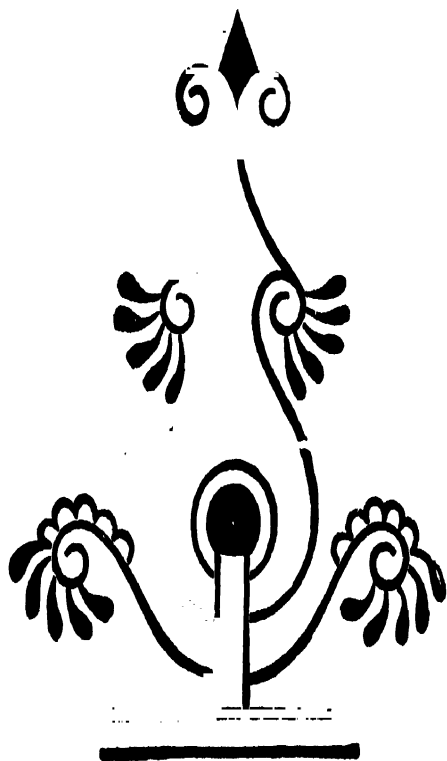
মেয়েলী আলপনায় তামার বেড়ী আকারের সূর্য্যমূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৯৫

মিয়ানির নিকট 'সোমাদিত্য' নামক সূর্য্যমূর্ত্তি অত্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে সূর্য্য ব্যতীত 'রাণ্ডল' নামক তাঁহার পত্নীর মূর্ত্তিও দৃষ্ট হয় (৫৩)। কাঠিওয়াড় প্রদেশে থান নামক স্থানের বিখ্যাত সূর্য্যমূর্ত্তি স্থানীয় প্রবাদ মতে রাজা মান্ধাতা কর্ত্তৃক সত্যযুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (৫৪)। খান্দেশে, বাঘ্‌লী নামক স্থানে, ও সোমনাথ-পট্টনে সূর্য্যমন্দির বিদ্যমান (৫৫)। ডাঃ স্কুঠাঙ্কর সিরোহী রাজ্যের অন্তর্গত বর্মাণ, নামক স্থানের সূর্য্যমূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, অত্যাবধি যে সকল সুপ্রাচীন সূর্য্যমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে ইহা যে তাহাদিগেরই অন্যতম তাহাতে সন্দেহ নাই (৫৬)। এ প্রসঙ্গে উত্তরাপথস্থিত মধ্যযুগের যোগেশ্বরের সূর্য্যমূর্ত্তির কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে (৫৭)। যে সূর্য্য-পূজা এককালে ভারতে এরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহা একবারে প্রভাবশূন্য subsidiary cult মাত্র হইলে কাশ্মীর হইতে কোণার্ক পর্য্যন্ত কখনই এতগুলি সূর্য্য মন্দির নির্ম্মিত হইত না। কোনারকের মন্দিরও যে সৌরোপাসনার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং এখানে সৌরোপাসনা যে, মৈত্রাদিত্য দেবের মন্দিরে রূপান্তরিত, রথাকৃতি বৌদ্ধমন্দিরে, পরগাছার ন্যায় অধিষ্ঠিত হইয়া, শৈবোপাসনায় পরিণত হয় নাই, ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। অভিজ্ঞদিগের মতে বৌদ্ধগণ হিন্দু দেবতার আদর্শে অনেক স্থলে তাঁহাদিগের দেবতাগুলি গড়িয়া লইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাযান মতের বৌদ্ধদেবতা মারীচী

---

(৫৩) Progr. Rep. Arch. Surv. W. Circle, 1899, p. 5.
(৫৪) Ibid, p. 2.
(৫৫) Progr. Rep. Arch. Surv. W. Circle, 1891-92.
(৫৬) Progr. Rep. Arch. Surv. W. Circle, 1917, p. 59.
(৫৭) Progr. Rep. Arch. Surv. N. Circle, 1914, p. 10.

দেবীর উল্লেখ করা যাইতে পারে (৫৮)। মারীচী নামের সাদৃশ্য অনুসন্ধান করিলে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে মরুদ্‌গণের অন্যতম একটি দেবের কথা মনে পড়ে, কিন্তু একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে মারীচী দেবী যেরূপ পরিকল্পিত হইয়াছেন তাহাতে মারীচী মূর্ত্তি সূর্য্যমূর্ত্তিরই বিকৃতি বলিয়া মনে হয়। সপ্তাশ্ব-বাহিত সূর্য্যের ন্যায় মারীচী সাতটি শূকর কর্ত্তৃক বাহিত। রথোপরি দণ্ডায়-মানা দেবীমূর্ত্তির তিনটি মুখের মধ্যে একটি মুখও শূকরসদৃশ। ইহা হইতে হিন্দুর উপাস্য দেব দেবীর উপর বৌদ্ধপ্রভাব অনুমিত না হইয়া বৌদ্ধ দেবতা সম্বন্ধে হিন্দু প্রভাবই প্রমাণিত হয় (৫৯)।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কোনারকের ভাস্কর্য্য-বিষয়-আলোচনা-কালে কোথায়ও বৌদ্ধ ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রাদির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন নাই। পুরাতত্ত্ব-বিভাগের রিপোর্ট সমূহেও ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতেও কোনারকে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত কোন মূর্ত্তি এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। হেভেল, ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি অভিজ্ঞগণও এ-সম্বন্ধে নীরব।

(৫৮) J. R. A. S. 1898, pp. 579-580.

(৫৯) শ্রীযুক্ত ফুসে প্রণীত Iconographie Bouddhique গ্রন্থের ২য় চিত্র ও ডাক্তার ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ প্রণীত History of Fine Art in India গ্রন্থের ১২৯ চিত্র দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে "মারীচী শব্দ,…মরীচী হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে সুতরাং এই মূর্ত্তি সূর্য্যের 'শক্তি' হওয়া অস্বাভাবিক নহে। আবার মারীচীর সপ্তবরাহ তামসীর অন্ধকার ভেদ করিয়া সূর্য্যের উদয়ের পথ সুগম করিয়া দিতেছে।" সারনাথের ইতিহাসে (পৃঃ ৮১) অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় বরাহ অবতারের 'শক্তি' বারাহী দেবীর সহিত মারীচীর সাদৃশ্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "মারীচী মূর্ত্তির তত্ত্ব বড়ই জটিল ও রহস্যময়।" (পৃঃ ৮২)।

(চিত্র ৪৯)

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় রক্ষিত বঙ্গদেশীয় সূর্য্যমূর্ত্তি।

[বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে] [পৃঃ ৯৫

তাঁহাদের ভাস্কর্য্য ও ললিতকলা-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে কোনারকে বৌদ্ধপ্রভাব-সম্বন্ধে ইঙ্গিতমাত্র নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, কোণার্ক যে পূর্ব্বে বৌদ্ধতীর্থ ছিল ইহার প্রমাণ অতি সামান্য ও অসন্তোষজনক ('very meagre and unsatisfactory') (৬০)। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে, তথাকথিত বৌদ্ধ নিদর্শনগুলি যে বৌদ্ধপ্রভাবের নিঃসন্দেহ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না তাহা যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কোনারকে একখানি মাত্র ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ রায় বাহাদুর স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরীক্ষার ফলে উহার অক্ষরগুলি যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে এইরূপই স্থিরীকৃত হইয়াছে (৬১)। সুতরাং যতদিন প্রাচীন লিপি বা লেখ প্রভৃতি বিজ্ঞান-সম্মত প্রমাণ আবিষ্কৃত না হয়, ততদিন কোণার্কমন্দির বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট বা বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত বলিয়া বিবেচনা না করাই সঙ্গত।

(৬০) Ant. Oriss, Vol II. p. 148.

(৬১) J. B. O. R. S. Vol. III. Pt. II.

পরিশিষ্ট।

পৃঃ ৫৫, কোনারকের কথা।

খাজুরাহো।

কোণার্ক মন্দিরের স্থাপত্য প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ খাজু-রাহোর চিত্রগুপ্তের মন্দিরের স্থাপত্য প্রথার সহিত উড়িয্যার স্থাপত্য প্রথার নিকট-জ্ঞাতিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন (১)। আমরা 'পুরীর কথা' খণ্ডে শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য প্রসঙ্গেও এ সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছি (২) সুতরাং খাজুরাহোর মন্দিরগুলির একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

খাজুরাহো বুন্দেলখন্দের অন্তর্গত ছত্তরপুর অথবা ছত্রপুর নামক করদরাজ্যে অবস্থিত। বুন্দেলখন্দের প্রাচীন নাম জিঝোতি অথবা জেজাভুক্তি। মহোবায় আবিষ্কৃত একখানি লিপিতে জেজো ও বিজ এই দুইটী নাম পাওয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত নাম হইতে জেজাভুক্তি নামের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় (৩)। চীন পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যাজভুক্তি চি-চি-তো নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ইউয়ান চোয়াংএর ভারত-ভ্রমণ ৬৪১ খৃঃ অব্দের কথা। তারপর ১০২২ খৃঃ অব্দে গজনীর সুলতান মামুদের কলিঞ্জর অভিযানকালে

---

(১) Bishanswarup's Konarka, p. 40.

(২) পুরীর কথা, পৃঃ ৬৫।

(৩) Ep. Ind. Vol. IX. p. 284, N. 6; Ibid, Vol. X. p. 48.

আবু রিহান 'কাজুরাহা' 'যাজাহুতির' রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইউয়ান চোয়াং-এর বর্ণনা-মতে যাজাহুতির রাজা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার রাজধানীর বেড় ১৫ বা ১৬ লি অর্থাৎ ২॥০ মাইলের কম ছিল না। সে সময় কিয়ৎসংখ্যক বৌদ্ধ বিহার এই স্থানে অবস্থিত থাকিলেও দ্বাদশটি হিন্দু মন্দিরের সম্পর্কে প্রায় এক সহস্র ব্রাহ্মণ নগর-সীমায় বাস করিতেন। স্বর্গগত কানিংহাম মহাশয়ের মতে জিঝোতির পশ্চিম সীমায় বেতোয়া নদী, পূর্ব্ব সীমায় মৃজাপুরের বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির, উত্তরে গঙ্গা ও যমুনা এবং দক্ষিণে নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি-স্থান অবস্থিত। আচার্য্য স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যে জিঝোতীয় ব্রাহ্মণ-কুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এই ভূভাগেই সেই ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষদিগের বাসস্থান ছিল বলিয়া শুনা যায়। জেনারল কানিংহাম লিখিয়াছেন, যমুনার উত্তরে ও বেতোয়ার পশ্চিমে তিনি কোনও জিঝোতীয় ব্রাহ্মণ-পরিবার লক্ষ্য করেন নাই (৪)।

প্রবাদ মতে নগরের তোরণদ্বারস্থ দুইটি সুবর্ণময় খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে খাজুরাহো নামের উৎপত্তি হয়। খাজুরাহে খাজুর-সাগর ও শিবসাগর বলিয়া দুইটি দীর্ঘিকা আছে। গ্রামের পশ্চিমাংশে অবস্থিত হিন্দু মন্দিরগুলি শিবসাগরের সান্নিধ্যে অবস্থিত। জৈন মন্দিরগুলির অবস্থান গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে। এই সকল প্রাচীন ভগ্নাবশেষ প্রায় একবর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; গান্থাই নামক এক-স্তম্ভ বিশিষ্ট একটি মন্দির ও একটি স্তূপাকৃতি ভগ্নাবশেষ বৌদ্ধ কীর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দেউলের

---

(৪) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. II. p. 413.

বহির্ভাগে, ভগ্নাবশেষ মধ্যে একটি বৃহদায়তন মূর্ত্তির পাদপীঠ পাওয়া যায়, তাহাতে "যে ধর্ম্ম হেতুপ্রভব" প্রভৃতি বৌদ্ধমন্ত্র লেখা ছিল। ১৩১৫ খৃঃ অব্দে আরব ভ্রমণকারী ইবন্ বতুতা যখন খাজুরাহে আগমন করেন, তখন এখানে একশ্রেণীর জটাধারী যোগী সম্প্রদায় বাস করিতেন। ইবন্ বতুতা লিখিয়াছেন যে প্রায়শঃ উপবাস করিতেন বলিয়া ইহাদের দেহের বর্ণ পীতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-কলাপ শিক্ষা করিবার জন্য অনেক মুসলমানও ইঁহাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন।

খাজুরাহোর প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে চন্দেল-রাজপুত বংশের এবং প্রভাবশালী গুপ্তরাজবংশের স্থাপত্য চিহ্নগুলিই সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বর্ত্তমান খাজুরাহো গ্রামে এখনও যে প্রায় বিশ-ত্রিশটি মন্দির অল্লাধিক জীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেগুলি চান্দেল-বংশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ১০০০ অব্দেরও প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়া উহার প্রায় একশত বৎসর পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত—দুই তিনটি সুদীর্ঘ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। খাজুরাহোতে যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ ৯৫৪ অব্দ হইতে প্রায় ১০০২ অব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ (৫)।

সমগ্র মন্দিরগুলির এক-তৃতীয়াংশ জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত, অপর তৃতীয়াংশ শৈব এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ বৈষ্ণব মন্দির। কেহ কেহ ইহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অভাব এবং রাজশক্তির নিরপেক্ষ ব্যবহারের জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন বলিয়া বিবেচনা করেন (৬)।

---

(৫) Ep. Indic. Vol. I. p. 123-153.

(৬) Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture Vol, II. p. 141.

এখানকার সকল মন্দিরগুলিই উত্তর-দেশীয় আর্য্যাবর্ত্ত-প্রথায় নির্ম্মিত। শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয় প্রণীত "ভারতীয় স্থাপত্য" (Indian Architecture) নামক গ্রন্থে খাজুরাহো প্রসঙ্গে কান্ধারিয়া ('কন্দর্য্য'?) মহাদেবের মন্দিরটিই বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভিন্সেট স্মিথ শিল্প-সৌন্দর্য্যে খাজুরাহোর বিশ্বনাথ মন্দির প্রধান প্রধান হিন্দুমন্দিরগুলির অন্যতম বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন (৭)। এখানকার মন্দিরসমূহের অধিকাংশই কঠিন নিস্ (gneiss) প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই দেউলগুলি যেরূপ বিশালকায়, সেইরূপ আবার সুন্দর শিল্পকলায় বিভূষিত।

নিস্ পাথরে বাটালি ভাল চলেনা বলিয়া ক্ষোদাই-কার্য্য করিবার জন্য মন্দির-গাত্রস্থ কোলঙ্গা কার্ণিস প্রভৃতিতে বালিয়া পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। কয়েকটি মন্দিরে ভারতীয় প্রথায় নির্ম্মিত গম্বুজগুলি বড়ই সুন্দর—স্থপতির অদ্ভুত কীর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত। গ্রথিত প্রস্তররাশির পাটিগুলি (courses) অপূর্ব্ব কৌশলে একটি অপরটির উপর সংস্থাপিত হইয়াছে। অভিজ্ঞগণের মতে স্থাপত্য-শিল্পের পারিপাট্য-নিদর্শক উদ্‌গত অংশ (cusps) গুলিও বড়ই সুন্দর।

শ্রীযুক্ত হেভেল যথার্থই [illegible] যে মুখেরা, খাজুরাহো, দাভোই, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানের এই সকল প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি যদি বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে মোগল যুগে আগ্রার তাজ ও 'মতি' মসজিদ, দিল্লীর জামী মসজিদ ও বিজাপুরের মুসলমান সুলতান-গণের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ প্রাসাদ ও উপাসনা-গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা কখনই সম্ভব হইত না। মোগল সম্রাট ও তাঁহাদের

---

(৭) V. Smith's History of Fine Art in India and Ceylon, p. 28.

(চিত্র ৫০)
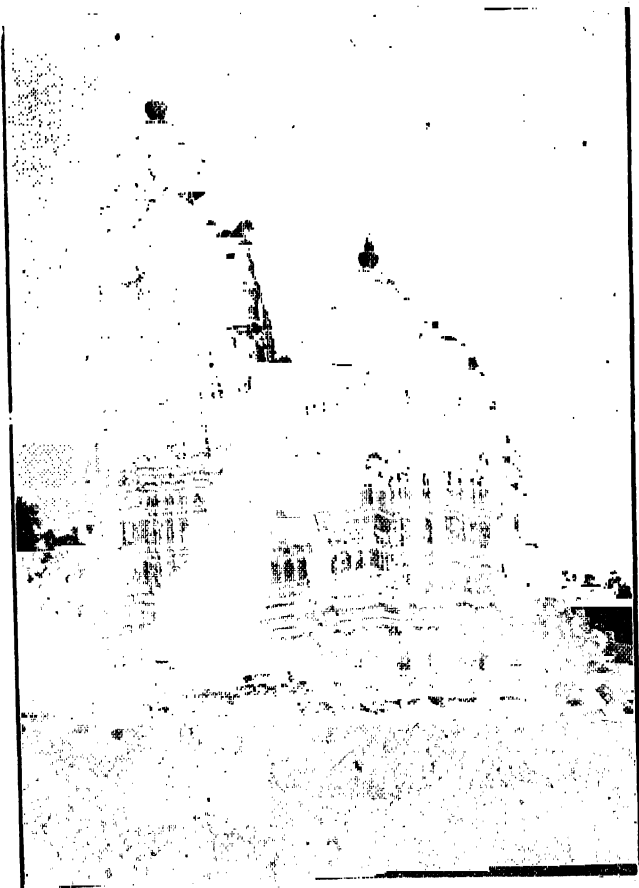
বামন মন্দির, খাজুরাহো।

[শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত আলোক চিত্র হইতে —
ভারতী সম্পাদকের সৌজন্যে]

[পৃঃ ১০৬

অধীন শাসন-কর্ত্তৃগণ হিন্দুস্থাপত্যপ্রতিভার সদ্ব্যবহার করিয়াই মুসলমান-ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন (৮)।

পালিতানার জৈন মন্দিরের শিখরের ন্যায় খাজুরাহোর মন্দিরের শিখরগুলিও উদ্গত স্তম্ভ-বিশিষ্ট।

ইংরাজ স্থপতিবিদ্ শ্রীযুক্ত সিম্পসন্ রথের বংশ-নির্ম্মিত আবরণ হইতে ভুগ্নতা-বিশিষ্ট (curvilinear) শিখরাদির উদ্ভব হওয়া সম্বন্ধে যে মতবাদের সমর্থন করিতেছেন, প্রদর্শিত চিত্রটি লক্ষ্য করিলে প্রাচীন [illegible] অন্তর্গত আর্য্যাবর্ত্ত-প্রণালীর মন্দিরাদির শিখর সম্বন্ধে ইহা যে কতদূর প্রযোজ্য পাঠকগণ সহজেই তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন। খাজুরাহোর প্রধান মন্দিরগুলিতে মণ্ডপ, মহামণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ ব্যতীত অর্দ্ধমণ্ডপও দেখা গিয়া থাকে। সম্মুখভাগে অর্দ্ধ-উন্মুক্ত মণ্ডপস্থানীয় প্রবেশপথ এতদ্দেশীয় মন্দিরের বিশেষত্ব বলিয়াই মনে হয়। প্রথম দৃষ্টিতে মণ্ডপের ছাদের ক্রমবিন্যাস দেখিয়া তাহা কেমন যেন 'গোলমেলে' বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু পাশ হইতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, একটি আর একটির উপর বেশ সুশৃঙ্খলভাবেই বিন্যস্ত রহিয়াছে।

এখানকার সকল মন্দিরগুলিতেই আমলকের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কন্দর্য্য মহাদেবের মন্দিরে চারিপার্শ্বের পরিক্রমণ-পথ সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। বিশ্বনাথ মন্দিরের সুবৃহৎ হস্তীমূর্ত্তি কোনারকের হস্তীমূর্ত্তির ন্যায় সুন্দর না হইলেও ভারতীয় ভাস্কর্য্যে জান্তব প্রতিকৃতির নিতান্ত অযোগ্য দৃষ্টান্ত নহে। চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরই খাজুরাহোর প্রাচীনতম মন্দির। ইহা স্থাপত্য অলঙ্কার-

(৮) Havell's Indian Architecture, p. 2.

বর্জ্জিত বলিলেও হয় এবং ইহার গঠন-প্রণালীও অন্য দেউল হইতে ভিন্ন রকমের। কানিংহাম অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইহা ৯০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দির কয়টি ব্যতীত দেবী জগদম্বা, মৃত্যুঞ্জয় শিব, বামন ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের মন্দির পুরাতত্ত্ববিদ্ ও সৌন্দর্য্য-পিপাসু দর্শক উভয়েরই নিকট সমান আদরণীয়। সৌধসংলগ্ন 'কুটিল' লিপির অক্ষরাদি পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে বামন-মন্দিরটি দশম বা একাদশ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত। উড়িষ্যার মন্দিরের সহিত ইহার আকৃতি-গত সাদৃশ্য প্রতিকৃতি দর্শনমাত্রেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। 'ছত্রকা-পত্র' সূর্য্য মন্দির। গর্ভগৃহের প্রবেশ-দ্বারের উপরিভাগে তিনটি সূর্য্য-মূর্ত্তি এবং গর্ভগৃহের ভিতরে, প্রায় পাঁচফুট উচ্চ পদ্ম-পুষ্পধারী দ্বিভুজ সূর্য্য-মূর্ত্তি আছে। ইহাই মন্দিরের প্রধানতম বিগ্রহ। এই মন্দিরের শিখরদেশ হইতে উদ্গত শিখরাকৃতি ক্ষুদ্র চূড়াগুলি—উত্তরদেশীয় আর্য্যাবর্ত্ত-স্থাপত্য-প্রথার প্রভাব জ্ঞাপন করিতেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আর্য্যাবর্ত্ত-প্রণালীর মন্দিরগুলিতে বিভিন্নপ্রকার বৈশিষ্ট্য অবলম্বিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় আর্য্যবর্ত্ত-প্রণালীর দেউলের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দিনাজপুরের অন্তর্গত কান্তনগরের বিখ্যাত মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

খাজুরাহোর ক্ষোদিত চিত্রাদির আলোক-চিত্র দেখিয়া (১) উড়িষ্যার মন্দির-ভাস্কর্য্যে মিথুন-লীলার কথা স্বতঃই মনে আসে বটে,

---

(১) বিশ্বনাথ-মন্দিরে মিথুন-মূর্ত্তি ও কামলীলার চিত্রের অভাব নাই। জগন্নাথমন্দিরে অশ্লী[illegible] চিত্র আছে বটে, কিন্তু উহা কাজারিয়া মহাদেবের মন্দির-গাত্রস্থ চিত্রাদির ন্যায় বীভৎসভাবে প্রকট নহে।

(চিত্র ৫১)
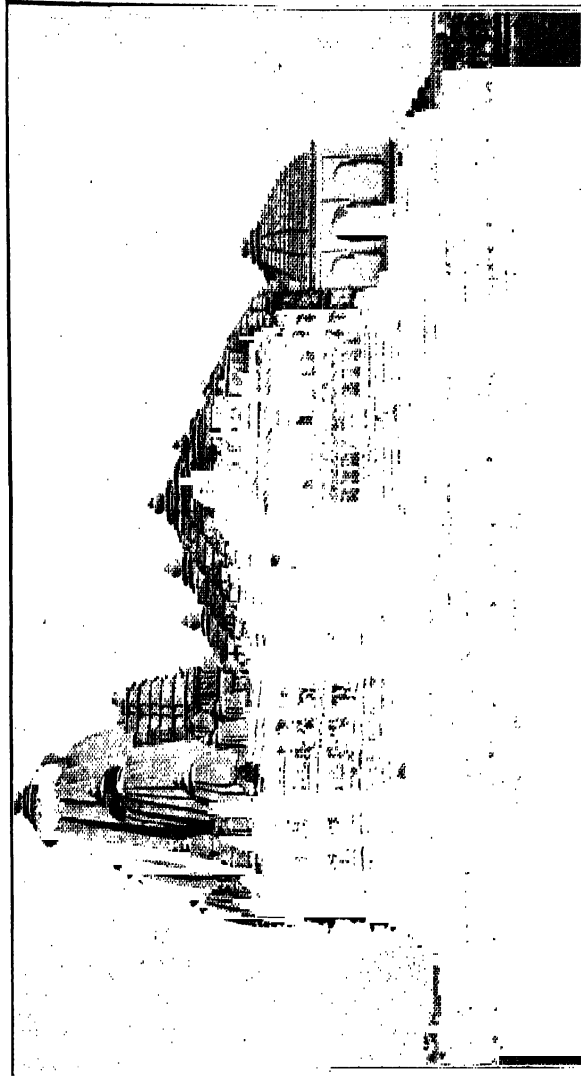
ছত্রকা পত্র মন্দির, খাজুরাহো।

[শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোক চিত্র হইতে—ভারতী সম্পাদকের সৌজন্যে] [পৃঃ ১০৬

কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে রাজপুত ও উড়িয়া শিল্পিগণ একই প্রথা অবলম্বন করে নাই। ধরা-বাঁধা নিয়ম মানিয়া চলিলে উভয় দেশীয় চিত্রে বন্ধবিন্যাস প্রভৃতির বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইত না।

এখানে কোনও কোনও আলম্বনে বহু নরনারী সহস্র বন্ধে শ্রেণীবদ্ধভাবে চারিদিকে বেড়িয়া অবস্থিত দেখিতে পাই; কেবল দুই-দুইটি তিন-তিনটি করিয়া বিভিন্ন ফলকে সন্নিবিষ্ট নহে। কোণার্ক ভাস্কর্য্যের সে ললিত সৌন্দর্য্য এগুলিতে নাই,—কামনার তরঙ্গ-ভঙ্গে মানব-মানবীর পশুত্বই যেন সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

পৃঃ ৬৭, কোনারকের কথা।

উৎকলমন্দিরে গজসিংহ মূর্ত্তি।

কোনারকের তথাকথিত বৌদ্ধ প্রথার প্রসঙ্গে আমরা তত্রস্থ গজ-সিংহ মূর্ত্তিগুলির উল্লেখ করিয়াছি। বিংশতি ফিট্ উচ্চ এইপ্রকার একটি বিরাটমূর্ত্তি সহজেই দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। শুধু কোনারক বলিয়া নহে ভুবনেশ্বরেও গজসিংহ মূর্ত্তির অভাব নাই। স্বর্গীয় ষ্টার্লিং তাঁহার উড়িষ্যার ইতিহাস গ্রন্থে লিঙ্গরাজ মন্দিরের পূর্ব্বদিকস্থ শিখর-সন্নদ্ধ সুবৃহৎ গজসিংহ মূর্ত্তিটির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের পৌরাণিক বর্ণনা অনুসারে সিংহ সাধারণতঃ এই ভাবেই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও কেশরী যে বিশালকায় হস্তীকে বিনাশ করিবার বল ধারণ করে ইহাই তাহার পশুরাজ আখ্যার বিশেষত্ব, এবং হিন্দু সাহিত্যে সিংহবাচক শব্দের সহিত এতদর্থেপ্রযুক্ত বিভিন্ন বিশেষণাদিও

ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় (১)। ষ্টার্লিংএর গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার অষ্টাশী বৎসর পরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় 'গজসিংহের' 'গজ' মূর্ত্তিগুলিকে বৌদ্ধধর্ম্মজ্ঞাপক সিংহ কল্পনা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোণার্কের গজের উপর দণ্ডায়মান সিংহ-মূর্ত্তিগুলি হইতে বুঝা যায় যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কেশরী রাজগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল এবং শুধু কোণার্কে নহে, ভুবনেশ্বরের কেশরী বংশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মন্দির সমূহেও এই প্রকার মূর্ত্তি দেখা গিয়া থাকে (২)। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয়ের এ অনুমান যে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না, 'কোনারকে বৌদ্ধপ্রভাব' অধ্যায়ে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত একদিন কথা প্রসঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করার সুযোগ ঘটায়, তিনি সুপরিচিত উদ্ভট শ্লোকের 'ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং' প্রভৃতি আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন যে সিংহের বিক্রম শিল্পে প্রকাশ করিতে হইলে, পশুরাজকে হস্তী-হননরত রূপেই পরিকল্পনা করা কর্ত্তব্য।

অধ্যাপক মজুমদার মহাশয়ের মত সমীচীন বোধে, ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী পত্রে প্রকাশিত মল্লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধে একথা উল্লেখ

(১) "The figure on the eastern face is by far the largest, and it has between its feet, an elephant of comparatively diminutive size on which he is trampling. This it may be observed, is the common mode of representing the lion of Hindu mythology, one of the epithets of which is, Gaja machula, or the destroyer of the Elephant." Stirling's Orissa, reprint 1904, p. 97.

(২) Bishan Swarup's Konarka, p. 64.

করিয়াছিলাম (৩)। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও ইহা সমর্থন করিয়াছন। কোণার্ক মন্দির যে কোনও কেশরী নরপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই, সুতরাং গজসিংহের সিংহ-মূর্ত্তিগুলি কেশরীরাজদিগের চিহ্নরূপে গৃহীত হইতে পারে না। গঙ্গাবংশীয় গজপতি রাজগণ কেশরীদিগের পরবর্ত্তী কালে উৎকলরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন; সুতরাং অপর একটি প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া গজ মূর্ত্তিগুলি গজপতি রাজবংশ জ্ঞাপক বলিয়া গ্রহণ করিলে, ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ না করিয়া, এই গজসিংহ অথবা 'কেশরী'গুলিকে উড়িষ্যা বিজয়ী কেশরী বংশের সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা সম্ভব নহে। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে গজ ও সিংহ বিষয়ক উপমাদি কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নিরপেক্ষতার সহিত বিবেচনা করিলে সকল সন্দেহের নিরসন হইবে বলিয়া মনে হয়। বজ্রদত্ত বিরচিত 'লোকেশ্বরশতকম্' নামক গ্রন্থের ৩৮ সংখ্যক শ্লোকে (৪) দেখিতে পাই, অবলোকিতেশ্বরের পদাঙ্ঘ্রি ব্রহ্মার জটারণ্যশায়ী সিংহরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে, এবং এই অঙ্ঘ্রি সিংহের বিক্রমে পাপরূপ হস্তী সকল যে কম্পমান হইয়া থাকে সে কথাও ঐ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের ৫৩ সংখক শ্লোকে পশুরাজ যে মদজলস্রাবী গন্ধোদগারী গজযুথকে গ্রাস করিয়া থাকেন তাহাও সালঙ্কারে উল্লিখিত আছে (৫)। সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও সিংহের

(৩) Alleged Buddhist influence in the Sun temple at Konarnk, Ind. Antiq. Vol. XLVII, August, 1918.

(৪) Lokesvara Satakam, Ed. Mlle. Suzanne Karpeles, p. 43 (399) reprinted from Journal Asiatique 2.

(৫) Ibid, p. 58 (414).

বিক্রম প্রকাশার্থ, গজারূঢ় কেশরী কর্ত্তৃক হস্তীপরাভবের চিত্র, যে বৌদ্ধ যুগ হইতেই শিল্পীর বিন্যাসকৌশলে "প্রসাধক অলঙ্কারে" পরিণত হইয়াছিল তাহা মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের বহুগবেষণামূলক ইংরাজী প্রবন্ধে সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত উক্ত প্রবন্ধের অনুবাদ 'সিংহ ও হস্তীর উপাখ্যান' নামে ১৩২৬ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল; মূলপ্রবন্ধ লেখক ও অনুবাদক মহাশয়দিগের অনুগ্রহে এবং প্রবাসীর কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে উহা এই পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইল। ভরসা করি পাঠকগণ ইহা হইতে গজ-সিংহের প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইবেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় (১) 'উল্টাগজ বিরাজসিংহ' (২), 'উল্টাগজসিংহ' এবং (৩) 'ছিদ্দাউদগজ সিংহ' এই তিন প্রকার গজসিংহ মূর্ত্তির বিস্তারিত বিবরণে এগুলির পরস্পরের সহিত পার্থক্য বিশদভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত মূর্ত্তিতে 'গজ' হীন ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া উপবিষ্ট, সিংহমূর্ত্তিটি সশৃঙ্গ, সূক্ষ্মাগ্র কর্ণবিশিষ্ট, পশ্চাৎদিকে মুখ ফিরাইয়া গজের উপর আক্রমণের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। সিংহের শৃঙ্গ তৃণপত্রভোজী জন্তুর শৃঙ্গের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত নহে, দেখিতে অনেকটা বৃক্ষপত্রের ন্যায়। 'বিরাজ সিংহ' মন্দিরের কোণক ও অনর্থপাগ নামক অংশের মধ্যবর্ত্তী কুলুঙ্গীগুলিতে দৃষ্ট হয়। উল্টাগজ সিংহে গজের মুখ পশ্চাদিকে ফিরান, সিংহমূর্ত্তি করিপৃষ্ঠে উদগ্রভাবে অবস্থিত; গজটি শুণ্ডের দ্বারা একটী পুরুষ কিম্বা স্ত্রী মূর্ত্তি অথবা একটি অসুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর শার্দ্দূল 'অনর্থ' ও 'রহ' পাগের মধ্যবর্ত্তী খাঁজবিশিষ্ট স্থানগুলি

অধিকার করিয়া থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর মূর্ত্তিগুলিতে উদগ্র সিংহের উপর স্ত্রী বা পুরুষ আরোহী উপবিষ্ট। আরোহী সিংহের মুখ-সন্নদ্ধ বল্গা ধারণ করিয়া থাকে। সিংহের মুখ হইতে পুঁথিবসান ঝাঁপ্পার (beaded tassels) ন্যায় এক প্রকার অলঙ্কার ঝুলিতে থাকে। 'ছিদ্দাউদ গজসিংহ' বিমান ও জগমোহনের গাত্রে দৃষ্ট হয় না। সাধারণতঃ ইহা এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী খাঁজগুলিতে দেখা গিয়া থাকে (৬)।

সিংহ ও হস্তীর উপাখ্যান।

"উড়িষ্যাদেশের মন্দির-স্থাপত্যে 'অর্দ্ধশয়ান হস্তীর উপরে সিংহ' নক্সাটি সচরাচর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। উৎকলের মন্দিরশিল্পে ইহার পৌনঃপুনিক আবির্ভাবের ফলে অনেকে মনে করেন যে, উহা স্থানীয় শিল্পীর উদ্ভাবিত একটি বিশেষ মৌলিক প্রসাধক কলাকৌশল। অনেকের ধারণা যে, এই কৌশলটি উৎকল-শিল্পীদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত এবং এই কারুকার্য্যটি উড়িষ্যা দেশের কেশরী-বংশ কর্ত্তৃক গজপতি-বংশের পরাজয়ের সঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ। সিংহ (কেশরী) হস্তীকে (গজপতিকে) পরাজয় করিয়াছে এই বিষয়টি উহাতে যেন প্রতিফলিত হইয়া রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-চিত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে। ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে বা ১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অনেকে 'কেশরী' রাজবংশের আবির্ভাব-কাল নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং যদি আমরা

(৬) M. Ganguly's Orissa and her remains pp. 179, 180.

ইহাকে রাজনৈতিক কারণে বা স্থানীয় কোন ব্যক্তির উদ্ভাবিত বলিয়া গ্রহণ করি তবে আমরা এই কারুকল্পনাটিকে ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্বে উদ্ভাবিত হইয়াছে বলিতে পারি না।

"ভারতশিল্পের আবিষ্কার অধিক দিনের নহে এবং ইহা এখনও উপযুক্ত ঐতিহাসিকের অপেক্ষায় আছে এবং আরও আমাদের মনে হয় যে, এই অভাবপূরণেরও বিলম্ব আছে—কিন্তু যে দিন এই শিল্পের ইতিহাস রচিত ও পঠিত হইবার সূচনা হইবে সেই সময়েই ঐতিহাসিকেরা ভারতশিল্পের আলঙ্কারিক নক্সাসমূহের আলোচনা ও ইতিহাস একটি বড় অধ্যায়ে উহার ক্রমোন্নতির ও উদ্ভাবনের অনুসন্ধান জন্য সন্নিবেশিত করিবেন; কারণ ঐরূপ উদ্ভাবনানিচয় ও অলঙ্কারমালা দেশ ও কালের ব্যবধান সত্বেও ভারতশিল্পের নানা-বিভাগের মধ্যে একটি সাধারণ বন্ধনসূত্রের ও ধারাবাহিকতার চমৎকার প্রমাণ প্রদান করে। এ বিষয়ে গবেষণা করিলে দেখা যাইবে যে, যে সকল কারুকার্য্যের নিদর্শনকে এতকাল স্থানীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহা বাস্তবিকই সুদূর অতীতের কোন নক্সার প্রতিরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভারতীয় পুরাতত্ত্বের নিদর্শনের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন এ তত্ত্বটি খুব স্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হইতেছে। [খৃঃ] ১৮ শতাব্দীর একটি সিংহলী নস্যাধারের উপর 'তিরিঙ্গি তলই'র ('বাঁকাপাতা'র) নক্সা সারনাথে ধামেক স্তূপের ([খৃঃ] ৫ম শতাব্দী) একটি নক্সার ধারাবাহিকতা ও উদ্বর্ত্তনের নমুনা। এইরূপে উড়িষ্যার [খৃঃ] ১১শ ১২শ শতাব্দীর ব্রহ্মণ্য মন্দিরের অনেক প্রসাধক নারীমূর্ত্তির আদর্শ [খৃঃ] ২য় ও ৩য় শতাব্দীর জৈন ও বুদ্ধপ্রাকারের নক্সা হইতে গৃহীত—তাহারা যে সমজাতীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অর্দ্ধশয়ান গজোপরি উদগ্রসিংহের নক্সাটি

চিত্র ৫২।
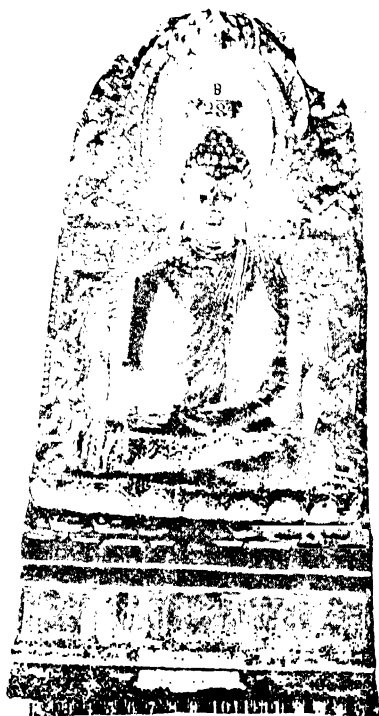
গজসিংহ চিত্র সম্বলিত

কুর্‌কিহারের বুদ্ধমূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১১৩

উড়িষ্যার সীমার বাহিরে পুরাতন শিল্পীদিগের (স্থপতি) উদ্ভাবিত ও উৎকল শিল্পীদের অতিপ্রিয় নক্সা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মধ্যযুগের মাগধী ভাস্কর্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এ-সকল নক্সা কেবলমাত্র উৎকল-হিন্দু-শিল্পীর নিজস্ব সম্পত্তি নহে, উহা [খৃঃ] নবম ও দশম শতাব্দীর বৌদ্ধ প্রতিমাকার-মাত্রেরই নিত্য ব্যবহারের প্রচলিত নক্সা ছিল। প্রচলিত ছাঁচের মধ্যে আমরা এই নক্সাটি বুদ্ধের সিংহাসনের পীঠের অলঙ্কার হিসাবে খোদিত দেখিয়াছি। উদাহরণস্বরূপে বিখ্যাত গয়া জেলার কুর্খিরা হইতে সংগৃহীত বুদ্ধমূর্ত্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ১ম চিত্র দ্রষ্টব্য—এক্ষণে এটি লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে B28। অধিকন্তু এই নক্সাটি পূর্ব্বতন ইতিহাস-বৃত্তান্তেও পাওয়া গিয়াছে। অজন্তার ৯ম সংখ্যা গুহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা প্রচারক বুদ্ধের (Buddha Preaching) উপবিষ্ট সুন্দর মূর্ত্তিটির সঙ্গে এই সিংহাসন ও গজোপরি উদগ্রসিংহের নক্সাটি দেখিতে পাই। এ গুহাটি [খৃঃ] ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে খোদিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। সেই গুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্রাদিতেও এ নক্সার পুনরাবির্ভাব দেখা যায় (৫)। এই আলঙ্কারিক নক্সার উদ্ভবের ইতিহাস সংগ্রহানু-সন্ধানে আমরা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শিল্প পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারি। অজন্তার ১৯শ সংখ্যক গুহাপ্রাচীরে অঙ্কিত বুদ্ধশ্রেণীতে আমরা বুদ্ধের সিংহাসনের পৃষ্ঠাসনের দুইপার্শ্বে এই সিংহের আবির্ভাব দেখিতে পাই, কিন্তু উহাতে অর্দ্ধশয়ান হস্তীর অভাব (৬)। [খৃঃ] ৫ম শতাব্দীতে খোদিত সারনাথের বুদ্ধমূর্ত্তিতেও এই সিংহাসনের মধ্যে

(৫) Griffith's Ajanta, Vol. I, Plate 38.
(৬) Ibid, Plate 39.

হস্তীর অভাব পরিলক্ষিত হয় (৭)। [খৃঃ] পঞ্চম শতাব্দীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সিংহের নক্সার পূর্ব্বতন রূপটি নির্দ্দিষ্ট বাঁধা-ছাঁচে পরিণত হইয়া ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে হস্তীর নক্সার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। আমরা অদ্যাবধি সিংহ ও হস্তীর সম্মিলিত নক্সার রূপের কোন উদাহরণ পাই নাই। ডাঃ স্পুনার কর্ত্তৃক পরিচালিত নালন্দার প্রাচীন কীর্ত্তি খননকালীন একটি অপূর্ব্ব পঞ্চধাতুর (Bronze) স্তম্ভশীর্ষ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই নিদর্শনটিতে প্রসাধক কলাকৌশলের প্রাচীনরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে। এই আবিষ্ক্রিয়ার গৌরব ডাঃ স্পুনার মহোদয়ের সহকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত মহাশয়ের প্রাপ্য, ইহা আমরা খননবিবরণ হইতে পাইয়াছি। পশ্চিম দিকের কোণ (site No 1) খননকালে দত্ত মহাশয় দক্ষিণবারান্দার পশ্চাতের দেওয়ালে নির্ম্মিত একটি ছোট কুলঙ্গী এবং তৎপার্শ্বেই একটি সুন্দর পঞ্চধাতু অথবা তাম্রনির্ম্মিত স্তম্ভ দেখিতে পান; সম্ভবতঃ উহা কোন ঊর্দ্ধদেশ হইতে পতিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—এবং এ পর্য্যন্ত আমরা যত স্তম্ভ দেখিয়াছি এরূপ অপূর্ব্ব স্তম্ভের সাক্ষাৎ কখনও ঘটে নাই। উহা ঊর্দ্ধে ৪ ফুট দীর্ঘ ও নিম্নাংশ কারুকার্য্যবিহীন, কিন্তু উহার উপরিভাগ বোধিকার আকারে গঠিত। ঐ স্তম্ভশীর্ষে অর্দ্ধশয়ান হস্তীর উপরে কেশরযুক্ত মূর্ত্তি খোদিত আছে এবং সিংহের মস্তকে দুইটি পদ্ম[illegible]ত চক্র স্থাপিত আছে। হুয়েন চাঙ্ বলেন নালন্দার সে বৃহৎ মঠটি মধ্যভারতে কোন এক নৃপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার বিবরণের সহিত গোণ্ডপ্রদেশের রাজচিহ্নের কোন সামঞ্জস্য আছে

(৭) Vincent Smith, History of Fine Art, Plate XXXVIII.

(চিত্র ৫৩)

নালন্দার স্তম্ভ শীর্ষ।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ১১৪

কি না তাহা ভাবিবার বিষয়। কিন্তু আমাদের মনে হয় ভারত-বর্ষেই 'অর্দ্ধশয়ান হস্তীর উপরে সিংহ' কারুকার্য্যটির বহুপ্রচলন সম্বন্ধে কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন; অবশ্য স্তম্ভটি যদি খোদিত হয় তবে অন্য কথা। এ পর্য্যন্ত স্তম্ভটি পরিষ্কৃত করা হয় নাই—সুতরাং উহার উপরে কোন লিপি আছে কি না তাহা অনুমান করা সুকঠিন। ঐ স্থানের অপরাপর প্রাপ্ত দ্রব্যাদির কাল অনুসারে এই তাম্রস্তম্ভের নির্ম্মাণকাল পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিতে হয় এবং এই নক্সার (অর্দ্ধশয়ান হস্তীর উপরে সিংহ) আবির্ভাব কালের সহিত এই স্তম্ভস্থাপনের কল্পনার যথেষ্ট মিল আছে। যদি আমরা এই প্রাপ্ত স্তম্ভের সহিত [খৃঃ] ৬ষ্ঠ, সপ্তম ও ৯ম শতাব্দীর এই প্রকার কলাকৌশলের তুলনা করি তবে দেখিতে পাই যে, উহাই এই সম্মিলিত নক্সা প্রদর্শন করিবার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রাচীন চেষ্টার ফল। ইহাই আবার উড়িষ্যার মন্দিরস্থাপত্যে সুপরিচিত ছাঁচে পরিণত হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি প্রাচীন বৌদ্ধশিল্পনিদর্শনে এই সম্মিলিত নক্সা একটি বিশেষ শিল্প-প্রথারূপে পরিণত হইয়াছিল; কিন্তু নালন্দায় প্রাপ্ত এই বস্তুটির প্রাচীন কারুকার্য্যের পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথার সহিত ইহার বিশেষ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। অতএব নালন্দার এই উদাহরণ পরবর্ত্তী কালের যাবতীয় নিদর্শন সমূহের যে একমাত্র আদিপুরুষ এ কথা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা যাইতে পারে। [খৃঃ] ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর চালুক্য, নায়ক ও বিজয়নগর-ভাস্কর্য্যে জটিল প্রথাগত ভঙ্গীতে রচিত নানা উদাহরণে এবং অত্যধিক ভূষণভারে পীড়িত নিদর্শনগুলির তুলনায় নালন্দায়প্রাপ্ত প্রাচীন আদর্শের সহিত এত বৈষম্য ঘটিয়াছে যে, উহার বংশগত সাদৃশ্য উপলব্ধি করা

একরূপ অসম্ভব। আবার দেখিতে পাই দক্ষিণাত্যের শিল্পে সিংহের চিত্রাবলীতে হস্তীর শুণ্ড গ্রহণ করিয়া পুরাণে সুপরিচিত 'য়ালির' মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

"অতএব এই হস্তীর উপরে দণ্ডায়মান সিংহের নক্সার পঞ্চম হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে এবং ইহা উত্তর, মধ্য, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই এবং পরে অন্যান্য সুপ্রাচীন কলাকৌশলের সহিত যবদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইহার অপ্রতিহত প্রচলন আজ পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হয় নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গালী কুম্ভকার (প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীর হতভাগ্য বংশধর) আজ পর্য্যন্ত কার্ত্তিক মাসে পূজিত জগদ্ধাত্রী দেবীর (দুর্গার অন্য রূপ) মৃণ্ময় প্রতিমার সেই প্রাচীন (হস্তী ও সিংহের) নক্সাটি বজায় রাখিয়াছে। সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী প্রতিমায় যে অর্দ্ধশয়ান হস্তীর প্রতিরূপ আছে তাহা প্রায় ১৫০০ শত বৎসরের অবিচ্ছিন্ন কলাপদ্ধতিকে বহন করিতেছে। উৎকল শিল্পের কাল ও পরিধির বাহিরে এই নক্সার আবির্ভাবে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহার মধ্যে গজপতি বংশের পতনের কোন রাজনৈতিক সূচনা নাই। অধিকন্তু ইহা উৎকল শিল্পীর মৌলিক উদাহরণও নহে। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, উৎকল শিল্পী এই নিদর্শন আত্মসাৎ করিয়া ইহার তিনটি বিশেষ রূপের, উল্টাগজসিংহ, বিরাজসিংহ, এবং ছিন্দাউদগজসিংহ এই তিনটি নাম দিয়াছে।

"এক্ষণে আমাদের এই নক্সার উদ্ভববিষয় বৌদ্ধ-শিল্পশাস্ত্রে অনুসন্ধান করিতে :হইবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় উহার মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণা নাই, বরং কেবলমাত্র অলঙ্কার হিসাবে

ইহার উদ্ভব হইয়াছে। সিংহাসনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অলঙ্কার রূপেই এই সিংহমূর্ত্তির সংযোজন এবং তাহার ফলেই ইহার অবশ্যম্ভাবী আবির্ভাব। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কেশরীকে পশুরাজ বলা হইয়াছে এবং সেই পশুরাজ চরিত্র প্রস্ফুট করিবার মানসেই এই গজরূপের সংযোজন ঘটিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। সিংহপদতলে করিমুণ্ড স্থাপনের কল্পনা সাহিত্য হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে এবং নক্সাটি সুপরিচিত উদ্ভট শ্লোকের সাক্ষাৎ প্রতিধ্বনি; কারণ ঐ শ্লোক মধ্যে পশুরাজের শক্তি ও সাহসের নিদর্শন স্বরূপ যে সাঙ্কেতিক চিত্রটি আছে তাহা করিরাজের মস্তক বিদারণের দৈনিক অভ্যাস বর্ণন করিতেছে—

> "ভিনত্তি মীমং (নিত্যং ?) করিরাজ-কুম্ভম্
> বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকম্।
> করোতি বাসং গিরিরাজ-শৃঙ্গে
> তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ (৮)॥"

শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

(৮) উদ্ভট শ্লোকমালা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কৃত, পৃষ্ঠা ৮৭।

রেবন্ত।

পৃঃ ১২, কোনারকের কথা।

আমরা কোনারক মন্দির-বর্ণনা-প্রসঙ্গে যথাস্থানে অশ্বারূঢ় সূর্য্য মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের উড়িষ্যা এবং তদ্দেশীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যাবশেষ' নামক গ্রন্থে কোনারক মন্দিরের উত্তরদিকের মধ্যের খাঁজে অবস্থিত অশ্বারূঢ় সূর্য্যমূর্ত্তি এবং তাঁহার খড়্গ-চর্ম্মপাণি দুইটি অনুচর ও অপর দুইটি ক্ষুদ্রাকৃতি সশ্মশ্রু সহচরের উল্লেখ করিয়াছেন (১)। ঢাকা যাদুঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই বর্ণনা হইতে অনুমান করিয়াছেন যে এই ক্ষোদিত মূর্ত্তিটি সূর্য্যের নহে, তাঁহার পুত্র রেবন্তের (২)।

শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় কালিকাপুরাণ (বঙ্গবাসী সং ৪৫ অধ্যায়), শব্দকল্পদ্রুম (২য় সংস্করণ পৃঃ ৫৫৫৫), ১৯০৯ খৃঃ অব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকার ৩৯১ পৃঃ উদ্ধৃত বৃহৎ সংহিতার শ্লোক প্রভৃতি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন যে 'এই ঘোড়ায় চড়া মূর্ত্তিগুলি রেবন্তের'। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ণনা হইতে মূর্ত্তিটি যে বর্ম্মাবৃত তাহা বুঝা যায় না এবং তাঁহার হস্তে ধনু ও তরবারি এবং পৃষ্ঠে 'বাণসমন্বিত তূণ' রহিয়াছে, এরূপ কথার উল্লেখ নাই। আমরা অগ্নিপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যথাস্থানে দেখাইয়াছি যে অশ্বারূঢ় সূর্য্যমূর্ত্তিও অশাস্ত্রীয় নহে। শ্রীযুক্ত এইচ, আর, কে (Kaye) হিন্দুদিগের [illegible] দেবতা-প্রসঙ্গে এই কথার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে অগ্নিপুরাণ মতে সূর্য্যের

---

(১) M. Ganguly's Orissa and her remains, p. 448.

(২) প্রবাসী, কা[illegible], ১৩২৭, পৃঃ ৪১৩।

অশ্বোপবিষ্ট একক মূর্ত্তিও নির্ম্মিত হইতে পারে এবং কোনারকে এরূপ সূর্য্যমূর্ত্তি দেখা গিয়াছে (৩)।

সূর্য্যমন্দিরে সূর্য্যপুত্র রেবন্তের মূর্ত্তির 'সম্মানের স্থান' পাওয়া বিচিত্র না হইলেও মূর্ত্তির বিবিধ লক্ষণাদি উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া এ সম্বন্ধে স্থির মত প্রকাশ করা যায় না। রেবন্ত মৃগয়ার দেবতা; তাঁহার সহিত সশস্ত্র মৃগয়া-যাত্রী অনুচর থাকা সম্ভব বটে কিন্তু মূল বিগ্রহের পৌরাণিক বর্ণনানুযায়ী আয়ুধ-লাঞ্ছনাদি লক্ষণ সম্পূর্ণ মিলিয়া না গেলে সন্দেহের নিরসন হয় না। দুঃখের বিষয় গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থে এ মূর্ত্তিটির চিত্র প্রকাশিত হয় নাই এবং আমাদিগেরও কোনারকস্থ বিভিন্ন মূর্ত্তির সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্মরণ নাই। এই প্রসঙ্গে, রেবন্ত যে নবগ্রহাদির ন্যায় জ্যোতিষিক দেবতা নহেন ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভট্টশালী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে 'রেবন্তের পূজা নিরজনা নামক রাজানুষ্ঠেয় পদ্ধতির সমাপ্তিসূচক অঙ্গ'। অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রাচীন মধ্যমিকা নগরীর ধ্বংসাবশেষ-মধ্যে প্রাপ্ত 'সাদূমাতা' নামক মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ইহা সূর্য্যপুত্র রেবন্ত ব্যতীত আর কাহারও হইতে পারে না (৪)। এ মূর্ত্তিটি অশ্বে উপবিষ্ট, এক হস্তে বল্গা অপর হস্তে চষক (পানপাত্র)। পশ্চাৎস্থিত পরিচারক মস্তকে ছত্রধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। মূর্ত্তির কিয়দংশ বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় এখন ছত্রেরদণ্ডটি মাত্র অবশিষ্ট। অধ্যাপক মহাশয়ের পুস্তকে মূর্ত্তিটির একখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে (৫)।

---

(৩) J. A. S. B. (N. S.) Vol XVI, 1920, p. 69.

(৪) The archaeological remains and excavations at Nagari, (memoir no. 4), p. 125.

(৫) Ibid, Pl. XV. b.

সূর্য্য।

১৭ পৃঃ ৬৩, কোনারকের কথা।

বৈদিক যুগে।

হিন্দুদেবতাগণের মধ্যে সূর্য্য অতি প্রাচীন। হিন্দুর প্রাচীনতম-গ্রন্থ ঋগ্বেদেও তপনদেব সূর্য্যনামেই অভিহিত হইয়াছেন। বেদে শুধু সূর্য্যের চক্রাকার (Disc) মণ্ডলেরই উপাসনা করা হয় নাই, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাহা-কিছু উপলভ্য বিষয় অন্তরীক্ষে দৃষ্ট হয় তাহাতেই অন্তর্নিহিত দৈবীশক্তির অস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষিত হইয়াছে। বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন মনুষ্য যেমন গমনশীলা যুবতী স্ত্রীর অনুগমন করে সূর্য্যদেব সেইরূপ দীপ্তিশালিনী ঊষাদেবীর অনুগমন করেন (১)। ('ওঁ সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্য্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ')।

ঋগ্বেদের এই বর্ণনায় গ্রীক পুরাণের দাফ্নে ও অ্যাপোলো-সংক্রান্ত বৃত্তান্তের কথা (Myth) মনে পড়ে। দাফ্নে (সংস্কৃত দহনম্) রক্তিমাভ ঊষা জ্ঞাপক ; অ্যাপোলো (গ্রীক সূর্য্যদেবতা) কামোন্মত্ত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন (২)।

অরফুস ও ইউরিডিস সংক্রান্ত আখ্যানও (The myth of Orpheus and Eurydice) সূর্য্য ও ঊষা বিষয়ক। তবে অন্ধকার-ময় যমপুরে (Pluto's dominions) ইউরিডিসের অধিককাল অবস্থিতির সমন্বয় করিতে গেলে মেরুপ্রদেশের দীর্ঘকালস্থায়ী দিবা ও

---

(১) R. V. I. 115. 2.

(২) Sayce's Introduction to the Science of Language, Vol. II. p. 251.

অরোরা বোরিয়ালিস্ (Aurora Borealis) নামক উষার কথা স্মৃতিপথে উদিত হয় (৩)।

ঋগ্বেদের সবিতা জগৎপ্রসবিতা। পাশ্চাত্যদেশের নীহারিকা-বিষয়ক মতবাদ অর্থাৎ 'বাষ্পময় সূক্ষ্মভূতে-বিলীন বিশ্বসংসার তাপ-বিকীরণ দ্বারা পৃথিব্যাদির আকার ধারণ করিয়াছে' লাপ্লাস প্রচারিত জগদুৎপত্তি-বিষয়ক এই ধারণা (Nebular Theory) বুঝি বা সুপ্রাচীন সবিতৃ-বিষয়ক কল্পনারই বৈজ্ঞানিক পরিণতি। সবিতৃদেবের নামান্তর বিবস্বান্। ইঁহার পুত্র বৈবস্বত মনুই আমাদিগের সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্বপুরুষ বা আদি মানব। ঋগ্বেদের কাহিনীতে যমী বৈবস্বতী ভগ্নী হইয়াও ভ্রাতা যম বৈবস্বতের প্রণয় কামনায় ভ্রাতৃকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা (৪)। এখানে যেন সংস্কারাচ্ছন্ন ঋগ্বেদীয় ঋষি আদি মানব ও প্রথম মানবীকে ভাই-ভগ্নীরূপে সৃষ্টি করিয়াও তাঁহাদিগকে উদ্বাহসূত্রে বাঁধিয়া দিতে সঙ্কুচিত। আবার সূর্য্যকন্যা সূর্য্যা অশ্বিনীকুমারযুগলের সহিত বিধিমতে উপযতা হইয়া ঋগ্বেদের পূর্ব্বমন্ত্রের ঋষির সংস্কারজনিত সঙ্কোচ বিদূরিত করিলেন; (৫) কারণ অশ্বিনী বা সূর্য্যকুমারদ্বয় সূর্য্যার ভ্রাতা। ঋগ্বেদে সূর্য্যার বিবাহ-বর্ণনামূলক মন্ত্রই অদ্যাপি আমাদের সমাজে বিবাহের মন্ত্ররূপে প্রচলিত; ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে মনুষ্যসৃষ্টি বা সমাজে বিবাহ-পদ্ধতি-প্রচলনের মূলে এই সবিতা, বিবস্বান্ বা সূর্য্যদেব। গায়ত্রী মন্ত্রের সবিতা 'সূর্য্য' অর্থ জ্ঞাপক কি 'পরব্রহ্ম'

(৩) পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলকের Arctic Home in the Vedas নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে।

(৪) R. V. X. 10.

(৫) R. V. X. 85.

জ্ঞাপক ইহা লইয়া যতই মতভেদ থাকুক, (৬) 'জগৎসৃষ্টির অব্যবহিত কারণ' যে সূর্য্য, তাহা অস্বীকার করিবার নহে এবং বৈদিক সন্ধ্যাবিধিতেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা-কালীন মন্ত্রাদিতে সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাতে সৌর উপাসনার প্রভাব যে অস্পষ্টরূপে সূচিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

মিত্র ও আদিত্য সূর্য্যের অপর দুইটী নাম। মিত্র শব্দের অর্থ বন্ধু। ইনিই পাশ্চাত্য ও ইরানীয় মিথ্র। আদিত্য শব্দ দেবতামাত্র-বাচী। কেহ কেহ বলিতে চাহেন, আদিত্যই যে আদি বা মুখ্য দেবতা তাহা তাঁহার এই নামটীতেই পরিস্ফুট।

বেদের পরবর্ত্তীযুগে।

বেদের পরবর্ত্তীযুগে—ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে—আদিত্যগণ দ্বাদশ সংখ্যক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব হইতেই ইঁহারা সৌর বা জ্যোতিষিক দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছিলেন কি না সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণ মতে দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাসের প্রতিনিধি স্বরূপ (৭)। সবিতৃ, মিত্র, অর্য্যমন, পূষণ প্রভৃতি শব্দগুলি যে সূর্য্যদেবেরই বিভিন্ন নাম, এ আভাসও স্পষ্টই পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময় পুরুষ বিশ্বচরাচরের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; (৮) এবং উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে সূর্য্যের কিরণমালার ধ্যানের

(৬) উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩২৫ পৃঃ ৪১৬।

(৭) S. B., vi, 1, 2^{8}, xi, 6, 3^{8} ref. to by G. R. Kaye in J. A. S. B., (N. S,) XVI, 1920, p. 60.

(৮) Ch. U. 1, 6^{6-8} quoted by G. R. Kaye in loc. cit. p. 60, foot-note 3.

কথা উল্লিখিত আছে। মহাভারতে সূর্য্যের ১০৮টি নাম পাওয়া গিয়াছে (৯)। রামায়ণেও সূর্য্যের স্তুতিবাদ দৃষ্ট হয়। মহর্ষি অগস্ত্য, রামকে প্রতিদিন "আদিত্যহৃদয়" নামক স্তোত্র আবৃতি করার উপদেশ দিয়াছিলেন (১০)। বৌদ্ধজাতক গ্রন্থেও সূর্য্যপূজার উল্লেখের অভাব নাই (১১)। বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে সূর্য্য-সংক্রান্ত যে সকল উক্তি পাওয়া যায় তাহা আমরা গ্রন্থ মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি, সুতরাং এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সূর্য্যের বাহন।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে উল্লিখিত আছে যে দূরদৃষ্টি-শালী সূর্য্যদেবতাকে সাতটি 'হরিত' অশ্বে বহন করিয়া লইয়া যায় (১২) ('সপ্তত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য')। আবার ৫ম মণ্ডলে দেখিতে পাই যে "তাঁহার সপ্তাশ্বে বাহিত হইয়া সূর্য্যদেব যেন তাঁহার সুদীর্ঘ যাত্রার জন্য বহুদূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে গমন করেন (১৩)। ('আসূর্য্যো যাতু সপ্তাশ্বঃ ক্ষেত্রং যদস্যোর্বিয়া দীর্ঘয়াথে')। সূর্য্যের বাহনাদি সম্বন্ধে বৈদিক বর্ণনায় সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। অথর্ব্ববেদের বর্ণনা-মতে কখনও বা তাঁহার রথ একাশ্ব-বাহিত, কখনও বা রথ সংযুক্ত

(৯) iii. 3, loc. cit. foot note, 5.

(১০) vi. 106, vide passage quoted by Kaye in loc. cit, foot-note 6.

(১১) Nos. 159, 534 (Ed. E. B. Cowell) referred to in loc. cit. foot-note 7.

(১২) "Seven bay steeds harnessed to thy car bear thee, O thou far-seeing one." R. V. I. 508.

(১৩) "Borne by his coursers seven, may Surya visit the field that spreadeth wide for his long Journey". R. V. 5. 45. 9. Griffith's Rigveda p. 513.

বাজিসমূহের সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট; কোথাও বলা হইয়াছে তাঁহার বাহন 'অশ্ব', কোথাও বা বলা হইয়াছে 'অশ্বী'—কোথাও সপ্তাশ্বের উল্লেখ, কোথাও 'হরিতা' বলিয়া পরিচিতা অশ্বিনীদিগের কথা, আবার কোথাও বা বলা হইয়াছে সাতটি দ্রুতগামী ঘোটকী তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যায়। এই সপ্ত ঘোটকী তাঁহার রথের দুহিতৃ-বর্গরূপে পরিগণিতা (১৪)।

সূর্য্যের অশ্বগুলি তাঁহার রশ্মিদ্যোতক। এই রশ্মিগুলিও সংখ্যায় সাতটি; ইহারাই সবিতৃদেবতাকে বহন করিয়া থাকে বলিয়া উক্ত হইয়াছে (১৫)। "সূর্য্যের অশ্ব অর্থাৎ কিরণ সকল কল্যাণময়, সর্ব্বব্যাপক, বিচিত্র-বর্ণ এবং আমাদের যথাক্রমে স্তবনীয়। সেই কিরণ সকল আমাদের নমস্কার প্রাপ্ত হইয়া শূন্যলোকের উপরে আরোহণ করিতেছে এবং তখন স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে ব্যাপ্ত করিতেছে (১৬)।" আধুনিক বিজ্ঞান-মতে সৌরকিরণ বিশ্লেষণ করিয়া আমরা যে ধূমল

(১৪) "He has a car which is drawn by one steed, called Etasa (7, 63[2]) or by an indefinite number of steeds (1, 115[3], 10, 37[3], 49[7]) or mares (5, 29[5]) or by seven horses (5, 45[9]) or mares called Haritah (1, 50[8-9]; 7, 60[3]) or by seven swift mares. (4. 13[3]), Macdonell's Vedic Mythology, p. 30.

"His seven mares are called the daughters of the car (1, 50[9])" Ibid p. 31.

(১৫) Surya's horses represent his rays which are seven in number (8, 61[16]) for the latter it is said bring (vahanti) him. Ibid p. 31.

(১৬) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের অনুবাদ।

"ওঁ ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য, চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ।
নমস্যন্তো দিব আপৃষ্ঠমস্থুঃ, পরিদ্যাবাপৃথিবীযন্তি সদ্যঃ।
R. V. I. 115, 7.

নীল প্রভৃতি সাতটি বর্ণ পাইয়া থাকি (vibgyor spectrum) বৈদিকযুগে আর্য্য সূক্ত-রচকগণ সূর্য্যের সাতটী ঘোড়ার দ্বারা যে তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন একথা বলিতে গেলে আধুনিক পণ্ডিতগণ স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের গৌরবমূলক (Chauvinism) পক্ষপাতিত্বের অপবাদ দিতে ছাড়িবেন না। আধুনিক বাঙ্গালী চিত্রকর সূর্য্য-দেবের রথে নীলধূম্রলাদি সাতটি বিভিন্ন বর্ণের অশ্ব সংযোজন করিলেও ডাঃ ফোগেল (Vogel) প্রমুখ প্রবীণ প্রত্নতাত্ত্বিকের পন্থানুসরণে অনেকেই হয় তো সপ্তাশ্ব সপ্তাহের সপ্তদিবস-বাচক (১৭) ইহাই ন্যায়সঙ্গত অর্থরূপে গ্রহণ করিবেন। সূর্য্যের অশ্ব গণনায় সাতটি হইলেও উহারা যে যথাক্রমে বিশ্লিষ্ট দিবালোকের বর্ণচ্ছত্রের (spectrum) অনুযায়ী বর্ণবিশিষ্ট, এমন কথা কোন প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থে লিখিত নাই। সুতরাং এ সকল বিতণ্ডায় কোন পক্ষেরই সন্দেহ যে একেবারে মিটিয়া যাইবে এরূপ ভরসা করা যায় না। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার নব-প্রকাশিত সারনাথের ইতিহাসে ডাঃ ফোগেলের মতের প্রতিবাদ করিয়া 'সূর্য্য তেজের সাতটি বর্ণ' বিষয়ক মতেরই সমর্থন করিয়াছেন (১৮)। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বাঞ্ছনীয়। শ্রীযুক্ত বিম্‌স লিখিয়াছেন, সূর্য্যের চক্রের দ্বাদশটি 'অর' (spokes) যে দ্বাদশ মাস-জ্ঞাপক ভাগবতে একথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের বর্ণনা-মতে সূর্য্য সপ্তফণা-বিশিষ্ট নাগ-শীর্ষ চন্দ্রাতপ-তলে উপবিষ্ট। তাঁহার সাতটি

---

(১৭) "The last-mentioned feature reminds of Surya, the Sun God, whose chariot is drawn by seven horses evidently an allusion to the seven days of the week."—Dr. T. Ph. Vogel's Introduction to D. R. Shahni's Guide to Sarnath.

(১৮) সারনাথের ইতিহাস পৃঃ ৮১।

অশ্ব। তিনি দ্বাদশটি বিভিন্ন আখ্যায় অভিহিত। ইহাতে দ্বাদশমাসে অয়নমণ্ডল (Ecliptic) পরিভ্রমণ-কালে তাঁহার যে সকল বিভিন্ন শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহাই সূচিত হইয়াছে (১৯)। ভুবনেশ্বরের অদূরবর্ত্তী খণ্ডগিরির অনন্ত গুম্ফায় ক্ষোদিত রথে সমাসীন সূর্য্য-মূর্ত্তির উপরিভাগে এইরূপ নাগচন্দ্রাতপ দৃষ্ট হয়। উড়িষ্যায় সৌররথের ইহাই প্রাচীনতম নিদর্শন। কুম্ভকোণম্ কলেজের জনৈক হিন্দু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস্-ভি বেঙ্কটেশ্বর মহাশয় লিখিয়াছেন, (২০) "সূর্য্যমূর্ত্তির সহিত অশ্বচিহ্ন যে সকল ক্ষেত্রেই বিদ্যমান থাকিবে এমন নহে। সপ্তাশ্ব দেখিয়াই যে সূর্য্যমূর্ত্তি চিনিতে হয় সত্যের মর্য্যাদা রাখিতে গেলে এ কথাও আর বলা চলে না। সারনাথের ক্ষোদিত প্রস্তরে (G 36) সূর্য্যের রথের যে চিত্রটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তুরঙ্গম সংখ্যা তিনটির অধিক নহে ; (২১) আবার বোধগয়ার রেলিং ভাস্কর্য্যে সূর্য্যের রথে চারিটি অশ্ব সংযোজিত রহিয়াছে লক্ষিত হয়।" শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরগাত্রে যে সকল ক্ষোদিত চিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে 'অরুণ'-সারথিযুক্ত চতুরশ্ব-শোভিত একখানি সূর্য্যদেবের রথের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে (২২)। এ চিত্র দশম বা একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী না হওয়াই সম্ভব। আবার বাহন-বিহীন,

---

(১৯) Beams in Elliott's Glossary quoted by C. U. Wills in *J. A. S. B. (N. S.) XV (1919) p. 217.*

(২০) *J. R. A. S. Pt. III & IV, 1918. p. 521.*

(২১) Catalogue of the Museum of Archaeology at Sarnath (Guide to Sarnath) by D. R. Shahni. p. 322.

(২২) M. Ganguly's Orissa. p. 365.

(চিত্র ৫৪)

অনন্ত গুম্ফার সৌর রথ,

খণ্ডগিরি।

পৃঃ ১২৬]

[ফার্গুসনের চিত্র অবলম্বনে]
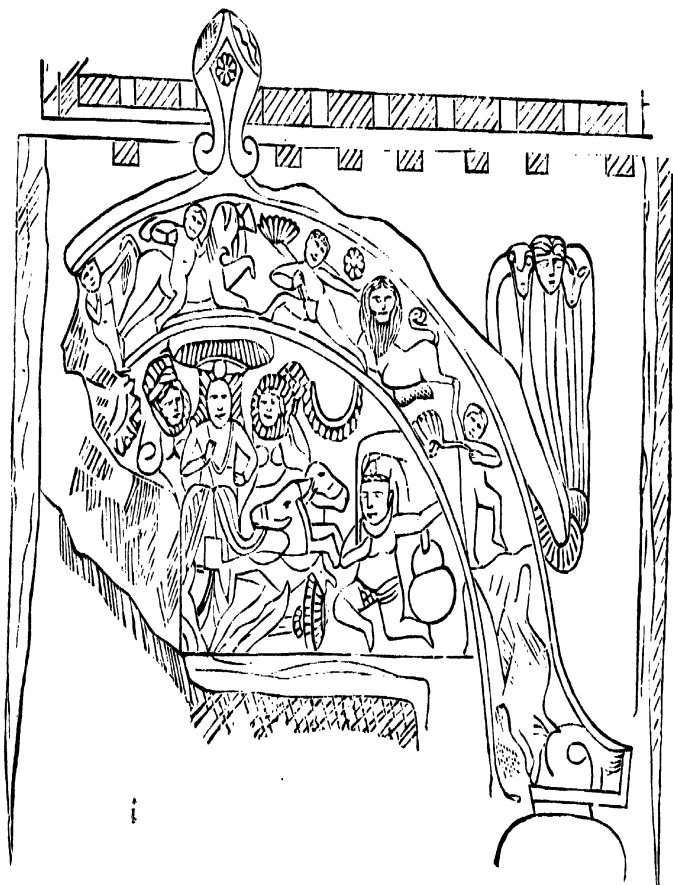
শুধু দ্বিপদ্মধর সূর্য্যমূর্ত্তিও যে ভারতে দুর্লভ নহে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না (২৩)।

দক্ষিণ-ভারতীয় সূর্য্য-মূর্ত্তিগুলিতে অশ্বচিহ্ন বড় দেখা যায় না। সূর্যমূর্ত্তি-বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে বরাহমিহিরও অশ্বাদির কোন উল্লেখ করেন নাই। হেমাদ্রির দানখণ্ডে সূর্য্যদেবের রথের কথা বর্ণিত হইলেও অশ্বের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না (২৪)। ইহার পরবর্ত্তীগ্রন্থ শিল্পরত্নে সূর্য্যের অশ্ব-সংখ্যা সাতটি বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্প (২৫) ও প্রধান পুরাণগুলিতে কিন্তু সূর্য্যাশ্ব সম্বন্ধে এই শেষোক্ত মতই সমর্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই (২৬)। মৎস্য পুরাণে একস্থানে "সপ্তাশ্বঃ সপ্তরজ্জুশ্চ দ্বিভুজঃ স্যাৎসদারবিঃ" (২৭) এবং অন্যত্র "সপ্তাশ্বং চৈক চক্রঞ্চ রথং তস্য প্রকল্পয়েৎ" (২৮) এইরূপ লিখিত আছে। বায়ুপুরাণমতে সূর্য্যদেব তাঁহার সপ্ত হয়-যুক্ত এক চক্র রথযোগে সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্রান্ত পরিভ্রমণ করেন। "সসপ্তাশ্বে সৈক

(২৩) Prof. Macdonell's The History of Hindu Iconography, Rupam, No. 4. October, 1920, p. 14.

(২৪) J. R. A. S. Pt. III and IV, 1918, p. 251.

(২৫) একচক্রং সসপ্তাশ্বং সসারথিং মহারথম্।
হস্তদ্বয়ং পদ্মধরং কঞ্চুকশ্চর্ম্ম বক্ষসম্॥
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় উদ্ধৃত, ১৮ ভাগ, পৃঃ ১৯৬।

(২৬) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ষোড়শ ভাগ পৃঃ, ১৮৭।

(২৭) মাৎস্য ৯৪, ১ (বঙ্গবাসী সংস্করণ) পৃঃ ২৯৫।

(২৮) মাৎস্য ২৬১, ২, বং, সং, পৃঃ ৯০২ ।

চক্রে রথে সূর্য্য দ্বিপদ্মধৃক্" অগ্নিপুরাণের এই পদটিও প্রায়শঃ উদ্ধৃত হইতে দেখা যায় (২৯)।

বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পমতে সূর্য্যের রথের নাম মকরধ্বজ। মৎস্য-পুরাণেও ইহার একটি বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। 'এই রথ এক চক্রোপরিস্থিত এবং পঞ্চ-অর-যুক্ত। উহাতে তিনটি নাভি এবং হিরণ্ময় ক্ষুদ্র অষ্টচক্র ও একটি নেমিযুক্ত একটি বৃহৎ চক্র আছে। সূর্য্য সেই রথে গমনাগমন করেন' (৩০)।

অনন্ত গুম্ফাস্থ রথোপবিষ্ট সূর্য্যদেবের ক্ষোদিত চিত্রের দক্ষিণ-ভাগের কিয়দংশ নষ্ট হইয়া গেলেও দুইটি অশ্ব সম্পূর্ণ ও একটি আংশিকভাবে এখনও বিদ্যমান (৩১)। সম্ভবতঃ রথসংবদ্ধ চারিটি অশ্বই পূর্ব্বে যথাযথভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

সূর্য্যের অনুচর।

সূর্য্যের দুই পার্শ্বে তাঁহার 'প্রভা' ও 'ছায়া' নাম্নী পত্নীদ্বয় (৩২)।

---

(২৯) "অহোরাত্ররথেনাসৌ একচক্রেণ তু ভ্রমন্
সপ্তদ্বীপ সমুদ্রান্তং সপ্তভিঃ সপ্তভির্হয়ৈঃ" ॥
বায়ুপুরাণ ৫২ অধ্যায়, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় উদ্ধৃত, (১৬ ভাগ, পৃঃ ১৮৭)।

(৩০) স্থিতেন হ্যেক চক্রেণ পঞ্চারেণ ত্রিনাভিনা।
হিরণ্ময়েণাণুনা বৈ অষ্টচক্রৈকনেমিনা।
চক্রেণ ভাস্বতা সূর্য্যঃ স্যন্দনেন প্রসর্পিণা ॥
মৎস্য পুরাণ (বঙ্গবাসী সং) ১২৫, ৩৮, পৃঃ ৩৮৩।

(৩১) বার্জেস প্রণীত Archaeology in India নামক গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় এই ক্ষোদিত চিত্রের একখানি ছবি প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩২) অংশুমদ্ ভেদাগম অনুসারে সূর্য্যের চারিটি পত্নী রাজ্ঞী, সুবর্ণা, সুবর্চ্চসা ও ছায়া। বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পমতে সূর্য্যের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মূর্ত্তিটি 'নিক্ষুভা' ও বাম পার্শ্বস্থ মূর্ত্তিটি 'রাজ্ঞী' নামে পরিচিতা। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৮ ভাগ, পৃঃ ১৯৬)। রাজ্ঞী শব্দ নাম বাচক, 'রাণী' অর্থে ব্যবহৃত নহে; রাজ্ শব্দ উজ্জ্বলতা-জ্ঞাপক। রাজ্ঞী চামর, ও নিক্ষুভা ছত্র ধারণ করিয়া থাকেন।

গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর (Apollo) সঙ্গীদিগের ন্যায় ইহারা কেহই ধনুর্ধারিণী নহেন। অনন্ত গুম্ফার চিত্রে সূর্য্যের বামভাগে কিয়দ্দূরে শশিকলা ও নক্ষত্রনিচয় ক্ষোদিত রহিয়াছে। যে সৌরোপাসনা উড়িষ্যায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পরবর্ত্তীকালে কোণার্কে বিশাল স্মরণচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে এই সুপ্রাচীন আলখ্য হইতে তাহার প্রারম্ভকালীন অবস্থার বিষয় কতকাংশে অনুমান করা যায় (৩৩)। দ্রাপৃথু নামক স্থানের সূর্য্যমন্দিরে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তির যে চিত্র স্বর্গীয় মার্টিনের গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে (৩৪) তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি ধনুর্ধারিণী স্ত্রীমূর্ত্তি ও নিম্নদেশে দ্বারপালরূপে সজ্জিত দুই দুইটি মিথুন মূর্ত্তি। একটি দ্বার-পালিকার হস্তে তরবারি ও চামর এবং অপরটির হস্তে তরবারি ও পদ্মপুষ্প—ভীষণতা ও মাধুর্য্যের যেন অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। সূর্য্যমূর্ত্তিটি ভগ্ন-শীর্ষ হইলেও চিত্র দেখিয়া শিল্পকুশল ভাস্কর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্ব-বর্ণিত যে দুই জন সূর্য্যসহচরী ধনুর্ব্বাণ সাহায্যে অন্ধকার বিদূরিত করিতে নিযুক্তা তাঁহাদের নাম উষা ও প্রত্যুষা। এলোরা গুহার প্রস্তর ক্ষোদিত সূর্য্য মূর্ত্তিতেও এইরূপ দুইটী ধানুকী দৃষ্ট হইয়া থাকে (৩৫)। সূর্য্যের সহিত কুন্তী (কুণ্ডী) বা দণ্ডী এবং পিঙ্গল এই নামে অভিহিত খড়্গাধারী দুইজন দ্বারপাল থাকেন। মতান্তরে পিঙ্গল হস্তদ্বয়ে তাল-পত্র ও লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন। অগ্নিপুরাণমতে পিঙ্গল

(৩৩) Archaeology in India by James Fergusson pp. 34—35.

(৩৪) M. Martin's Eastern India Vol. I. (Behar & Sahabad) Ed. 1838, Fig. 3, Pl. XVI.

(৩৫) Fergusson and Burgess's Cave Temples of India. Pl. LXXXVII.

গদাধারী এবং কুন্তী হস্তধার ও লেখনী লইয়া বিশ্বের অস্তিত্বকাল ও জগৎবাসী জীবসমূহের পাপপুণ্য নির্দ্ধারণে নিযুক্ত। সূর্য্যের হস্ত দণ্ডী ও পিঙ্গলের শিরোদেশে ন্যস্ত না থাকিলে তাঁহাদিগকে শূল ও চর্ম্ম ধারণ করিতে দেখা যায়। রেবন্ত, যম এবং দুইজন মনু—সূর্য্যের এই চারিটি পুত্রও কখনও কখনও তাঁহার দুই পার্শ্বে অবস্থিত থাকেন (৩৬)। ইহা ব্যতীত অগ্নিপুরাণে দুই জন চামরধারিণীরও উল্লেখ দেখা যায়। কেহ কেহ সূর্য্যের বিভিন্ন পার্শ্বচরের মধ্যে কোন কোনটির সহিত মিথ্রোপাসনা সম্পর্কীয় দাদোফোরি (Dadophori) দিগের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন (৩৭)। দাদোফোরাস্ শব্দের অর্থ উল্কাবাহক। বৃষ-হনন-নিরত মিথ্রের দুই পার্শ্বে যে দুইটি তরুণ যুবক দেখা যায় তাহাদিগের হস্তে উল্কা (মসাল) থাকে বলিয়া তাহারা উক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই অনুচরদ্বয় বসন্ত ও শীত, তথা জীবন ও মৃত্যুজ্ঞাপক বলিয়া বিবেচিত। মঁসিয়ে কুমোঁ বিরচিত মিথ্রবাদ-বিষয়ক গ্রন্থে দাদোফোরির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩৮) ও প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তির চিত্রাদি (৩৯) প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিলে দণ্ড, পিঙ্গল প্রভৃতি সূর্য্য অনুচরের সহিত এই দুইটি যুবকের যে কোন সাদৃশ্যই নাই সে কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সূর্য্য সহচরীদিগের চামর প্রস্তর ক্ষোদিত মূর্ত্তিনিচয়ে উল্কাবৎ প্রতীয়মান হওয়ায় সম্ভবতঃ এই ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

(৩৬) G. N. Rao's Hind Icon. Vol. I. pt. II. p. 309.

(৩৭) J. A. S. B. (N. S.) XVI, 1920. p. 54.

(৩৮) F. Cumont's The Mysteries of Mithra (translated by Mc Cormack) Ed. 1903, p. 129.

(৩৯) Ibid p. 128, fig. 29 ; p. 68, fig. 18.

পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

সাধারণতঃ দেবতাগণ একপত্নী হইলেও সূর্য্যের বেলা একাধিক জায়ার উল্লেখ দেখিতে পাই। এ সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকায় যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা কৌতূহলকর হইলেও ঐতিহাসিক গবেষণার পক্ষে বিশেষ সাহায্যকারী নহে। সূর্য্যের পত্নী বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞাদেবী স্বামীর প্রচণ্ডতেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ছায়া নাম্নী অপরা স্ত্রীকে স্বস্থানে রাখিয়া পলায়ন করেন। বিশ্বকর্ম্মা কন্যাকে নিজগৃহে স্থান দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় সংজ্ঞা ঘোটকীরূপ পরিগ্রহ করিয়া মরু প্রদেশে অবস্থান করেন। পরে সংজ্ঞার পলায়ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সূর্য্য পত্নীর অন্বেষণে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলে বিশ্বকর্ম্মার পরামর্শে তাঁহার দুঃসহ দৈহিক তেজ শানযন্ত্র সাহায্যে কতকটা কাটিয়া কমাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু পা-দুখানির প্রচণ্ড প্রভা পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ থাকে; তাই অতিরিক্ত তেজানিবন্ধন সূর্য্যের চরণদ্বয় আবৃত করিয়া রাখার জন্য উপানৎ-পরিধান-পদ্ধতির আবশ্যকতা হয় এবং সেই অবধি সূর্য্যদেবের চরণে উপানৎ।

চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে এ নিয়ম পালন না করিলে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইতে হইবে এ ভয়ও শাস্ত্রকারগণ দেখাইতে ছাড়েন নাই (৪০)।

সূর্য্যের বেশভূষা।

সূর্য্যদেবের পদে উপানৎ মস্তকে, মণিময় মুকুট, হস্তে পদ্মদ্বয়। তাহার ত্রিনেত্র মস্তকের কেশগুলি আকুঞ্চিত। অঙ্গে কেয়ুর, হার,

---

(৪০) মৎস্য পুরাণোক্ত এই বিবরণ ষোড়শভাগ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৮৫—১৮৬ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে।

অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কার। তন্ত্রসারোক্ত ধ্যানমতে (৪১) তিনি পদ্মদ্বয় ব্যতীত চক্র, শক্তি, পাশ, অক্ষমালা, কপাল প্রভৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। সূর্যদেবের বক্ষোদেশ কঞ্চুক ও চর্ম্মে আবৃত; মৎস্য-পুরাণের বর্ণনার মতে তাঁহার দেহ চোলক বা বর্ম্মে আচ্ছন্ন।

কর্ণাট প্রভৃতি দক্ষিণ দেশের সূর্য্যমূর্ত্তিগুলিতে উপানহের পরিবর্ত্তে যে উদর-বন্ধ থাকে উত্তরাপথের মূর্ত্তি সমূহে তাহা প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। ভবিষ্যপুরাণে ইহা অভ্যঙ্গ এবং মৎস্য পুরাণে 'পাণিয়াঙ্গ' নামে অভিহিত (৪২)। নাগগণ সূর্য্যদেবকে প্রতিবৎসর একটি করিয়া স্বর্ণনির্ম্মিত অৰ্দ্ধশ্বেত অর্দ্ধরক্তবর্ণ অভ্যঙ্গ প্রদান করিত; তাই সূর্য্যোপাসকদিগের মধ্যেও এইরূপ কটিসূত্র ধারণ করার প্রথা প্রচলিত হয় (৪৩)। আমরা উপানদ্‌গূঢ়পাদ যে সূর্য্যমূর্ত্তিগুলি দেখিতে পাই তাহা পরিচ্ছদ সাদৃশ্যে পাশ্চাত্যদিগের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। আজানু-সমুত্থিত উপানৎযুগল বৈলাতিক ওয়েলিংটন (Wellington) বা ব্লুশারবুট (Blucher boots) প্রভৃতিরই জ্ঞাতিত্ব জ্ঞাপন করে। বরাহমিহির সূর্য্যের উদীচ্যবেশের কথা বেশ স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন তাই প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থেও সূর্য্যদেবকে dressed like a Northerner বলিয়া বর্ণিত দেখিতে পাই। শক জাতি কর্ত্তৃক সূর্য্য-পূজা ভারতে যে অধিকতরভাবে প্রচারিত হইয়াছিল এ মতবাদ অনেকেই অবগত আছেন। শকদিগের মধ্যে এরূপ বুট জুতার ব্যবহার থাকুক বা না থাকুক সূর্য্যপদে দৃষ্ট উপানদ্‌ যুগল উত্তরদেশ হইতে আমদানী বলিয়াই মনে হয়।

(৪১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩ ভাগ পৃঃ ১৮৭।

(৪২) G. N. Rao Op. cit. Vol. I. pt. II. p. 308 and 312.

(৪৩) Ibid p. 308.

সূর্য্যের বাহু সংখ্যা।

সূর্য্য কখনও বা দ্বিভুজ কখনও বা চতুর্ভুজ। অধ্যাপক ম্যাক-ডোনেল চতুর্ব্বাহু সূর্য্যমূর্ত্তি সম্বন্ধে সূর্য্যোপনিষদের প্রমাণ মানিয়া লইতে চাহেন নাই—বাস্তব মূর্ত্তিগুলিতে এরূপ দেখা যায় না বলিয়া আপত্তি তুলিয়া ছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক বেঙ্কটেশ্বর মহাশয় বলিয়াছেন (৪৪) যে মৎস্যপুরাণেও সূর্য্যদেব চতুর্ব্বাহু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং চারিহস্তযুক্ত সূর্য্যমূর্ত্তিও যে না পাওয়া গিয়াছে তাহা নহে। সারনাথের মূর্ত্তিটি চারিহস্ত বিশিষ্ট এবং অধ্যাপক মহাশয়ের নিজেরও চারিহস্তবিশিষ্ট একটি ধাতব সূর্য্যমূর্ত্তি আছে। আচার্য্য ব্লক যে এই প্রকার একটি মূর্ত্তি মালদহে আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন সে কথা আমরা পূর্ব্বেই কোনারক মন্দির অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। কোণার্কের সংগ্রহশালায় চারিহস্তবিশিষ্ট এইরূপ একটি আদিত্যশ্রেণীর মূর্ত্তি রক্ষিত আছে।

ইরাণ ও পাশ্চাত্যদেশে সৌরোপাসনা।

আমরা সূর্য্যদেবকে শ্রেষ্ঠ বৈদিক দেবতারূপেই বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ভারতে সূর্য্যদেব সংক্রান্ত দুইপ্রকার বিভিন্ন ধারণার সমাবেশ দেখিতে পাই। খাঁটি হিন্দু ও বিদেশী এই উভয় ভাবই এখন কালবশে ওতঃপ্রোতঃভাবে সম্মিলিত। খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পর প্রথম কয়েক শতাব্দীতে যে 'মিথ্রবাদ' (Mithraism) প্রতীচ্য খণ্ডে বিস্তৃতি লাভ করে সেই মিথ্রোপাসনার সহিত হিন্দু সৌরপাসনার কোনরূপ আদান প্রদান ঘটিয়া থাকিলেও খুব সম্ভবতঃ উহা পাশাপাশি ভাবেই বিকাশলাভ করিয়াছিল।

(৪৪) J. R. A. S. Pt. III and IV, 1918. p. 522.

মধ্যযুগে রচিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে 'কৃত' অথবা দ্বাপর যুগের অবসান হইলে 'ময়' নামক জনৈক অসুর প্রধান বেদাঙ্গ জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার উদ্দেশ্য বহুকৃচ্ছ্র সাধনপূর্ব্বক তপস্যা করে। সূর্য্যদেব তাহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহদিগের গতি সম্বন্ধে তাহাকে শিক্ষাপ্রদান করেন। সূর্য্যদেব নাকি অসুর প্রবরকে বলিয়াছিলেন "আমার প্রভা কেহই সহ্য করিতে পারে না এবং শিক্ষা দিবার অবসরও আমার নাই। তুমি রোমক নগরে গিয়া বাস কর। আমি ব্রহ্মার শাপ হেতু ম্লেচ্ছরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিব"। শ্রীযুক্ত জি, আর, কে মহাশয় 'ময়' ও আবেস্তা প্রন্থোক্ত অহুরমজ্‌দা অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন (৪৫)। ভবিষ্য পুরাণে জরসস্ত (পারসীকদিগের জরথুস্ত্র) সূর্য্যের পুত্র বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। পারসীকদিগের 'জেন্দ্‌ আবেস্তা' গ্রন্থে 'মিত্র' ('মিথ্র') অপ্রধান দেবতাদিগের মধ্যেই গণ্য। 'মিথ্র' বর্ত্তমান পারসীকদিগের মধ্যে 'খুরসেদ' নামে পরিচিত। 'হ্বরে-ক্ষএত' এই যুক্ত শব্দ হইতে খুরসেদ নামের উৎপত্তিহইয়াছে। 'খর্' শব্দ রাজাবাচক। 'মিহির' অথবা 'মিথ্র' যে পূর্ব্বকালে প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে উচ্চতম দেবতাগণের মধ্যেই গণ্য হইতেন তাহা 'মিহির য়াস্ত' নামক সুদীর্ঘ 'য়াস্ত' হইতেই অনুমিত হয়। ভবিষ্য পুরাণমতে সূর্য্যের দুইটি অনুচরের নাম 'রাজ্ঞ' ও 'স্রোষ'। ভারতীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ শেষোক্ত নামের সহিত আবেস্তা গ্রন্থোক্ত একটি নামের সবিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন (৪৬)। পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থের 'স্রোষ' কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর

(৪৫) J. A. S. B. (N.S) XVI, 1920, p. 63 foot note II.
(৪৬) Gopinatha Rao's Hin. Icon Vol I. Pt. II, pp. 301, 304-5.

দেবতা, সূর্য্য বা অপর কোনও দেবতার অনুচর মাত্র নহেন। স্রোষ পারসীকদিগের পবিত্র উপাসনা প্রণালীর মূর্ত্তিমতী আকৃতি। তিনি ন্যায়বান্, সুন্দরাকৃতি, বিজয়ী, সত্যের প্রভুস্বরূপ। বার্সম্ (Barsom) অথবা বরেসমন্ (Baresman) নামধেয় পবিত্র পল্লব সাহায্যে তিনিই প্রথমে অহুরমজ্দার উপাসনা করেন। তিনি রাত্রিকালে সর্ব্বদা জাগরিত থাকিয়া মজ্দার্ সৃষ্ট জীবনিচয় রক্ষা করিয়া থাকেন। সূর্য্যাস্তের পর নিখিল জগতের জীবদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তরবারি ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি না থাকিলে সমগ্র জগৎ দৈত্যদিগের কবলে নিপতিত হইত। স্রোষ পারসীকদিগের ধর্ম্মের প্রতিভূ স্বরূপ—সামান্য দেবদূত বা স্বর্গদূত মাত্র নহেন (৪৭)। সূর্য্যের সহিত মুখ্যতঃ তাঁহার বিশেষ কোনও সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না বটে কিন্তু সহস্র-কর্ণ ও দশ-সহস্র-চক্ষু-বিশিষ্ট মিথ্রের সহিত কার্য্যগত ব্যাপারে তাঁহার যে কোনও সাদৃশ্য নাই তাহা বলিতে পারি না। স্রোষের ন্যায় মিথ্র ও বিনিদ্র থাকিয়া সৃষ্ট জগতের মঙ্গলচেষ্টায় ও রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকেন (৪৮)। মিহির য়াস্ত হইতে জানা যায় যে মিথ্র সূর্য্যের গতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। 'মিথ্র' শব্দ পারস্যে মিহির শব্দে পরিণত হইয়াছে; ইহা বন্ধুবাচক। কিন্তু 'স্রোষ' শব্দের উৎপত্তি 'শ্রু' ধাতু হইতে। সুতরাং এই দুই শব্দের ধাতুগত সাদৃশ্যও দৃষ্ট হয় না। মিহির, স্রোষের ন্যায় স্বর্গের পথ দেখাইয়া দেন না অথবা মৃত্যুর পর মানবদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যাদি সম্বন্ধে ভাল মন্দ

---

(৪৭) Haug's Essays on the Parsees pp. 189, 190, 200 foot note.

(৪৮) Ibid, p. 203.

বিচারের ভারও গ্রহণ করেন না (৪৯)। ডাঃ হগ বলিয়াছেন মিথ্রের পূজা প্রাচীন পারস্যের সীমা অতিক্রম করিয়া এসিয়া মাইনর এমন কি গ্রীস ও রোম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল (৫০)। ক্রমে সৈনিক, বণিক ও এসিয়াবাসী ক্রীতদাসদিগের সহায়তায় মিথ্র পূজার রহস্য রোম সম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্নপ্রদেশে প্রচারিত হয়। ভাস্কর্য্য নিদর্শন ও ক্ষোদিত লিপি, মিথ্রবাদে কথঞ্চিৎ পাশ্চাত্য প্রভাব-প্রমাণিত করিলেও উহা যে মুখ্যতঃ ইরাণীয় ধর্ম্ম তাহা চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। সে যাহা হউক বৈদিক সোম ও পারসীক হাওমার ন্যায় বৈদিক মিত্র ও পারসীক মিথ্রও যে অভিন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই (৫১)। আর্য্য জাতিরই একটি শাখা ইরাণ অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যে বসবাস করিয়াছিল এবং পরবর্ত্তীকালে সূর্য্যোপাসক শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ সম্ভবতঃ পারস্যের পথেই ভারতে আগমন করিয়াছিল। সুতরাং এরূপ সাদৃশ্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ দেখিনা। সূর্য্যোপাসকদিগের অভ্যঙ্গ নামক কটি সূত্র বা কটিবন্ধ পারসীক অইব্যাওঙ্‌হ অথবা কুস্তী নামে পরিচিত পবিত্র সূত্রের (sacred thread) সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে (৫২)। বৃহৎসংহিতায় 'মগ' শব্দ সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণদিগের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় বলিয়াছেন যে এই মগ শব্দ পারস্যবাসী অগ্নি উপাসকদিগের প্রতি প্রযুক্ত মগ্ (Mug) শব্দের অনুরূপ।

---

(৪৯) Ibid, p, 307.

(৫০) Ibid, p. 202.

(৫১) Ibid, p. 273, and Tilak's Orion p. 144. Cumont's the Mysteries of Mithra, p. I.

(৫২) Tilak's Orion, p. 144.

পারস্যদেশে অধরবৈজান বা অজরবৈজান নামক স্থানে মগ অথবা মগাখ্য ব্রাহ্মণদিগের একটি উপনিবেশ ছিল ইহাও অনুমিত হইয়াছে (৫৩)। আল্‌বেরুণীর ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্তে জরথুস্ত্র অধরবৈজান হইতে বাল্‌খ গমন করিয়া তথায় মগ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে (৫৪)।

সূর্য্যপূজার ঐতিহাসিক নিদর্শন।

কথিত আছে শাম্ব সূর্য্যমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া মিত্ররাজ উগ্রসেনের পুরোহিতকে নিজ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পৌরোহিত্যের জন্য আহ্বান করেন; এবং তিনি অস্বীকার করায় শাকদ্বীপ হইতে মগদিগকে আনয়ন করেন। ভারতে শকরাজাদিগের মধ্যে কণিষ্কের মুদ্রায় চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তি (৫৫) ও সূর্য্যদেবতা হেলিয়সের (Helios) (৫৬) মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত মুদ্রা হইতে শক জাতির মধ্যে একাংশে সৌরোপাসনা প্রচলিত থাকাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রে উদ্ধৃত সূর্য্য-বাচক 'হেলি' শব্দ, যোনক অথবা গ্রীকদিগের দেবতা হেলিয়সের নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ফাইলোষ্ট্রেটস্ (Philostratus) গ্রীকরাজ্যের অন্তর্গত তক্ষশিলা নগরীতে সূর্য্যমন্দির অবস্থিত থাকার কথা নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন (৫৭)। হুণ জাতিও যে এ প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে

(৫৩) Bishan Swarup's Konarka, p. 4.

(৫৪) Sachau's Alberuni. Ed. 1888, p. 21.

(৫৫) Vincent Smith's Catalogue of Coins in the Indian Museum, page 71, fig. 9. pl. xi.

(৫৬) Ibid, fig. xi.

(৫৭) Life of Apollonius of Tyana ii, XXIV, ref. to in J. A. S. B. (N. S.) XVI, 1920, p. 63, foot note I.

নাই মিহিরগুলের ক্ষোদিত লিপি অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেও যে সৌর উপাসনা প্রচলিত ছিল স্কন্দগুপ্তের ইন্দোর তাম্রলিপি হইতে তাহা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। অমরা অন্যত্র এই প্রসঙ্গে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত কুমার গুপ্তের মান্দাশোর লিপির উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে একটি সূর্য্য-মন্দির সংস্কারের কথা লিখিত আছে। দ্বিতীয় জয়বর্দ্ধনের রাঘোলি লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে তিনি আনুমানিক খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে স্থানীয় লোকের অনুরোধে, মাতা পিতা ও নিজের পুণ্যের জন্য জলনিষেকপূর্ব্বক ('উদকপূর্ব্বম্') খদ্দিকা নামক একখানি গ্রাম আদিত্যদেবের সেবার জন্য দান করিয়াছিলেন এবং যাবৎ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ ও তারকাদি বিদ্যমান থাকিবে তাবৎ এই উদ্দেশ্যেই গ্রামখানি ভোগ দখল হইতে থাকিবে, তাঁহার আদেশক্রমে এইরূপ নির্দ্দেশ ও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল (৫৮)। ওয়াং চোয়াং ও আল্-বেরুণী উভয়েই মূলস্থান অথবা মুলতানের সূর্য্যমন্দিরের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে মূলস্থানস্থ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠার কথা বর্ণিত হইয়াছে (৫৯)। খৃঃ নবম শতাব্দীর লেখক আনন্দগিরি বলিয়াছেন (৬০) যে সৌরোপাসকেরা ছয়টি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত; তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উদীয়মান সূর্য্য, কেহ কেহ মধ্যাহ্ন সূর্য্য কেহ কেহ অস্তাচলগামী সূর্য্য আবার কেহ কেহ এই তিনটি বিভিন্ন মূর্ত্তির সম্মিলিত রূপ ত্রিমূর্ত্তি বলিয়া পূজা করিতেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রীর দক্ষিণ ভারতীয় মূর্ত্তিবিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ একটি

(৫৮) Epi. Indica. IX, 47.

(৫৯) J. A. S. B. (N. S.) Vol. XVI, 1920, p. 63.

(৬০) W. Hopkins Religions of India, ref. to in loc. cit. p. 63, foot note 6.

ত্রিমূর্ত্তির প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে (৬১)। মহম্মদ ইবন্ আল্কাশিম যখন ঘৃণা ও বিদ্রূপভরে মূলতানের সূর্য্য মূর্ত্তির গলদেশে গোমাংসখণ্ড ঝুলাইয়া দেন তখনও ভারতে সৌরোপাসনার প্রভাব অপহৃত হয় নাই। জালাম্ ইবন্ শৈবান্ মূলস্থানের এই বিখ্যাত সূর্য্যদেবের বিগ্রহ ভগ্ন করিয়া পুরোহিতকে নিহত করিয়াছিলেন (৬২)। দশম শতাব্দীর শেষভাগে সূর্য্যমন্দির মসজিদে পরিণত হইলে (৬৩) মূলতানস্থ সৌরোপাসকগণ বিপন্ন হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে ভারতের অন্যত্র সূর্য্যপূজার কোনও বিঘ্ন ঘটে নাই। সেন রাজগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে যে সৌরপ্রভাব বিদ্যমান ছিল তাহা আমরা কোনারকে বৌদ্ধ প্রভাব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি। বঙ্গদেশে কয়েক স্থান ব্যতীত পৃথকভাবে সূর্য্যপূজার ব্যবস্থা না থাকিলেও প্রাতঃস্নানার্থীদিগের কণ্ঠোচ্চারিত জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতি দিবাকরের স্তোত্রে ভাগীরথী তট অদ্যাপি প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। সূর্য্যোপাসনার বিভিন্ন অনুষ্ঠান পদ্ধতি যাজ্ঞবল্ক্য ও বরাহ মিহিরের গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এ সকল কথা আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনেকেই অবগত নহেন। কোনারকে বৌদ্ধপ্রভাব অধ্যায়ে বর্ণিত স্ত্রীজনানুষ্ঠিত সৌরাপাসনামূক ব্রতাদির সহিত এ সকল পূজাপদ্ধতির কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না। খৃঃ ১৮৫১ অব্দে প্রকাশিত শ্রীমতী এস্, সি, বেলনোস্ নামক

(৬১) এই স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে সূর্য্যপূজা ভারতের উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমাংশে বিস্তার লাভ করিলেও দক্ষিণ ভারতে সম্ভবতঃ সেরূপ বদ্ধমূল হয় নাই। শ্রীযুক্ত জি, আর, কে (G. R. Kaye) বলিয়াছেন দক্ষিণে একমাত্র তাঞ্জোরের সূর্য্যনারকোবিল নামক সূর্য্যমন্দিরই উল্লেখযোগ্য।

(৬২) Alberuni's India, I, p. 116, quoted by R. P. Chanda in 'Archaeology and Vaishnava Tradition', p. 161.

(৬৩) Progr. Rep. Arch. Survey, W. Circle 1897, p. 18.

ইংরাজ মহিলা কর্ত্তৃক রচিত ব্রাহ্মণদিগের ভগবদারাধনা বিষয়ক 'সন্ধ্যা' নামক ইংরাজি গ্রন্থে জনৈক সূর্য্য পূজকের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে (বিংশ চিত্র দ্রষ্টব্য)। ভবিষ্যোত্তর পুরাণ হইতে সংগৃহীত সূর্য্যোপাসনার যে বিবরণ উক্ত লেখিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ এই নিবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

'রৌপ্যনির্ম্মিত থালায় অঙ্কিত সূর্য্যমূর্ত্তি একটী বৃহৎ তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে (সম্পুটে) রক্ষিত হয়। রক্তচন্দন-রঞ্জিত আতপ তণ্ডুল, কিঞ্চিৎ চন্দন ও রক্তপুষ্প, ধূপধস, তাম্বুল, গুবাক, রক্তচেল, এবং দৈনন্দিন পূজার উপকরণভূত যাবতীয় পিত্তলপাত্র ও মূর্ত্তি [ঐ পাত্রে রক্ষিত হয়]। পূজক এক পদে দণ্ডায়মান হয়, তাহার *বহির্মুখ চরণগুল্ফসহ দক্ষিণ চরণ বাম জানুর উপর বিন্যস্ত থাকে (৬৪)। হস্তে পিত্তল নির্ম্মিত বাটী (কটোরা), তাহার মধ্যে আবার* গোধূমচূর্ণে নির্ম্মিত একটী ঘৃতপূর্ণ ক্ষুদ্র আধার; উহার মধ্যস্থলে একটী প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা। এই পূজায় ব্যবহৃত তিলকফোঁটা এই প্রকার (☰) তিনটী চন্দনের রেখা আঁকিয়া নিম্নের সরলরেখা দ্বয়ের ঠিক মধ্যস্থলে প্রদত্ত সিন্দূরের ফোঁটাতেই পর্য্যবসিত হয়। পাথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ত্তুল গ্রথিত হার পূজার সময় পরিধান করা হইয়া থাকে।

[করজোড়ে অর্ঘ্য প্রদানানন্তর]

১। হে সহস্ররশ্মি! হে মহান্! হে প্রদীপ্তমণ্ডল, হে বিশ্বপালক! আমি তোমাকে প্রণাম করি ও অর্ঘ্য দিয়া অর্চ্চনা করি। হে আলোকের দেবতা, আমার উপহার গ্রহণ কর।

---

(৬৪) The Sandhyâ or the Daily Prayer of the Brahmins, Illustrated with 24 plates by Mrs. S, C. Belnos, 1851, Vide Pl. 20.

২। হে অমর! হে ভানু! আকাশ, পৃথিবী (দগ্ধ পৃথিবী), জল ও অগ্নি সকলেই তোমার প্রভাব ও তোমার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। দেখ, আমি তোমায় প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি ও অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, আমার পূজা গ্রহণ কর।

৩। যাহারা তোমার স্তবগান করে তাহারা সহস্র জন্মান্তরেও ধনশালী ও প্রভুত্বশালী হয়।

৪। তুমি সম্বৎসর বার মাস পৃথিবীতে কিরণ দান কর ও নিম্নলিখিত নামে খ্যাত হও—

৫। আদিত্য, দিবাকর, ভাস্কর, প্রভাকর, হরিদশ্ব, ত্রৈলোক্য-লোচন।

৬। মিত্র, রবি, দ্বিজকর, দ্বাদশাত্মক, ত্রিমূর্ত্তি ও সূর্য্য।

মাসানুসারে সূর্য্যের নাম।

চৈত্র—আদিত্য	আশ্বিন—মিত্র
বৈশাখ—দিবাকর	কার্ত্তিক—রবি
জ্যৈষ্ঠ—ভাস্কর	অগ্রহায়ণ—দ্বিজকর
আষাঢ়—প্রভাকর	পৌষ—দ্বাদশাত্মক
শ্রাবণ—হরিদশ্ব	মাঘ—ত্রিমূর্ত্তি
ভাদ্র—ত্রৈলোক্যলোচন	ফাল্গুন—সূর্য্য

৭। যাহারা বৎসরের এই দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করে এবং তোমায় অর্ঘ্য প্রদান করে, তাহারা সকলেই রাত্রিকালে সুস্বপ্ন দর্শন করিবে, এবং সমস্ত বিপদ ও দৈন্য হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

৮। এই নশ্বর শরীরের যাবতীয় অমঙ্গল ও দৈন্য হইতে তুমি আমাদিগকে মুক্ত কর। পবিত্র বারি যেমন অপবিত্রতা ধৌত করে, তোমার করুণা সেই প্রকার মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে পূত করে। যে

পবিত্র সলিলে নরগণ স্নান করে তাহা তোমারই পূজা ও স্তুতির সামগ্রী।

৯। যে তোমার স্তুতি শ্রবণ করে ও তোমার অর্চ্চনায় সহায়তা করে সেও সুখ লাভ করিবে। সে যাবজ্জীবন সুস্থ শরীর লাভ করিবে, দীর্ঘজীবী হইবে ও জীবনান্তে স্বর্গ দর্শন করিবে।

১০। হে অগ্নির জ্বালা সম্পাদন কারিন্! তোমায় প্রণাম। তুমি মহাপ্রভাবসম্পন্ন ও তুমিই শস্যের জীবনদান জন্য পৃথিবীতে বৃষ্টি পাত কর।

১১। অগ্নি তোমার সম্মুখে সঙ্কুচিত হয়, কারণ বিমানচারী গ্রহগণ মধ্যে তুমিই সর্ব্বপ্রধান।

১২। তুমি ব্রহ্মাণ্ডের চক্ষুঃস্বরূপ, কারণ মনুষ্য, পশু, মৎস্য ও সকল পার্থিব বস্তুই তোমার আলোকে পরিদৃশ্যমান হয় (৬৫)।

---

(৬৫) এই অংশ ভবিষ্যোত্তর পুরাণ হইতে গৃহীত। অগ্নিপুরাণে মার্গশীর্ষ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যের নিম্নলিখিত দ্বাদশটি নাম প্রদত্ত হইয়াছে—বরুণ, সূর্য্য সহস্রাংশু, ধাতা, তপন, সবিতা, গভস্তিক, রবি, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা, বিষ্ণু (Agni Purana, M. Dutt's translation, chap. LII, p. 188)। অগ্নিপুরাণকার অন্যত্র উপাসককে সূর্য্যদেব ও শঙ্করকে অভিন্নরূপে কল্পনা করিতে পরামর্শ দিয়া সৌর ও শৈবমতের সমন্বয় চেষ্টা করিয়াছেন। (Ibid, chap. LXXIII, p. 260)

নবগ্রহ।

পৃঃ ৩৪, ৩৫ কোনারকের কথা।

প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনাদিতে দেখিতে পাই যে সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তাহের বিভিন্ন বার অনুযায়ী সাতটী গ্রহ এবং রাহু ও কেতু, আয়ত আকৃতিবিশিষ্ট প্রস্তর খণ্ডে ক্ষোদিত করিয়া মন্দির ও তৎসংলগ্ন মণ্ডপাদির প্রবেশদ্বারের 'সরদাল'রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পশ্চিমভারতে মাধব-বাও নামক একটি বাউলিতে দশাবতার ও সপ্তমাতৃকার সহিত নবগ্রহমূর্ত্তিগুলিও যে সন্নিবিষ্ট আছে এ কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বিভিন্ন বাহন, হস্তধৃত বিভিন্ন আয়ুধ, নিয়মবদ্ধ পারম্পর্য্য এবং বিভিন্ন মুদ্রায় পরিকল্পিত হস্তাদি হইতে নবগ্রহের গ্রহদেবতাগুলিকে পৃথকরূপে চিনিয়া লওয়া যায়। সূর্য্য গ্রহপতি বলিয়া প্রস্তরখণ্ডের বামভাগে সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কখনও কখনও বিশেষ অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে ধাতব বা প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে নবগ্রহের নিদর্শনদ্যোতক ধাতুখণ্ড, এবং স্ফটিক ও রক্তচন্দনাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে (১)।

---

(১) প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রে, অগ্নি, মৎস্য ও গরুড় পুরাণে, দেবপূজা বিষয়ক 'পদ্ধতি' প্রভৃতিতে এবং 'পঞ্চাঙ্গ' অথবা পঞ্জিকাদি গ্রন্থে, নবগ্রহের যে বিবরণ পাওয়া যায়, শ্রীযুক্ত জি, আর, কে (G. R. Kaye) তাহা সযত্নে সঙ্কলন পূর্ব্বক ১৯২০ সালের বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় (অক্টোবর সংখ্যা পৃঃ ৫৭-৭৫) 'হিন্দুদিগের জ্যোতিষিক দেবতা' নামক একটি বহুতথ্য পূর্ণ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। "নবগ্রহের" এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুখ্যতঃ সেই প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

শাস্ত্রোক্ত বর্ণনামতে গ্রহাদির বর্ণের বিভিন্নতা হইতেও তাঁহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যায় কিন্তু প্রাচীনকালে, ব্রত পূজাদি অনুষ্ঠান-সময়ে, গ্রহমূর্ত্তিগুলি যে বাস্তবিকই বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইত তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায় না।

আলবেরুণি তাঁহার গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন যে, মূলতানের সূর্য্যমূর্ত্তি রক্তবর্ণ চর্ম্মে আবৃত ছিল (২)। কিন্তু নবগ্রহ সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে দেখা যায় না। নবগ্রহ মূর্ত্তিগুলি সকলস্থলেই যে একত্র পংক্তিবদ্ধ ভাবে পরিকল্পিত হয়, তাহা নহে। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের নবগ্রহগুলি যে বিভিন্ন পংক্তিতে অবস্থিত থাকে, তাহা পুরীর কথায় গুণ্ডিচা মন্দির প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে (৩)। কোন কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে বিভিন্ন গ্রহের নিদর্শন জ্ঞাপক দ্রব্যগুলি নিম্নলিখিত ভাবে সজ্জিত হইয়া থাকে।—

মধ্যে—কেন্দ্রস্থলে—সূর্য্য, দক্ষিণ-পূর্ব্বে চন্দ্র, দক্ষিণে মঙ্গল, উত্তর-পূর্ব্বে বুধ, উত্তরে বৃহস্পতি, পূর্ব্বে শুক্র, পশ্চিমে শনি, দক্ষিণ-পশ্চিমে রাহু ও উত্তর-পশ্চিমে কেতু। যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি অনুসারে তাম্র, সূর্য্যজ্ঞাপক ও সূর্য্য পূজার সহিত সংশ্লিষ্ট; স্ফটিক চন্দ্রের নিদর্শন, রক্তচন্দন মঙ্গলগ্রহ জ্ঞাপক, স্বর্ণ বুধ ও বৃহস্পতি এই দুই গ্রহের পরিচায়ক এবং রৌপ্য, লৌহ, সীসক, ব্রোঞ্জ বা পিত্তল যথাক্রমে শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু গ্রহের নিদর্শন স্বরূপ। বরাহ-

(২) India, I. 116, Ref. to in J. A. S. B. (N. S.) XVI, 1920. p. 97, footnote 2.

(৩) পুরীর কথা, পৃঃ ১০০। এইরূপে বৃত্তাকারে সজ্জিত নবগ্রহ মূর্ত্তিগুলির মধ্যস্থলে সূর্য্যমূর্ত্তি রক্ষিত হয়। সূর্য্য যে জ্যোতিষ মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ইহাতে বোধ হয় তাহাই সূচিত হইয়া থাকে।

মিহিরের মতে স্বর্ণ মঙ্গল গ্রহের নিদর্শন এবং রৌপ্য ও মুক্তা যথাক্রমে বৃহস্পতি ও শুক্রের চিহ্ন বলিয়া পরিচিত। শ্রীযুক্ত জি, আর, কে (G. R. Kaye) মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, যোনক অথবা গ্রীক দিগের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, রঙ্গ, তাম্র ও সীসক যথাক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র, বুধ, শুক্র ও শনৈশ্চর গ্রহের সহিত সম্পর্ক যুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত।

বরাহমিহিরের বর্ণনা মতে সূর্য্য রক্তবর্ণ, চন্দ্র শ্বেত, মঙ্গল ঘোর রক্তবর্ণ, বুধ হরিত, বৃহস্পতি পীত, শুক্র শ্বেত বা নীল এবং শনি কৃষ্ণবর্ণ। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে রবি পদ্মগর্ভসম দ্যুতিসম্পন্ন, বৃহস্পতি পীত, শনৈশ্চর হরিত এবং কেতু ধূম্রবর্ণ (৪)। কোনারকের নবগ্রহ প্রস্তরে সূর্য্যের হস্তে পদ্ম, এবং চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র ও শনৈশ্চরের হস্তে যথাক্রমে অক্ষমালা ও ঘট, রাহুর হস্তে বজ্র এবং কেতুর হস্তে অক্ষমালা ও উল্কা (মশাল) রহিয়াছে। কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত ৪১৬৮ সংখ্যক ভাস্কর্য্য-নিদর্শন নবগ্রহ প্রস্তরটীতে দেখিতে পাই যে, মঙ্গলের হস্তে অক্ষমালা ও শূল, বুধের হস্তে ধনুর্ব্বাণ, শনৈশ্চরের হস্তে অক্ষমালা ও ধ্বজদণ্ড, এবং চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শুক্রের হস্তে অক্ষমালা ও ঘট। অগ্নিপুরাণের ৫১ অধ্যায়ে সূর্য্যের আয়ুধ তরবারি, মঙ্গলের শূল বা ভল্ল, বুধের ধনু, এবং কেতুর তরবারি ও উল্কা (৫)। এই বর্ণনা মতে, চন্দ্র বৃহস্পতি শুক্র—ইঁহারা সকলেই অক্ষমালা ও ঘট ধারণ করিয়া

---

(৪) মৎস্য পুরাণ, ৯৪ অধ্যায়, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ২৮৫।

(৫) Agnipurana, M. N. Dutt's translation, chap. LI, p. 188. এই অনুবাদে torch শব্দের পরিবর্ত্তে প্রদীপ-বাচক lamp শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

থাকেন। শনৈশ্চরের নিদর্শন, ঘণ্টা-সম্বদ্ধ কটি-বেষ্টনী, এবং রাহুর অর্দ্ধচন্দ্র। চন্দ্র বর্ষা ব্যতীত অক্ষমালাও ধারণ করিয়া থাকেন। মৎস্য পুরাণ ও অগ্নি পুরাণের নবগ্রহ বিষয়ক বর্ণনায় বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু মৎস্যপুরাণেও বৃহস্পতি ও শুক্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে দণ্ড ব্যতীত অক্ষমালা ও ঘট ধারণ করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মৎস্য পুরাণ মতে সূর্য্যের চিহ্ন পদ্ম, এবং চন্দ্রের আয়ুধ গদা। কখনও কখনও অনুষ্ঠান বিশেষে সূর্য্য বৃত্তাকারে, চন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্ররূপে, মঙ্গল ত্রিকোণাকারে, বুধ শায়কচিহ্ন-রূপে, বৃহস্পতি আয়ত-ক্ষেত্র বা পদ্মচিহ্নরূপে, শুক্র সমচতুষ্কোণ বা তারকা চিহ্নরূপে, শনি ধনু ও দণ্ড চিহ্নরূপে এবং কেতু কেতন চিহ্নরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকেন।

সূর্য্যের রথের ন্যায়, চন্দ্রের রথ ও অশ্ববাহিত কিন্তু উহার অশ্বসংখ্যা দশটি সাতটি নহে। কোন কোন স্থলে চন্দ্রের রথে অশ্বের পরিবর্ত্তে মৃগও পরিকল্পিত হয়। মঙ্গলের বাহন মেষ, বুধের বাহন সিংহ (৩)। প্রচলিত পদ্ধতি গ্রন্থাদি মতে বৃহস্পতির বাহন হস্তী বা রাজহংস, শুক্রের অশ্ব বা ভেক, শনির গৃধ্র বা মহিষ, রাহুর সিংহ এবং কেতুর বাহন গৃধ্র। লক্ষ্ণৌ যাদুঘরে রক্ষিত একটী ক্ষোদিত প্রস্তরে অশ্ব, পশু মস্তক বিশিষ্ট পক্ষী, ময়ূর, বরাহ (?), অশ্বের মস্তক যুক্ত পক্ষী, ভেক (?), অশ্ব ও বস্ত্র যথাক্রমে নবগ্রহের বাহন রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রাচীন নবগ্রহ প্রস্তরগুলিতে রাহু ও কেতু ব্যতীত অপর গ্রহগুলি দণ্ডায়মান অবস্থায় পরিকল্পিত। শনৈশ্চর যে পঙ্গু ইহা তাঁহার দাঁড়াইবার ভঙ্গী হইতেই দেখা যায়। বুধ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণের

(৩) মৎস্য পুরাণ, ৯৩ অধ্যায়, বং সং, পৃঃ ২৮৫।

ন্যায় একপদ উন্নমিত করিয়া বঙ্কিম ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া থাকেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে আমরা তাঁহাদিগের সংগ্রহ শালায় রক্ষিত যে নবগ্রহ প্রস্তরের চিত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে এবং লক্ষ্ণৌ যাদু ঘরের নবগ্রহ প্রস্তরে (৭) বুধ ও শনৈশ্চর একই ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছেন। কলিকাতা যাদু ঘরের (৪১৬৮নং) নবগ্রহের (৮) সহিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলি হুবহু মিলিয়া যায়। রাহুর শৌবন দন্ত (canine teeth) দুইটী উদ্গত, মস্তকে সর্পফণা কিন্তু কোন কোন স্থলে অর্দ্ধচন্দ্রও দৃষ্ট হয়। কোনারকের নবগ্রহ প্রস্তরে বৃহস্পতির সুদীর্ঘ শ্মশ্রু রহিয়াছে দেখিতে পাই কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নবগ্রহ প্রস্তরগুলিতে বৃহস্পতি এইরূপ সশ্মশ্রু নহেন। এই সকল নবগ্রহ প্রস্তরগুলির সহিত যোগেশ্বরের (৯) প্রাচীনতর নবগ্রহ প্রস্তরের যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে সূর্য্য দ্বিপদ্মধৃক্ এবং রাহু ও কেতু ব্যতীত অন্যান্য গ্রহগুলি হস্তে অক্ষমালা ও ঘট ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। রাহুর কেবল কটিদেশ পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর সব কয়টি মূর্ত্তি দণ্ডায়মান এবং সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রের দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে কোনওরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। সম্ভবতঃ শনির পঙ্গুত্ব সূচনার জন্যই বামপদ কিঞ্চিৎ বিবর্ত্তিত-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। উপনয়ন সংস্কারকালে নবগ্রহের যে হোম অনুষ্ঠিত হয়, তৎপ্রসঙ্গে একটী ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ সমচতুষ্কোণ বেদির উপর, পদ্মচিহ্ন অঙ্কিত করা হইয়া থাকে এবং সেই পদ্মের বিভিন্ন দল,

(৭) J. A. S. B, vol xvi, 1920. pl. IX.

(৮) Ibid, pl. VIII.

(৯) কোনারকের কথা পৃঃ ৩৫, ৩৭ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য; J. A. S. B. vol, xvi, 1920. pl. X.

বিভিন্ন গ্রহের বর্ণ অনুসারে রঞ্জিত করা হয়। তাহার পর সেই পদ্মের উপর যথক্রেমে বিভিন্ন গ্রহ-সম্পর্কিত ধাতুখণ্ড, কিম্বা রঞ্জিত ও বিচিত্র নিদর্শনে চিহ্নিত বস্ত্র খণ্ড সমুদয় রক্ষিত হইয়া থাকে। তৎপরে বিভিন্ন অংশে দধি ও তণ্ডুল মিশ্রিত নৈবেদ্য সজ্জিত করা হয়। এই বিভিন্ন গ্রহ-নিদর্শন গুলির প্রতিষ্ঠাকালে 'ব্যাহৃতি' নামক মন্ত্রবিশেষ আবৃত্তি করা হইয়া থাকে এবং বিভিন্ন গ্রহের ধ্যান করিয়া তাঁহাদিগকে অর্ঘ্য নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ করা হয়। এবং তাহার পর ব্রতাদি সংক্রান্ত দ্রব্যনিচয় উৎসর্গ করা হয় এবং যথোপযুক্ত মন্ত্র সকল আবৃত্তি করিয়া হোম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মৎস্যপুরাণে অঙ্গারক ব্রত ও সৌরধর্ম্ম সংক্রান্ত কল্যাণিনী সপ্তমী ব্রত উপলক্ষে এইরূপ অষ্টদলান্বিত পদ্ম অঙ্কন করার প্রথা বর্ণিত হইয়াছে (১০)। অঙ্গারক ব্রত গ্রহ পূজার সহিত সংশ্লিষ্ট। মৎস্যপুরাণের উপাখ্যানে দৃষ্ট হয় বীরভদ্র অঙ্গারক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া গ্রহে পরিণত হইয়াছিলেন। আদিত্যদেব অস্তমিত হইলে এ ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে 'রক্তচন্দনবারি সহযোগে' মঙ্গলকে অর্ঘ্য দানের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে (১১)। 'যে দিন মঙ্গলবার ও চতুর্থী হইবে' সেই দিন এই ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। মৎস্য পুরাণের ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ে 'রাজত শুক্রপ্রতিমা' স্থাপন করিয়া শুক্রকে অর্ঘ্যদানের কথা এবং সুবর্ণ পাত্রে 'সুবর্ণময় সুরেশ-পুরোহিতের প্রতিমা' স্থাপন করিয়া বৃহস্পতিকে পূজা করার কথা উক্ত হইয়াছে (১২)।

---

(১০) মৎস্য পুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৭২ অধ্যায় পৃঃ ২৩৫ ; ঐ ৭৪ অধ্যায় পৃঃ ২৩৮।

(১১) মাৎস্য, বং সং, পৃঃ ২৩৬।

(১২) মাৎস্য, ৭৩ অধ্যায় (বং সং) পৃঃ ২৩৭।

উড়িষ্যায় বোদ অথবা বৌদ নামক স্থানে নবগ্রহের একটি পৃথক মন্দির বিদ্যমান (১৩)। আধুনিক কালে এই উদ্দেশ্যে শিখর মন্দির আর নির্ম্মিত হয় না বটে কিন্তু নবগ্রহের দোষশান্তির জন্য নবরত্ন অঙ্গুরীধারণ করার প্রথা ভারতে অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে (১৪)। শুধু ভারতবর্ষ বলিয়া নহে বৌদ্ধতান্ত্রিকবাদভূয়িষ্ঠ তিব্বতেও নবগ্রহ মূর্ত্তি সুপরিচিত। সম্ভবতঃ নবগ্রহের প্রভাব ভারত হইতেই ভারতীয় পণ্ডিতগণের সাহায্যে তিব্বতে প্রচারিত হইয়া থাকিবে। তিব্বতীয় নবগ্রহের নাম 'সা-গু' (Gzah dgu)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিব্বতীয় শিক্ষক লামা শ্রীযুক্ত পদ্মচন্দ্রের নিকট অবগত হইয়াছি যে তিব্বতদেশীয় চিত্রকর মূর্ত্তিগুলিকে সুখপর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট ভাবে আলিখিত করিয়া থাকে।

প্রতীচ্যখণ্ডে মিথ্র পূজা বিষয়ক প্রাচীন ভাস্কর্য্য নিদর্শনাদিতে নবগ্রহের একত্র-ক্ষোদিত মূর্ত্তি নিচয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত কে (Kaye) মঁসিয়ে কুমোঁ (Cumont) বিরচিত 'মিথ্রপূজারহস্য' (The mysteries of Mithra) নামক গ্রন্থে প্রদত্ত ৯৯ সংখ্যক

---

(১৩) Havell's Handbook of Indian Art, pl. XV B, Nava-graha temple, Bod.

(১৪) বৈদূর্য্যং ধারয়েৎ সূর্য্যে নীলঞ্চ মৃগলাঞ্ছনে।
আবনেয়েঽপি মাণিক্যং পদ্মরাগং শশাঙ্কজে॥
গুরৌ মুক্তা ভৃগৌ বজ্রং শনৌ নীলং বিদুর্বুধাঃ।
রাহৌ গোমেদকে ধার্য্যং কেতৌ মরকতং তথা॥

(দীপিকা হইতে শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত)। এই শ্লোকটিতে বৈদূর্য্য অথবা Cat's Eye মণির সহিত সূর্য্যের, 'নীলার' সহিত সোমের, মাণিক্যের সহিত মঙ্গলের, পদ্মরাগ রত্নের সহিত বুধের, মুক্তার সহিত বৃহস্পতির, হীরকের সহিত শুক্রের, নীলমণির সহিত শনিগ্রহের, গোমেদের সহিত রাহুর ও মরকতের সহিত কেতুর সম্পর্কের কথা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে।

চিত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ইতালীয় বলোনা (Bologna) নগরের ক্ষোদিত প্রস্তরের সহিত ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং মিথ্রবাদ বিষয়ক ক্রোনস্ (Kronos) দেবতার সহিত কোনারকের কয়েকটি ক্ষোদিত মূর্ত্তিরও অনুরূপতা লক্ষিত হয়। কুমোঁর গ্রন্থের ইংরাজী সংস্করণে বলোনার ক্ষোদিত চিত্রের (Bologna bas-relief) একখানি প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে (১৫)। এই ক্ষোদিত প্রস্তরের মধ্যভাগে বৃষহননে নিরত মিথ্র (Tauroctonous Mithra) দেবের চিত্র। তাঁহার দুইপার্শ্বে দুইজন 'মসাল' বাহক (Dadophari); ইহারা এক একটি পাইন বৃক্ষের সান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। এই শিলাখণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে সাতটি গ্রহ নিম্নলিখিত ভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। দক্ষিণভাগের সর্ব্বপ্রথমেই সূর্য্য, পরে শনৈশ্চর, তাহার পর যথাক্রমে শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ, মঙ্গল ও সোমের মূর্ত্তি। সকল গ্রহেরই নরাকৃতি; সাধারণতঃ মুদ্রাদিতে সন্নিবিষ্ট রাজমূর্ত্তির ন্যায়, এই সকল গ্রহের মস্তক ও বক্ষোদেশের কিয়দংশ মাত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কুমোঁ লিখিয়াছেন গ্রহ নক্ষত্র জ্ঞাপক দেবতাদিগের মধ্যে নবগ্রহের উপাসনাই অধিক ভাবে প্রচলিত ছিল এবং ইঁহাদিগের উদ্দেশ্যে অনেক মূল্যবান উপহার দ্রব্য নিবেদন করা হইত (১৬)। কলি[illegible] বিষয়ক বিশিষ্ট মতবাদ অনুসারে নবগ্রহের বিভিন্ন গ্রহগুলিতে নানাবিধ গুণ ও শক্তি আরোপ করা হইত। আধুনিক কালে এই সকল লুপ্ত বিশ্বাসের যথাযথ কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। রাহু ও কেতু ব্যতীত নবগ্রহের অপর সাতটি গ্রহ সপ্তাহের সাতটি দিনের

(১৫) Cumont's Mysteries of Mithra (translated by Mc Cormick) Chicago, 1903, p. 151, fig. 37.

(১৬) Cumont op. cit. pp. 120, 121.

মধ্যে একটি না একটির সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার নামানুসারে যে দিনের নামকরণ হইয়াছে সেইদিনে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ভারতের ন্যায় ইউরোপ খণ্ডেও কয়েকটি বিভিন্ন ধাতু, বিভিন্ন গ্রহের নিদর্শন জ্ঞাপক বলিয়া আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ব্যবহৃত হইত। বিশেষতঃ মিথ্রধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ কালে এই সকল ধাতুর অল্পাধিক প্রয়োজন সকলক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হইত। মিথ্রধর্ম্ম-বিষয়ক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য নিদর্শনে কখনও প্রধান গ্রহ সাতটির একত্র অবস্থিত সপ্তমূর্ত্তি, কখনও সপ্তগ্রহসূচক বিভিন্ন চিহ্নাদি, কখনও বা ইঁহাদিগের সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত পূজার্চ্চনার চিত্রাবলী উৎকীর্ণ থাকিতে দেখা যায়।

কখন কখন ও আবার তাঁহাদিগকে গ্রীক দেব দেবীরূপে মূর্ত্ত দেখিতে পাই যথা হেলিয়স্ (সূর্য্য), সেলিনী দেবী (চন্দ্র), আরস্ (মঙ্গল), হার্ম্মিস্ (বুধ), জিউস্ (বৃহস্পতি), এফ্রোডিট্‌ দেবী (শুক্র) ও ক্রোনস্ (শনি)। ইঁহাদিগের ক্ষোদিত চিত্রগুলি প্রায়শঃ সপ্তাহের সপ্তদিবসের পারম্পর্য্যক্রমেই মিথ্রবাদবিষয়ক ভাস্কর্য্যে সন্নিবিষ্ট হইত।

এই পাশ্চাত্য গ্রহবাচক মূর্ত্তি নিচয় যখন গ্রীক দেবতা জ্ঞাপন না করিয়া ইরাণের অহুরমজ্‌দা, জেরবান্ প্রভৃতি মজ্‌দীয় দেবতা জ্ঞাপন করে তখন এই সকল চিত্রের গূঢ়ার্থ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া পড়ে তাহা বলাই বাহুল্য। মিথ্রবাদে ক্রোনস্ ও ভারতীয় ফলিত জ্যোতিষে শনৈশ্চর, ঠিক একই ভাব ও একই অর্থ জ্ঞাপন করে না। ক্রোনস্ অনন্ত কালজ্ঞাপক। ইতালীর ফ্লরেন্স, অষ্টিয়া, রোম ও মডেনা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত ক্রোনস্ মূর্ত্তির যে সকল চিত্র

কুমোঁর গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে (১৭) তাহার কোনটির সহিতই কোনারকে দৃষ্ট কোনও মূর্ত্তির সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। মিথ্র-ধর্ম্মের ক্রোনস্ প্রায়শঃ সিংহাস্য, পক্ষসংযুক্ত, সর্পপরিবেষ্টিত, কচিৎ বা অনন্তকাল (Aeon) জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে গোলকের উপর দণ্ডায়মান। সম্ভবতঃ কোনও অস্পষ্ট চিত্রে কোনারক মন্দিরগাত্রস্থ নাগ নাগিনী প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীযুক্ত কে (Kaye) উহাদিগের সহিত এই সর্প-বিজড়িত ক্রোনস্ মূর্ত্তির কোনও কাল্পনিক সাদৃশ্য অনুমান করিয়া থাকিবেন। প্রাচীন ইরাণ-বাসিগণ ও বৈদিক হিন্দুগণ আর্য্য জাতিরই দুইটি বিভিন্ন শাখা, সুতরাং সৌর মতবাদ ও গ্রহাদির উপাসনায় উভয় ধর্ম্মে যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় তাহা একই মূল হইতে উদ্ভূত ভাব ও সভ্যতার আদান-প্রদানের অবশ্যম্ভাবী ফলমাত্র।

আচার্য্য ওল্ডেনবার্গ অনুমান করিয়াছেন যে প্রাচীন ইণ্ডো-ইরাণীয় আর্য্যগণ তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী আকাডীয় কিম্বা সেমিটিক জাতিদিগের নিকট হইতে সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহসমূহ উপাসনা করিতে শিখিয়াছিলেন যে হেতু নক্ষত্রখচিত অন্তরীক্ষ সম্বন্ধে এই সকল জাতির জ্ঞান আর্য্যদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল (১৮)।

এসিয়ার পূর্ব্বসীমান্তবাসী প্রাচীন মিটানী জাতি সূর্য্য উপাসক ছিলেন। ইঁহারা খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে ও তৎপূর্ব্বে বর্ত্তমান মেসোপটেমিয়া প্রদেশের উত্তরভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত এইচ্, আর্, হল্ প্রমুখ কেহ কেহ মত

(১৭) Cumont. op. cit. pp. 105, 106, 108, 110, 222, figs. 20, 21, 22, 23, 49.

(১৮) Oldenberg, Die Religion des Veda, 1894, p. 185, ref. to in Cumont, op. cit. p. 2.

প্রকাশ করিয়াছেন যে ইঁহারা আর্য্যদিগের পরিচিত মিত্র, বরুণ প্রভৃতি কোনও কোনও দেবতা উপাসনা করিতেন। ইঁহাদিগের সৌর-মতবাদ অপর কোন ও প্রাচীন জাতির সম্পর্কে আসিয়া উদ্ভূত হইয়াছিল কিনা তাহা নির্ণীত না হইলে এ সকল সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নহে (১৯)।

চি-লি-তা-লো-চিং।

পৃঃ ৬১ কোনারকের কথা।

ওয়াং চোয়াং এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে 'উতু' অর্থাৎ উড়িষ্যা দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে মহাসাগরের তীরে 'চে-লি-তা-লো' নগর অবস্থিত। ইহার পরিধি বিংশতি 'লি'। দূরদেশাগত বিদেশীয় ব্যক্তিগণের এবং সমুদ্রপথচারী বণিক্ দিগের ইহা বিশ্রামের স্থান ও গমনাগমনের পথ স্বরূপ ছিল। নৈসর্গিক সংস্থানের বিশেষত্ব হেতু ইহা স্বভাবতঃই সুরক্ষিত এবং বহু দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ। এই নগরের বহির্দ্দেশে পরস্পর সন্নিহিত পাঁচটি সমুচ্চ সঙ্ঘারামে বিশেষ শিল্প-নৈপুণ্য-পরিচায়ক মূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজকবর একথাও বলিয়াছেন যে চে-লি-তা-লো হইতে সেং-ক-লো (সিংহল) বিংশতি সহস্র 'লি' দক্ষিণে অবস্থিত। ফরাসী পণ্ডিত জুলিয়েঁর (Julien) মতে সংস্কৃত ভাষায় 'চরিত্র'ই

---

(১৯) স্বর্গীয় পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় হিন্দুদিগের সহিত বাবীরুষবাসিগণের সংস্পর্শ যে খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দের পরবর্ত্তীকালে সংঘটিত হইয়াছিল এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। B. G. Tilak on Chaldaean and Indian Vedas, Bhandarkar Commemoration Volume, p. 30.

'চে-লি-তো-লো'র বিশুদ্ধ রূপান্তর (১)। মূল বৃত্তান্তের এই অংশের পাদটীকায় 'চে-লি-তো-লো' নামের অর্থজ্ঞাপক যে চীনা শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ 'বিদেশ যাত্রায় জক্ত বহির্গত হওয়া'। সম্ভবতঃ নাবিক ও স্থলপথচারী ভ্রমণকারিগণ এই স্থান হইতে 'যাত্রা সুরু' করিত বলিয়া নগরের এই বিশেষ নামের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক অন্যত্র পদটির চৈনিক ভাষায় যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে 'চে-লি-তো-লো' 'ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন' এইরূপ অর্থ হইয়া পড়ে। 'চরিত্র' শব্দের সাধারণ অর্থের সহিত ইহার যে কতকটা সামঞ্জস্য বা সৌসাদৃশ্য আছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ওয়াটার্স বলিয়াছেন ওয়াং চোয়াং এর বর্ণনা মতে এই স্থান হইতেই যে স্থল পথে বা জল পথে যাত্রা আরম্ভ হইত কিম্বা এখানে আসিয়াই যে সাধারণতঃ যাত্রা শেষ হইতে এরূপ কিছু বোঝা যায় না। কানিংহামের মতে চরিত্রপুর আমাদিগের পুরী নামধেয় বর্ত্তমান জগন্নাথ তীর্থ (২)। ফার্গুসন ইহা তাম্রলিপ্তি বা আধুনিক তমলুক বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন (৩)। ডাঃ ওয়াডেল লিখিয়াছেন, 'এই অঞ্চলে পরিব্রাজকবর্ণিত ভৌগোলিক অবস্থান এবং দিক্ ও দূরত্ব প্রভৃতির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, মহানদীর 'ব' দ্বীপে, কটক হইতে সমুদ্রাভিমুখে প্রায় পঞ্চদশ মাইল দূরে, মহানদীর যে পুরাতন 'খাত' (Channel) আছে, তাহা

(১) 'On Yuan Chwang's travels in India' by Thos. Watters p. 194.

(২) Ancient Geography of India p. 510 ref. to in op. cit. foot note 1.

(৩) J. R. A. S., Vol. VI. 1873. c. p. 249, referred to in op. cit. p. 195. foot note 1.

অদ্যাপি 'চিত্র তোলা' নামে পরিচিত। মহানদীর এই শাখার তটদেশে 'চিত্রতোলা' নামক কোন গ্রাম বা নগর নাই বটে কিন্তু কেন্দরাপাড়া খালের কেন্দোয়াপটন লকের সম্মুখবর্ত্তী নেন্দরা গ্রামের অধিবাসিগণ নদীগর্ভস্থিত সুবিস্তীর্ণ সৈকত ভূমিতে কোনও বিলুপ্ত প্রাচীন বন্দরের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ডাঃ ওয়াডেলের মতে সেই বিলুপ্ত বন্দরই চিত্রতোলা নগর এবং উহা চে-লি-তো-লো হইতে অভিন্ন (৪)। চৈনিক উচ্চারণ প্রভাবে রূপান্তরিত চে-লি-তো-লো শব্দের জুলিয়েঁ সমর্থিত 'চরিত্র' নামটিই বিশুদ্ধ ও সুসংস্কৃত পরিণতি কি না সে সম্বন্ধে ওয়াডেল নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই; তাঁহার মতে চিত্রতোলা নামের সহিতই ইহার যেন সাদৃশ্য অধিক। ওয়াটার্স ডাঃ ওয়াডেল কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট স্থানটীকে ওয়াচোয়াং এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের চে-লি-তো-লো বলিয়া স্বীকার করিতে আপাততঃ সম্মত হইলেও স্পষ্ট করিয়া ইহাও উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই যে বরং 'চে-লি-তো-লো' 'চরিত্র' হওয়া সম্ভব, কিন্তু ইহা কখনই চিত্রতোলা শব্দের অনুকৃতি হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত বিষণ স্বরূপ মহাশয় বলিয়াছেন যে চি-লি-তো-লো 'চিত্রোৎপল' নামের অপভ্রংশ মাত্র। বর্ত্তমান 'কাছুয়া' প্রাচীন চিত্রোৎপল নদ বলিয়া ধরিয়া লইতে গেলে, ওয়াংচোয়াং বর্ণিত অবস্থান ও পরিমাপাদির সহিত কোনও রূপ অসামঞ্জস্য হয় কিনা তাহা বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক মিমাংসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে কোণার্ক, পুরী, ও নেন্দরা গ্রামের আপেক্ষিক দূরত্বের বিষয় ও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কোনারকের কথার 'পুনর্যাত্রা' শীর্ষক অধ্যায়ে ৭৭ সংখ্যক পাদটীকায়

(৪) Dr. Waddell in Proceedings A. S. B. referred to in op. cit. p. 196, foot note 1.

উদ্ধৃত 'চিত্রোৎপলা দেখিল নীলাচল ভুবনে'—চৈতন্য মঙ্গলের এই পংক্তি হইতে চিত্রোৎপল যে নীলাচলের অথবা পুরীতীর্থের সন্নিহিত ছিল এই অনুমানই সমর্থিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

কোনারকের কথা।

নাম ও বিষয়-সূচা (INDEX)।

অগ্নিপুরাণ ৮৯, ১২৯, ১৪২, ১৪৫,

অঙ্গারক ব্রত ১৪৮

অজরবৈজান (অধরবৈজান) ১৩৭

অনঙ্গরঙ্গ ২৯

অনন্ত গুম্ফা ১২৬, ১২৮

অনন্থালবার, এম, এ, ৮০

অনিরুদ্ধ ৭৬

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩০, ৬৭, ৯৪

অভ্যাঙ্গ (অইব্যাওঙ্‌হ) ১৩২ ১৩৬

অমরকুণ্ড ৯৫

অরফুস্‌ ও ইউরিডিস্‌ ১২০

অরুণ ১২৬

অর্কক্ষেত্র ৬২

অর্কবন্ধু ৭৯

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩, ৩৭, ৮৩, ১০৯

অশোক ৫৬, ৭৮

অশ্বমূর্ত্তি ৫৩, ৫৪, ৫৫

অহুর মজ্‌দা ১৩৪, ১৩৫, ১৫১

আইন-ই-আকবরী ১৯, ১৫, ৩২, ৩৮

আক্কাডীয় জাতি ১৫২

আচেন ফলক ১৯

আদিত্য হৃদয় ১২৩

আদিনাথ সভা ৮২

আল্‌ বেরুণী ১৩৭, ১৩৮, ১৪৪

আপোলো ১২০, ১২৯

আবুল ফজল ১৩, ৪২, ৪৪

আর্ণট, এম, এইচ ৫১

অর্য্যমন ১২২

ইতু পূজা ৯৬

ইন্দোরের তাম্রশাসন ৯৩

ইন্দ্রদ্যুম্ন ৭১

ইবন বতুতা ১০৩

উতু (উড়িষ্যা) ১৫৬

উদ্ভট শ্লোকমালা (পূর্ণচন্দ্র দে কৃত) ১১৭

উড্রফ, সার জে, জি ৬৭, ৯১

উড়িয়া দেউল ১৭

উষা ১২০

উষা ও প্রত্যূষা ১২৯

ঋগ্বেদ ৭৪, ১২০, ১২১, ১২৩
একাবলী ৪১
এলোরা ৮২, ৯০, ১২৯
ঐহোল (দুর্গামন্দির) ৭১
ওকাকুরা ৬৭
ওমার খৈয়াম ৬৮
ওলডেনবার্গ, আচার্য্য ১৫২
ওসিয়া ৯৬
ওয়াডেল, ডাঃ ১৫৪
ওয়াধেবান (ওয়াধওয়ান্) ৩৪
ওয়াং চাং (ইয়ান চোয়াং) ৬১,
 ৭৩, ১০১, ১৩৮, ১৫৩
ওয়েষ্ট্রপ ৯০
কণিষ্ক ১৩৭
কণ্টশিল্প ১৯
কবির মুরহিদ ৫৭, ৫৮
কমলাম্বিকা মূর্ত্তি ৮৩
কলিন মেকেঞ্জি, লেপ্টেনাণ্ট
 কর্ণেল ১৬
কল্যাণ মল্ল ২৯
কল্যাণিনী সপ্তমী ১৪৮
কান্দারিয়া (কন্দর্য্য) মহাদেব
 ১০৪
কামসূত্র ২৯
কালিকাপুরাণ ১১৮
কানিংহাম, মেজর জেনেরল
 ৬৩, ১১২
কিটো, মেজর ৫০
কুণ্ডিনপুর ৯৬
কুমার ও কুমারী পর্ব্বত ৭৮
কুমার গুপ্ত প্রথম ৯৩
কুমারস্বামী, ডাক্তার আনন্দ ১৪,
 ১৮, ৫৩
কুমোঁ, এফ্ ১৩০, ১৪৯, ১৫০
কুম্ভপাথর ৪৭
কুর্থিয়া ১১৩
কুশাদিত্য ৯৫
কৃষ্ণ দেউল ১৫
কৃষ্ণশাস্ত্রী, এইচ ৩৮, ১৩৮
কে, জি, আর ১১৮, ১৩৪, ১৪৩,
 ১৪৫, ১৪৯, ১৫২
কেয়ূর ৮৫
কেশব সেন (বিজয় সেন) ৯৪
কোণাকোণ ৭৯
কোণাদিত্য ৪৫
কোনারক নামের উৎপত্তি ৪৩,
 ৪৪, ৪৫, ৭৯
কোনাগমন (কোনাকমন) ৭৯
কৌটিল্য ৭৫
ক্রাফ্ট-এবিং, ডাক্তার ১৮
ক্রোনস্ ৪৪, ১৫০, ১৫১, ১৫২
ক্লাপ্রথ ৭৪
খসরু, দ্বিতীয় ২১
খাজুরাহো ৫৫, ৬৩, ৮১, ১০১
খারবেলের লিপি ৭৭
খোটান্ ৭৪
গঙ্গা ও যমুনা ৬৩
গঙ্গাদিত্য ৯৫

গঙ্গামূর্ত্তি ৩৩, ৩৪
গজলক্ষ্মী ৮৩, ৮৭, ৮৮
গজসিংহ ১৬, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ১০৭, ১১৭
গণ্ডভেরুণ্ড ৫৭
গাড়হোয়া ১৯
গ্লাড্উইন (আইন্-ই-আকবরী-অনুবাদক) ৫৮
গুণ্ডিচা বাড়ী ৭১
গোপীনাথ রাও, টি ১৩, ৩৮, ৮৭
গোবিন্দপুর লিপি ৬৫
গোয়ালিয়র লিপি ৯৩
গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯
গ্রেভস্, এইচ, আর ৫০
চতুর্ব্যূহ (ভাগবত) ৬৬
চন্দ্র স্তম্ভ ৮৫
চন্দ্রবর্ম্মা (মালবরাজ) ৫১
চন্দ্রভাগা ৪৩, ৬১, ৬২
চরিত্র ১৫৪, ১৫৫
চি-চি-তো ১০১
চিত্রগুপ্তের মন্দির ১০১
চিত্রোৎপল ৬১, ১৫৬
চিত্রতোলা ১৫৫
চিদম্বরম্ মন্দির ৮০
চে-লি-তা-লো ৬১, ১৫৩, ১৫৪
চৈতন্যমঙ্গল ৬১
চৈত্যগৃহ ৭১
চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির ১০৫
'ছট্ পরব' ৯৬
ছত্তরপুর ১০১
ছত্র-কা-পত্র ৬৩, ১০৩
ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ১২২
ছিন্দাউদ গজসিংহ ১১০, ১১১
জগদ্ধাত্রী ১১৬
জন্মেজয় (মহাভব গুপ্ত) ৮৩
জনার্দ্দন বিষ্ণু ৪০
জয়বর্দ্ধন ১৩৮
জাতক কাহিনী ৮২
জান্ ওয়াসা ৯৩
জাল ৬৪, ৬৫
জালাম্ ইবন্ শৈবান্ ১৩৯
জিরাফ চিত্র ২০
জুনাগড় ৬৩
জুলিয়েঁ ৭৩, ১৫৩, ১৫৫
জেজাভুক্তি ১০১
জেমো-কান্দি ৯৫
তোড়মান ৯০
ডোরিক স্থাপত্যপ্রণালী ১৩
তাম্রলিপি (দ্বিতীয় নরসিংহ দেবের) ৪৪
তিগোয়া ৩৩
তিরিঙ্গী তলই ১১২
তিরুবদমুরুদুর ১৬
তেজঃপালের মন্দির ৫২
ত্যাগরাজ স্বামীর মন্দির ৮০
ত্রিপত্র খিলান ১৩
দক্ষিণী রথের আদর্শ
দণ্ডী ও পিঙ্গল ১২৯

দয়ারাম সাহনী ১৩, ৩ , ১২৫
দাদোফোরি ১৩০, ১৫০
দাফ্‌নে ১২০
দাভোই ১০৪
দুলর ৯৬
দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ৮৯, ১১৯
দেবপাল ৪০
দ্রাপথু ১২৯
ধাতুগর্ভ স্তূপ ৭১
ধৌলী ৭৭
নগেন্দ্রনাথ বসু রায়সাহেব ২০, ৬৩
নগেন্দ্রনাথ মিত্র ৪২
ননীগোপাল মজুমদার ৯৬
নবগ্রহ ১৪৩
নবগ্রহ মণ্ডপ ৩৪
নবগ্রহ মূর্ত্তি ৩৪, ৩৫
নন্দ মাঞ্‌ঞ্‌ ২৯
নরসিংহদেব প্রথম (লাঙ্গুলিয়া) ২৯, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৯
নরসিংহদেব দ্বিতীয় ৪২
নরসিংহদেব, রাজা ৪৬
নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১১৮
নাগমূর্ত্তি ৮৪
নালন্দা ১১৪, ১১৫
নাচ্‌না কুঠারা ৩৩
নিখিলনাথ রায় ৯৫
নিরঞ্জনা ১১৯
নিয়াথিয়া ৪
নীহারিকা বিষয়ক মতবাদ ১২১
নেন্দরা ১৫৫
পঞ্চানন নিয়োগী ৫১, ৫২
পত্রিওঁকা মন্দর ৮৯
পরিশিষ্ট পর্ব্বন ৭৫
পাগান ২৯
পায়া-থন-বু মন্দির ৫৬
পাটলিপুত্র ৭৪
পুরীতীর্থ ৪২
পুরুষোত্তম দেব ৪৬
পুলিকেশী রাজা ২৯
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪৫
পূষণ ১২২
পেট্রোগার্ড ৫৪
প্রবাসী ১১০
প্রসাদ দাস রায় ৫৪
প্রাচী ৬১
ফাইলোষ্ট্রেটস্‌ ১৩৭
ফাদোঁসি ৬৪
ফার্গুসন, জে ১০, ১৪, ৪৯, ৭৮, ৮৯, ১০০, ১৫৪
ফা-হিয়ান ৭৪
ফুসে আচার্য্য এ ২৬, ২৯, ৯৮
ফো-কু-কি ৭৪
ফোগেল আচার্য্য ৫৬, ১২৫
বজ্রদত্ত ১০৯
বরবুদুর ৮২
বরাহমিহির ২৫, ১৩৯, ১৪৫

বর্ষাবাস (wasso) ৭৭
বলীঙ্গ নাএকা ৪৫
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭
বলোনার ক্ষোদিত চিত্র ১৫০
বসন্তগড় ৯৬
বাঘ্‌লী (খান্দেশ) ৯৭
বাৎস্যায়ন ২৯
বারট্রাম ৯০
বারাহী ৯৮
বার্ত্তলমেও কলেওনি ৫৪
বার্স্ম (বরেসমন) ১৩৫
বালকৃষ্ণ ৩৯
বালগঙ্গাধর তিলক ১১২, ১৫৩
বালুখণ্ড ৫
বালুরঘাট ৭১
বায়ুপুরাণ ৭৫
বিঠোবাদেবের মন্দির (মান্দ্রাজ) ৮০
বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৮৩, ৮৮, ১০৮
বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্প ২৯, ১২৭, ১২৮
বিশ্বনাথ মন্দির ৫৫, ১০৩
বিষণ স্বরূপ ২১, ২২, ২৪, ৩৮, ৪৭, ৪৯, ৬১, ৭৯, ৮১, ১০১, ১০৮, ১৩৬, ১৩৭, ১৫৫
বিষ্ণুপুরাণ ৭৫
বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য ৯৮, ১২৫
বৃহৎ সংহিতা ১১৮
বেলনোস্, শ্রীমতী এস্‌ সি ১৩৯
বেশনগর ৩৩
বৈকুণ্ঠ নারায়ণ ৩৮
বৌদ ১৪৯
ব্যারণ ক্লট ৫৪
ব্রজকিশোর ঘোষ ৪২
ব্রহ্ম পুরাণ ৪৫
ব্রহ্মা ২৪
ব্লক, থিয়োডোর ১১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪৪, ৬৪, ৬৫, ১১৩
ভবিষ্য পুরাণ ১৩২, ১৩৮
ভবিষোত্তর পুরাণ ১৪০
ভানুদেব প্রথম ৪২
ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ ডাঃ ১৪, ১৯, ২১, ২৭, ৪২, ৫৫, ৭৯ ৮৯, ৯৮, ১৩৭
ভেঙ্কটেশ্বর এম্, ভি ১২৬
ভেরোচিও অণ্ড্রিয়া ৫৪
মকর মূর্ত্তি (নক্সা) ৩১, ৩২
মঞ্চপুরী লিপি ৪৭
মৎস্যপুরাণ ৭৫, ১২৭, ১৩২, ১৪৫, ১৪৮
মধ্যমিকা ১১৯
মধ্যম ভোগস্থানক মূর্ত্তি ৩৯
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ২৭, ৪২, ৫১, ৯১, ৯৮, ১২৬
মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ৪১, ৪৫, ৪৬, ৮৭, ৯৯

মন্দাসোর শিলালিপি, ৯৩, ১০৮
মল্লসুয়া তাম্রশাসন ৭৩
মহম্মদ ইবন আল কাশিম ১৩৯
মহাবীর তীর্থঙ্কর ৩৯
মহিষাসুর বধের চিত্র ২২
ময়ুর কবি ৬২
মাঘ মণ্ডল ব্রত ৯৪
মামল্লপুরম্ (মহাবলীপুরম্) ৫৫, ৮১
মারীচী ৯৭, ৯৮
মার্ত্তণ্ড মন্দির ১৩, ৩০, ৯৫
মিটানী জাতি ১৫২
মিথুন ভাস্কর্য্য ২৭, ২৯, ৩০, ৮৮, ৮৯, ৯০
মিথ্র ১২২, ১৩৪, ১৩৫, ১৫০
মিথ্রোপাসনা (মিথ্রবাদ) ১৩০, ১৩৩, ১৩৬
মিহিরকুল (মিহিরগুল) ৯৩, ১৩৮
মিহির রাস্ত ১৩৪
মুকুন্দ দেব ৪৬
মুখলিঙ্গম্ ৩৩
মুচলিন্দ ৩৬, ৩৭
মুচলিন্দ ৮৭
মুখেরা ১৩, ৫০, ১০৪
মূলস্থান (মূলতান) ৬৩, ১৩৮
মেটারলিঙ্ক ডাঃ ৯১
মেহরৌলীর লৌহস্তম্ভ ৫১
মৈত্রেয় বন ৬২
ম্যাকডোনেল এ ১৩৩
যম ও যমী ১২৯
যযাতি (মহাশিবগুপ্ত) ৮৩
যাজ্ঞবল্ক্য ১৩৯, ১৪৪
যোগেশ্বর বিষ্ণু ৩৮
যোগেশ্বর মন্দির ৩৪
রতনপুর ৫৯
রথযাত্রা বা রথোৎসব ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭
রথ সপ্তমী ৪২
রমুজা ৭৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮, ২৭
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮, ৪৩, ৫১, ৯৩, ৯৮
রাঘোলি লিপি ১০৮
রাজেন্দ্রলাল মিত্র রাজা ১০, ১৭, ১৮, ৪২, ৪৯, ৫০, ৭৩, ৯৯
রাগুল ৯৭
রামচণ্ডী ৪৯
রামচন্দ্র দেব মহারাজা ৪৬
রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী আচার্য্য ২৭, ১০২
রামেশ্বর দৃশ্য ২৩
রাহু ৮৫
রিমস্ ১২৫
রুবায়াৎ ৬৯
রেবন্ত ১১৮, ১১৯
ললিতাদিত্য ৯২
লংহার্ষ্ট এইচ ২৪, ২৫

THREE TEMPLES.

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীগুরুদাস সরকার, এম্ এ, বি সি এস্,

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব স্কলার ও ফেলো

কলিকাতা

বাটারওয়ার্থ এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড্

CALCUTTA :

BUTTERWORTH & CO. (INDIA), LTD., 6, HASTINGS ST.

WINNIPEG :
TTERWORTH & Co. (Canada), Ltd

SYDNEY :
BUTTERWORTH & Co. (Australia), Ltd.

LONDON :

BUTTERWORTH & CO., BELL YARD, TEMPLE BAR.

Law Publishers.

1921.

দ্বিতীয় খণ্ড।

কোনারকের কথা।